সুপ্রভাত সিডনি™
সত্যের সাথে সব সময়
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
Suprovat Sydney
Suprovat Sydney, February 2019, Volume-2, No-10 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au

আঃ লীগের বাকশালী রূপ প্রকাশ ● পৃষ্ঠা-৩

গনি মিয়ার ডায়েরী: ভাবনার সকালে ● পৃষ্ঠা-১১

গেণ্ডারিয়ায় পুলিশের দৌরাত্ম্য ● পৃষ্ঠা-১৩

মেডিকেল কলেজের এ্যালমনাই ● পৃষ্ঠা-১৮

ভিসা জালিয়াতির ঘটনায় দেশের নাম কলংকিত

হাইকমিশন দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হওয়ার অভিযোগ!

ড.ফারুক আমিন, সুপ্রভাত সিডনি ●

২০১৮ সালের শেষ মাসে নির্বাচনী ব্যস্ততা-আলোচনায় যখন দেশে ও প্রবাসে বসবাসরত মানুষেরা ব্যস্ত ছিলো, সে ডামাডোলের আড়ালে কিছুটা গুরুত্বহীনভাবে অস্ট্রেলিয়ায় এমন এক ঘটনা প্রকাশ হয়েছে যা আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক পর্যায়ে এক নজিরবিহীন বিষয়। অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশ হাইকমিশনের নামে ইস্যু করা ভিসা নিয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত গিয়ে অনেকে জানতে পেরেছে এসব আসলে জাল ভিসা। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, এ ঘটনার সাথে জড়িত কয়েকজনের স্বাক্ষ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের যোগসাজশের অভিযোগ উঠে এসেছে। কোন দুর্বৃত্ত কিংবা জালিয়াতি প্রতারণা করা যাদের পেশা, এমন ধরণের অপরাধীরা সাধারণত এসব কাজ করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে জনগণের সেবা করার জন্য এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করার জন্য যাদেরকে বেতন দিয়ে নিয়োগ দেয়া হয়, খোদ তারাই অপরাধের মূল হোতা হিসেবে কাজ করছে।

ঘটনার ভয়াবহতা অনুধাবন করে আমরা দীর্ঘ সময় ধরে এ ঘটনার সাথে জড়িত বিভিন্ন পক্ষের সাথে কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছি। যত বেশি মানুষের সাথে কথা বলা হয়েছে, দেখা গিয়েছে ততই আরো বেশি প্রতারণা ও

জালিয়াতির কথা উঠে আসছে। পরিস্থিতি এমন যে, সাম্প্রতিক কালে ধরা পড়া জাল ভিসা প্রদানের এ ঘটনাটি যেন সামগ্রিক অপরাধমূলক কর্মকান্ডের কেবলমাত্র সামান্য একটি অংশ। বাংলাদেশ হাইকমিশনের কিছু কর্মকর্তা ও স্থানীয় একটি অপরাধী চক্রের যৌথ দুর্নীতি ও অন্যায় কাজের বিশাল আইসবার্গের ছোট একটি চুড়া হলো এ ঘটনা। একটি `ভুল` এর কারণে এটি প্রকাশ পেয়ে এবং অবশেষে অস্ট্রেলিয়ান আইন শৃংখলা বাহিনীর সংশ্লিষ্টতার কারণে বর্তমানে এর তদন্ত চলমান হলেও প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘদিন থেকে চলমান এদের অপরাধমূলক কর্মকান্ডের পরিধি অনেক বেশি বিস্তৃত ও ভয়াবহ। অন্যদিকে এই প্রকাশিত ঘটনা থেকেও ফায়দা হাসিল করে নিজেদের (৯-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় টাকার যথেচ্ছা অপব্যয়

গোপনে প্রতি বছর কেনা হচ্ছে বিলাসবহুল গাড়ি!

সুপ্রভাত সিডনি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ●

এক-এগারোর অবৈধ সরকারের সাথে আঁতাত করে ২০০৮ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে আওয়ামী লীগ গত দশ বছর যাবত বাংলাদেশের জনগণকে উন্নয়নের গল্প শুনিয়ে যাচ্ছে। এমনকি উন্নয়নের দোহাই দিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকে ছিনিয়ে নিয়ে তারা ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য ২০১৪ সালে একদলীয় নির্বাচন এবং ২০১৮ সালে দখলদারীর নির্বাচনও সম্পন্ন করেছে। কিন্তু দীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতা দখল করে রেখে কিছু মেগাপ্রজেক্টের আড়ালে আওয়ামী লীগ সরকার প্রকৃতপক্ষে কি করছে, তা নিয়ে সবসময়েই সচেতন মহল প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। এই প্রশ্নবোধক তথাকথিত উন্নয়নের নামে জনগণের টাকা নিয়ে যথেচ্ছাচার করার আরেকটি প্রমাণ সম্প্রতি সুপ্রভাত সিডনির হাতে এসে পৌছেছে।

(১৭-এর পৃষ্ঠায় দেখুন)

সুপ্রভাত সিডনি®
সত্যের সাথে সব সময়
Trade Marked & Registered by Australian Government
ACN- 600 352 716 ABN-93600352716
Registration: BN 98533502
TM:1391330
Bangladesh Community Leading Newspaper In Australia

Suprovat Sydney Family

Editor in Chief
Md Abdullah Yousuf (Shamim)

Editor
Dr Faroque Amin

Special Divisional Editor
Ahmed Raju

Distributor
Arif Rahman

Reporters
M.A Bashar, Habib Hasan
Mohammad Golam Mostafa
Syed Anwarul Kabir (Fuad)

Address
P.O Box- 398, Lakemba, NSW 2195,
Australia.
MBL: 0423 031 546
E-mail
suprovat.ceo@gmail.com
Bank Details
Suprovat Sydney, BSB: 032 065 A/C 247 887
Like Us On Facebook
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet : @SuprovatSydney

বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে কলংকিত এবং দখলদারীর নির্বাচন করার পর আওয়ামী লীগ একটানা তৃতীয়বারের মতো সরকারী ক্ষমতা দখল করে বসেছে। নির্বাচনের পর এক মাস সময় পার হয়েছে, এর মাঝে বিরোধী দলগুলো কোন কার্যকর প্রতিবাদ করতে সক্ষম হয়নি। ইতিহাসে দেখা যায় পৃথিবীর যেসব দেশে ফ্যাসিবাদ এবং স্বৈরতন্ত্র চেপে বসেছিলো, ঐ ফ্যাসিবাদের উত্থানের সময় বিরোধী দল কার্যত অসহায় হয়ে পড়ে। বাংলাদেশেও একই ঘটনা ঘটছে। তবে এক্ষেত্রে সরকারের পেশীশক্তি এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ে দালালশ্রেণীর সহায়তার পাশাপাশি বিরোধী দলের যোগ্যতা এবং কৌশলে ঘাটতির বিষয়টিও নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করে দেখা উচিত।

নির্বাচনের আগে থেকেই জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ব্যানারে সমবেত হওয়া বিরোধী দলগুলো পরিস্কারভাবেই জনগণের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। তারা অনবরত জনগণকে রাজপথে নেমে আসার আহবান জানিয়েছে কিন্তু আস্থা রাখার মতো নির্ভরযোগ্য নেতৃত্বের কোন নমুনা তারা জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারেনি। নির্বাচনপরবর্তী প্রতিক্রিয়া এবং কর্মকান্ডেও তারা একই ধাঁচের আত্মবিশ্বাসহীনতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে।

অন্যদিকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার এই হাস্যকর ও কলংকিত নির্বাচনকে ঢেকে দিয়ে বরং পাল্টা সাফল্যের গীত উচ্চকণ্ঠে গেয়ে নিজেদের ক্ষমতাকে নিজেরাই সংহত করার কৌশল অবলম্বন করেছে। রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সমস্ত স্বার্থ ও সম্পদ যেহেতু বিদেশীদের হাতে তুলে দিতে তাদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই সুতরাং সম্প্রতি বাংলাদেশের দখলদারীত্ব নিয়ে ভারত ও চীনের কৌতুকপ্রদ দ্বৈরথও প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হচ্ছে দেশবাসীর। পাশাপাশি তথাকথিত বিজয়কে মহান করে দেখানোর চেষ্টায় তারা বিশ্বের জানা-অজানা বিভিন্ন অপরিচিত দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীদের কাছ থেকে অভিনন্দন জোগাড় করে জোরগলায় প্রচার করে গেছে দেশবাসীর সামনে।

দেশবাসীর কাছে এ কথা এখন পরিস্কার যে বাংলাদেশ একটি দীর্ঘমেয়াদী সংকটে পড়েছে। এই ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরপন্থার কবল থেকে কখন এবং কতটা ক্ষতির বিনিময়ে এদেশে মুক্ত হবে তা এখন কেউ ধারণা করতে পারছে না। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার পর ফ্যাসিবাদের খড়্গ এখন নেমে এসেছে সাধারণ মানুষের উপরও। ত্রিশ ডিসেম্বরের নির্বাচনে দখলদারীত্বমূলক বিজয়ের পর থেকে বাংলাদেশে যেন ধর্ষণের গণউৎসব আরম্ভ করেছে আওয়ামী লীগের দলীয় দুর্বৃত্তরা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিনিয়ত চলছে গণধর্ষণ, লুণ্ঠিত হচ্ছে মা-বোনের সম্ভ্রম। এর কোন বিচারও নেই।

আমাদের প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশের এই দুরবস্থা আমাদেরকে দূর প্রবাসেও ব্যাথিত করে। প্রতিটি শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মতোই আমরা বাংলাদেশে গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও বাকস্বাধীনতার বিকাশ প্রত্যাশা করি।

Omrah Hajj
Authorized Omrah Agent
LTC Lakemba Travel Centre
Lakemba Travel Centre
Please Contact Now
8/61-67Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Sydney, Australia
বাংলাদেশের টিকিটে এখন আমরাই অপেক্ষাকৃত সস্তা
ইকবাল- ০৪৫০ ২৩৪ ৭৮৬
02 9750 5000 P
02 9750 5500 F
info@lakembatravel.com.au E
www.lakembatravel.com.au W

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

সাম্প্রতিক নির্বাচনের চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস

আবারো আওয়ামী লীগের বাকশালী রূপ প্রকাশ

মিজানুর রহমান

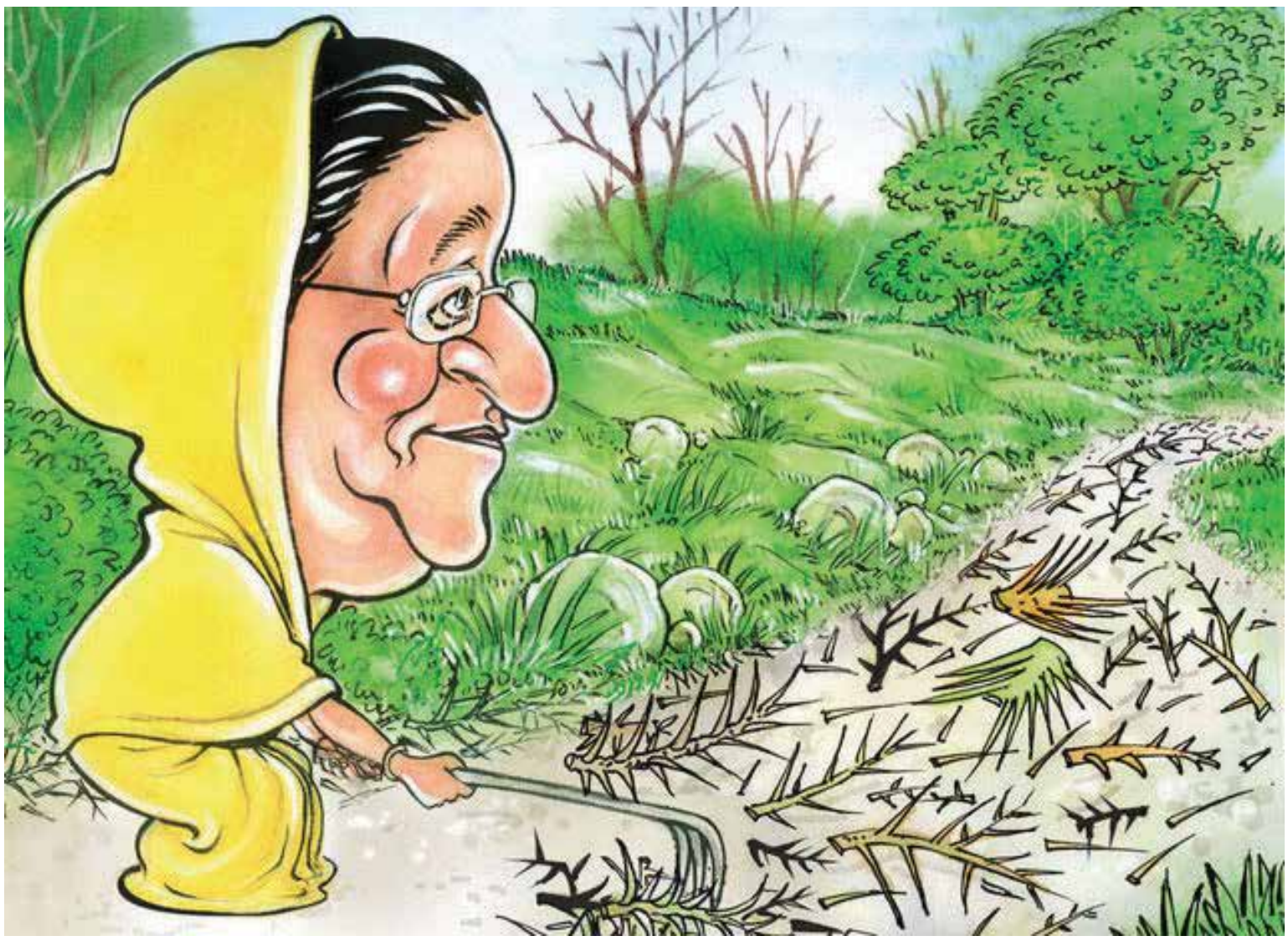

দিন যত যাচ্ছে ততই নির্বাচনকে ঘিরে আওয়ামী লীগের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হচ্ছে। গত ৩০ ডিসেম্বরের জাতীয় নির্বাচন ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ অনিয়ম আর প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের নির্বাচন। এই নির্বাচন ১৯৭৩ সালের জাতীয় নির্বাচনকেও হার মানায়। ওই নির্বাচনের সাথে এই নির্বাচনের এক জায়গায় হুবহু মিল রয়েছে। সেই নির্বাচনেও শেখ মুজবর রহমান একদলীয় বাবশালী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার লক্ষ্যে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকারকে পদদলিত করেছিল। আর এবার তারই পুনরাবৃত্তি ঘটালেন তার সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনেও তখনকার বিরোধী প্রার্থীদের ৭টি আসন দিয়েছিল, আর এবারো সেই ৭টি আসন। সম্প্রতি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্নভাবে গবেষণা করে এই নির্বাচনের পোস্টমর্টেম করার চেষ্টা করেছে। আর এতে একাদশ জাতীয় নির্বাচনের ব্যাপক অনিয়ম আর আওয়ামী লীগের ভোট ডাকাতির তথ্য পাওয়া যায়। এই নির্বাচনেও রাতের অন্ধকারে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকারকে পদদলিত করা হয়েছে। ভুয়া ভোট করে সরকার জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। `জনসমর্থনের তোয়াক্কা না করে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতেই আওয়ামী এই প্রহসনের নির্বাচনের আয়োজন করে। একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট যে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ করেছিল টিআইবির গবেষণায়ও সেই অভিযোগগুলোর প্রমাণ মিলেছে। টিআইবি দৈবচয়নের ভিত্তিতে ৪৫ টি জেলার ৫০টি আসনের নির্বাচন বিষয়ে গবেষণা করে। গবেষণায় ৪৭ টি আসনেই অনিয়মের প্রমাণ পেয়েছে টিআইবি।

সম্প্রতি ধানমন্ডির মাইডাস সেন্টারের নিজস্ব কার্যালয়ে `একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যালোচনা` শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশের সংবাদ সম্মেলনে এসব মতামত ব্যক্ত করে টিআইবি। সংবাদ সম্মেলনে টিআইবির চেয়ারপারসন সুলতানা কামাল, নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান প্রমুখ বক্তৃতা করেন। টিআইবির গবেষণায় উঠে আসা অনিয়ম গুলো হলো-

- নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালটে সিল মেরে রাখা।
- আগ্রহী ভোটারদের হুমকি দিয়ে তাড়ানো বা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া।
- বুথ দখল করে প্রকাশ্যে সিল মেরে জাল ভোট দেওয়া।
- ভোটারদের জোর করে নির্দিষ্ট মার্কায় ভোট দিতে বাধ্য করা।
- ভোট গ্রহণ শুরু হওয়ার আগেই ব্যালট পেপার ভর্তি বাক্স পাওয়া।
- ভোট শেষ হওয়ার আগেই ব্যালট পেপার শেষ হয়ে যাওয়া।
- প্রতিপক্ষের পোলিং এজেন্টকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে না দেওয়া।
- সব দল ও প্রার্থীর জন্য ইসি সমান সুযোগ (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) নিশ্চিত করতে পারে নি।
- সব দলের প্রার্থী ও নেতাকর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত করতে পারেনি ইসি।

এছাড়া বৈশ্বিক এ সংস্থাটির গবেষণায় উঠে এসেছে যে ভোটের দিন সারাদেশে বেশিরভাগ কেন্দ্র আওয়ামী লীগসহ মহাজোটের নেতা-কর্মীদের দখলে ছিল। অন্যদিকে বেশিরভাগ কেন্দ্রে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থীদের পোলিং এজেন্ট ছিল না, অথবা সকালে তাদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনে ৭৬ জন প্রার্থী নির্বাচন চলাকালীন ভোট বর্জনের ঘোষণা দেন বলেও প্রতিষ্ঠানটির গবেষণায় বলা হয়েছে।

এসব অভিযোগ সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বক্তব্য অনুযায়ী `কিছু জায়গায় বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া সার্বিক পরিস্থিতি ভালো`। অন্যদিকে রিটার্নিং কর্মকর্তাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী `পরিস্থিতি স্বাভাবিক, ছিল।

কিন্তু টিআইবির গবেষণায় দেখা গেছে নির্বাচন কমিশন তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয়। গবেষণার অর্ন্তভুক্ত ৫০ টি আসনের মধ্যে ১৩টি আসনে ভোট ৯০ শতাংশের ওপরে ভোট পড়েছে। অন্যদিকে ৫০ শতাংশের নিচে ভোট পড়েছে মাত্র তিনটি আসনে।

নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত আসনগুলোতে আওয়ামী লীগ ৪০, জাতীয় পার্টি ৬, বিএনপি ১, গণ ফোরাম ২, অন্যান্য দল একটি আসনে জয়ী হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে আওয়ামী লীগ ২৫৭, জাতীয় পার্টি ২২, বিএনপি ৫, গণ ফোরাম ২, স্বতন্ত্র ৩, অন্যান্য দল ৯ আসনে জয়ী হয়।

নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনে নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করে বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল ও জোট, যাদের মধ্যে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট, সিপিবি, খেলাফত মজলিস, বাসদ, গণ সংহতি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য। নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ এনে নির্বাচন কমিশনে জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট স্মারকলিপি প্রদান করে ৩ জানুয়ারি।

নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেয়নি। সব দলের সভা-সমাবেশ করার সমান সুযোগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ছিল না। বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের দমনে সরকারের ভূমিকার প্রেক্ষিতে অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন নীরবতা পালন করেছে বা ক্ষেত্রবিশেষে অস্বীকার করেছে।

এছাড়া নির্বাচন কমিশন সব দল ও প্রার্থীর প্রচারণার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে পারেনি, এবং একইসাথে সব দলের প্রার্থী ও নেতাকর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত করতে পারেনি বলেও গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

নির্বাচনী অনিয়ম ও আচরণ বিধি লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সরকারি দলের প্রার্থী ও নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার উদাহরণও তৈরি করতে পারেনি। এর ফলে নির্বাচন কমিশন যেমন সব দল ও প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) নিশ্চিত করতে পারেনি, আবার অন্যদিকে `লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড, আছে কি না তা নিয়ে নির্বাচন কমিশনারদের মধ্যে মতবিরোধ প্রকাশ পেয়েছে, যা নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থার ঘাটতি তৈরি করেছে।

এছাড়া বিভিন্ন দেশী ও বিদেশী পর্যবেক্ষকরা নির্বাচন `অংশগ্রহণমূলক` হয়েছে বলে সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও গণ-মাধ্যমে নির্বাচনে অনিয়মের সমালোচনা করা হয়েছে বলে বলা হয়েছে গবেষণায়।

নির্বাচন পর্যবেক্ষক ও সংবাদ-মাধ্যমের জন্য বেশ কয়েকটি নিষেধাজ্ঞার কারণে কমিশনের নিয়ন্ত্রণ ছিল কঠোর। নির্বাচনের সময়ে ইন্টারনেটের গতি হ্রাস করা হয়, এবং মোবাইল ফোনের জন্য ফোর-জি ও থ্রি-জি নেটওয়ার্ক বন্ধ রাখা হয়। এছাড়া জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মোটরচালিত যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। নির্বাচনের সময়ে এ ধরনের তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ নির্বাচনের স্বচ্ছতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে বলে গবেষণায় বলা হয়েছে।

ক্ষমতাসীন দল/জোটের কোনো কোনো কার্যক্রম নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছে বলে দেখা যায়। সংসদ না ভেঙ্গে নির্বাচন করার ফলে সরকারে থাকার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করা ক্ষমতাসীন দল ও জোটের জন্য সহজ হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সমর্থক গোষ্ঠী সম্প্রসারণের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে, এবং নির্বাচনমুখী অনেক প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয়েছে যা নির্বাচনকে প্রভাবিত করেছে বলেও গবেষণায় বলা হয়েছে। মোটকথা, ব্যাপক অনিয়ম করেই আওয়ামী লীগ নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়েছে, এটাই টিআইবির গবেষণায় ফুটে উঠেছে।

আওয়ামী সরকার প্রশাসন ও দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে যে প্রহসনের লজ্জাজনক ভোট ডাকাতি সংগঠিত করেছে , তা গোটা জাতির জন্য দুঃখজনক। অনেক প্রবীণ আওয়ামীলীগ নেতা পর্যন্ত এব্যাপরে লজ্জিত বলে মত প্রকাশ করছেন। একদলীয় বাকশালী রাষ্ট্র কায়েম করতে একদিকে জনগন থেকে বিচ্ছিন্ন এ সরকার। ঠিক তেমনি বাংলাদেশের বাইরে বেশির ভাগ দেশ নির্বাচনের সীকৃতি দেয়নি। এই প্রহসনের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পুরো জাতিকে বিশ্বের কাছে উলঙ্গ করে ছেড়েছে এ সরকার। স্বাধীন বাংলাদেশে সাধারণ জনগণ এখন পরাধীন, তাদের নেই কোনো বাক-স্বাধীরতা। আর ভোট ডাকাত লুটেরা বাকশালীরা স্বাধীন দেশে চালাচ্ছে গণবিরোধী অন্ধকারের রাজনীতি।

> রাতের অন্ধকারে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকারকে পদদলিত করে সরকার জনগণের ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছে। এখন সরকার জনগণের ভাতের অধিকারও কেড়ে নিচ্ছে। গণবিরোধী সরকার এখন অন্ধকারের রাজনীতি আর অন্ধকারের অর্থনীতির জন্ম দিচ্ছে : সিপিবি সভাপতি মুজাহিদুল ইসলামে সেলিম

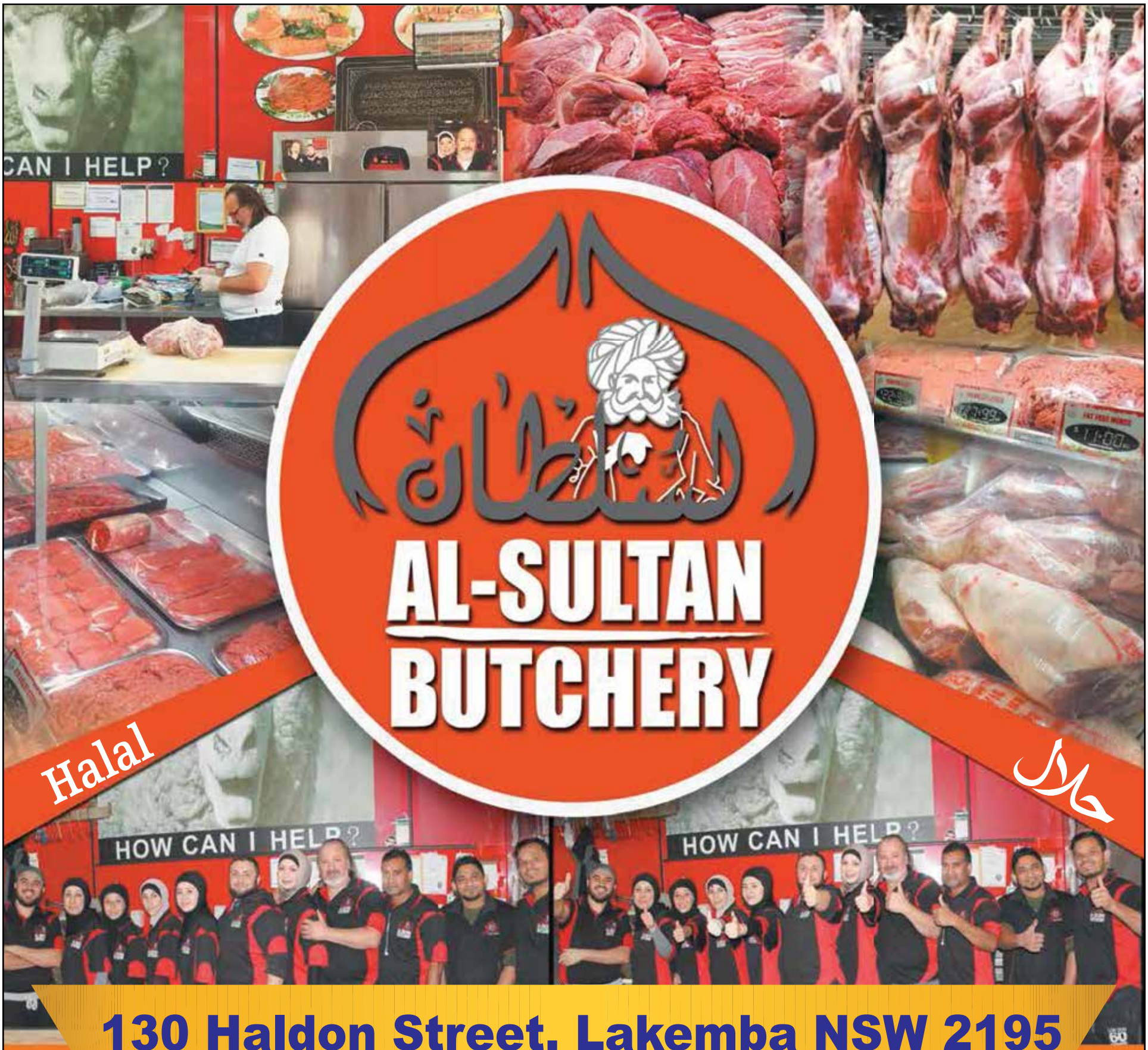

CAN I HELP?
السلطان
AL-SULTAN
BUTCHERY
Halal
حلال
HOW CAN I HELP?
HOW CAN I HELP?
130 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Ph: (02) 9750 4290
Fresh meat daily (Lamb, Beef, Goat)
Fresh chicken Daily
Fish & seafood
Frozen vegetables
Free delivery
Competitive prices
We don't have any other branches
Suprovat Sydney
Copy Right
Protected
Haitham Morabi
Manager
0402 016 210
Mahmoud
0416 874 859
Supplier of Finest Quality Meat

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

নবান্ন উৎসব হারিয়ে যাচ্ছে

শুভজিৎ বোস (শিলিগুড়ি,দার্জিলিং)

বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি জড়িয়ে আছে নবান্ন উৎসবের সাথে। কৃষি নির্ভর এই সমাজে কৃষিজমির সাথে আমাদের নীবিড় সম্পর্ক সূত্রেই নবান্ন হয়ে উঠেছে বাংলার লোকায়িত উৎসব। মাঠ ভরা ধানে সোনালী ছোঁয়া লাগলেই গ্রাম- বাংলায় বোঝা যেত যে নবান্ন আসছে। কার্তিকের শেষ সপ্তাহ থেকেই শুরু হয়ে যেত ধান মাড়াইয়ের কাজ, চলত বাড়িঘর, ঢেঁকিঘর নিকানোর কাজ। নতুন ধান থেকে চাল ছাঁটা হত ঢেঁকিতে। তৈরী করা হত চালের গুঁড়ো। চালের গুঁড়ো দিয়ে পিঠে তৈরী হত নবান্নে। চালের গুঁড়ো দিয়ে আঁকা হত মাঙ্গলিক আলপনা। বাড়ির মহিলা সদস্যরা ব্যস্ত থাকতেন চিঁড়ে, মোয়া, নাড়ু এসব তৈরীতে। এক সময় নবান্ন উৎসব উপলক্ষে চলত খন ও বিষহরি পালাগানের আসর, বসত মেলাও। নবান্নে পাকা ধান দেখে চাষী আনন্দে গেয়ে উঠত `হেমন্তে কাটা হবে ধান/ শূণ্য গোলায় ফসলের বান।, আমন ধান কাটার এই মওশুমে মেতে উঠত দুই বাংলা এই হৈমন্তিক উৎসবে। কোচবিহারে নবান্ন ভোজে আমিষ চলে না, বৈষ্ণব মতে `নর নারায়ণ, সেবা হয় নিরামিষ ভোজে। নিরামিষ রান্নায় মাষকালাই ডাল অথবা ঠাকুড়ির ডাল থাকা আবশ্যক। আর নতুন বেড়ে ওঠা সবুজ শাক-সব্জির পঞ্চ ব্যঞ্জন। দিনাজপুরের মতো এখানে চল নেই বাসিয়া বা বাসি নবান্নের। হিন্দু শাস্ত্রে নবান্নের উল্লেখ ও কর্তব্য নিদিষ্ট করে দেওয়া আছে। এই শাস্ত্র মতে নতুন ধান উৎপাদনের সময় পিতৃপুরুষ অন্ন প্রার্থনা করে থাকেন। এই কারণে হিন্দুরা পার্বণ বিধি অনুযায়ী নবান্নে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেন। শাস্ত্র বলে- নবান্নে শ্রাদ্ধ না করে নতুন অন্ন গ্রহণ করলে পাপের ভাগী হতে হয়। এই শ্রাদ্ধ করে দেবতা, অগ্নি, কাক, ব্রাহ্মণ ও আত্মীয়স্বজনদের নিবেদন করে গৃহকর্তা ও তার পরিবার নতুন গুড়সহ নতুন অন্ন গ্রহণ করতেন। পাড়ায় পাড়ায় বসতো জারিগান, পালাগানের আসর। এই উৎসবে অগ্রহায়ণ মাসে উত্থান একাদশীতে মুখোশধারী বিভিন্ন দল রাতভর বাড়ি বাড়ি ঘুরে নাচ গান করতো। কৃষকরা নতুন ধান বাজারে বিক্রি করে নতুন পোশাক- পরিচ্ছদ কিনতো। উত্তরবঙ্গে গ্রাম-বাংলায় এখনও নবান্নের চল থাকলেও নেই সেই উৎসবের আমেজ। নবান্ন এখন কেবল ভোজনের অনুষ্ঠান মাত্র হয়ে গেছে। আজকের শহুরে জীবনযাত্রা আর ব্যস্ততার গর্ভে হারিয়ে গেছে এই নবান্ন। বর্তমানে আমাদের জীবনের অনেক কিছুই লোপ পেয়েছে। এই উৎসব আজ গ্রাম-বাংলা থেকে সত্যিই হারিয়ে যাচ্ছে বা অনেকটাই গেছে, কিন্তু আজও বেঁচে আছে গ্রাম-বাংলার ধানের গন্ধ। শতাব্দী প্রাচীন এই উৎসব বংলার বুকে লোকজীবনে বেঁচে থাকুক এই কামনা করি।

R & J
AUTOMOTIVE REPAIRS
9707 2392
97 Wattle Street,Punchbowl,NSW 2196
All Mechanical Repairs
*LPG Inspection
*Pink Slip - Petrol & Gas
*LPG Conversion and Repair
*All Suspension Replacement
*Tyre
*Clutch
*Batteries
*Belt Replacement
*Muffler Repair
*Full Service
*Log Book
We are open 7 days (Sunday 8am- 2pm)
Save $$$ for Bangladeshi Community
Contact :
Robert 0405 151 448
Joseph 0425 359 448
Pax: (02) 9707 2396

ABU LEGAL
ABU Legal
ABN: 71 645 569 415
Committed to Service with Difference
MEMBER OF THE LAW SOCIETY OF NEW SOUTH WALES
Abu Siddque
LL.B(Hon's), LL.M (Legal Practice)
Solicitor and Barrister
We specialise in:
Immigration Law / Migration
• Sub Class 482 Visa/TSS Visa
• Sub Class 186 Visa
• Sub Class 187 Visa
• Sub Class 190 Visa
• Sub Class 189 Visa
• Sub Class 489 Visa
• General Skilled Migration
• Asylum/Refugee
• Student Visa Application.
Business Migration
• Sub Class 188 Visa
• Sub Class 132 Visa
Family Law
• Divorce Application
• Custody of the Children
Administrative Law
• Appeal to AAT
• Federal Circuit Court
• Federal Court
• High Court of Australia
Phone: 02 8540 3701, Fax: 02 9475 0037
Mobile: 0403343814
Email: abus@lawyer.com
web: www.abulegal.com.au
Our Office : Suite 204, Level .02, 309 Pitt Street, Sydney, NSW 2000

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, February-2019
Year-10

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ভোট জালিয়াতি ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান

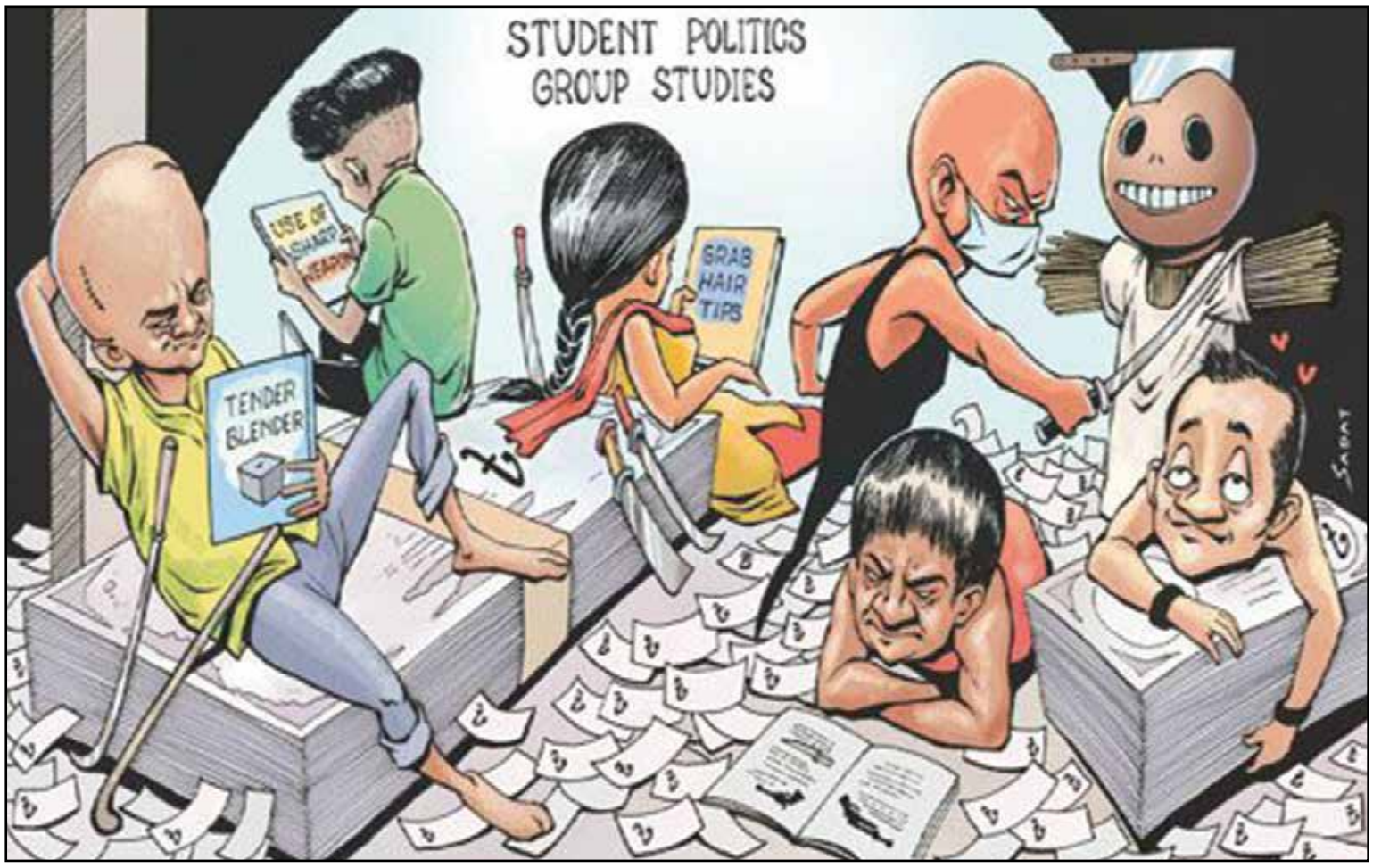

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

গত ৫ জানুয়ারী ২০১৯ শনিবার সিডনির লাকেম্বা এলাকায় অবস্থিতি হাজীর বিরিয়ানি রেস্তোরায় বিভিন্ন বাংলাদেশী সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং সদস্যদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ভোট জালিয়াতি প্রসঙ্গে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষ এবং বিভিন্ন প্রবাসী সংগঠনের নেতাকর্মীরা নজিরবিহীন দখলদারীর এই বাংলাদেশী নির্বাচন সম্পর্কে মতবিনিময় করতে এবং এ তথাকথিত নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে উক্ত সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন।

আলোচকবৃন্দ এবং উপস্থিতির সবাই ঐক্যমত পোষণ করে বলেন, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নামে যে প্রহসন মঞ্চস্থ হয়েছে তা স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে জঘন্যতম ভোট ডাকাতির মহাউৎসব হিসেবে বাংলাদেশের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে এই কুৎসিত প্রহসন যারা মঞ্চস্থ করেছে, যারা এর সুবিধাভোগী এবং যারা একে সমর্থন করছে তারা সকলেই বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রতি অপরাধী হয়ে থাকবে। তাদের মতে এই প্রহসনের নির্বাচন বাস্তবায়ন করতে তিনটি মূল পক্ষ প্রনিধাণযোগ্য ভূমিকা রেখেছে, তা হলো আওয়ামী দুর্বৃত্ত সমর্থকরা, নির্বাচন কমিশন ও দলীয় নিয়োগ পাওয়া পুলিশী শক্তি। পুরস্কার হিসেবে নির্বাচনের পর থেকেই আওয়ামী দুর্বৃত্তরা দেশব্যাপী সিরিয়াল ধর্ষণ ও লুটপাট উৎসবে মেতে উঠেছে, পুলিশ তাদের সন্ত্রাসী কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে এবং দাসসুলভ নির্বাচন কমিশন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

আলোচনায় বক্তারা অভিমত প্রকাশ করে বলেন, সত্তরের নির্বাচনের গণরায়কে বাস্তবায়িত করতে না দেয়াতে সহযোগিতা করেছিলো এদেশীয় রাজাকার দোসররা। দুই হাজার আঠারোর নির্বাচনে যারা গণরায়কে প্রকাশ পাওয়ারই সুযোগ দেয়নি, চিহ্নিত ঐ ফ্যাসিবাদী রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা বর্তমান কালের `ভোট রাজাকার, হিসেবে জনগণের কাছে নিজেদের নোংরা ও কলংকিত চেহারা উন্মোচন করে দিয়েছে।

প্রতিবাদ সভায় বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন ভয়াবহ দিক উঠে আসে। আলোচকবৃন্দ বলেন, পুরো পৃথিবীর সামনে এটি এখন পরিস্কার যে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের সাথে চরম বেঈমানি করে রাষ্ট্রীয় সকল সুযোগ সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে সীমাহীন কারচুপি করে বর্তমান সরকার ক্ষমতার দখলদারিত্ব বজায় রেখেছে। এই ফ্যাসিবাদী অত্যাচারী সরকারের সময়ে নিরীহ মানুষরাও নিজ বাড়িঘরে শান্তিতে একটু ঘুমানোর সুযোগ পাচ্ছেনা। বর্তমান আওয়ামী শাসনামল দেশের মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বাহাত্তর থেকে পচাত্তর সময়ে তাদের সেই শাসনামল কেমন ছিলো। সে সময় মুজিব বাহিনীর করাল থাবা থেকে বাঁচার জন্য যাদের বাড়িতে যুবতী মেয়ে ছিলো তারা সন্ধ্যার পর সেই মেয়েদেরকে নিয়ে ঝোপঝাড়ে আশ্রয় নিতো। বামপন্থী নেতা সিরাজ শিকদারকে বিনাবিচারে পুলিশ কর্তৃক হত্যা করিয়ে তখনকার আওয়ামী নেতা সংসদে দম্ভ করে বলেছিলেন, `কোথায় আজ সিরাজ শিকদার,! আজকেও বাংলাদেশে ধর্ষণের মহোৎসব শুরু হয়েছে। নির্বিচারে গুম, খুন এবং ক্রসফায়ারে আজকের আওয়ামী নেতা তখনকার নেতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

বর্তমান সরকার দ্বারা বাঙলাদেশে একদলীয় শাসনে গণতন্ত্র নির্বাসিত হয়েছে। লাগাতার ধর্ষণ,গুম,হত্যা ,চাঁদাবাজি এখন দৈনিক রুটিনে দাঁড়িয়েছে।

কারা এরকম একের পর এক গণ ধর্ষণ ও শিশু হত্যা করে যাচ্ছে?

যে কোন একটি অশুভ শক্তি কৌশলে শিশু ধর্ষণ করে হত্যা করছে। তারা কেন লাগাতার ধর্ষণ করে যাচ্ছে ? ধর্ষকরা কি মেসেজ দিতে চাচ্ছে বাংলার জনগণকে ? সরকার যেকোন গোপন কারনে খুব চুপ চাপ ! সরকারের জঙ্গি পেটোয়া বাহিনীর নীরবতা মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। রেবের কোনো সাড়া শব্দ নাই। আওয়ামী নেত্রী মনে হয় কিছুই জানে না। ৩০ তারিখের পর থেকে গাণিতিক হারে ভারতের মতো গণধর্ষণ বেড়ে গেছে। সরকারের তেমন কোনো মাথা ব্যথা নাই মনে হচ্ছে। পুলিশ বা রেবের পক্ষ থেকে কোনো প্রেস রিলিজ ও দেয়া হচ্ছে না,কিন্তু কেন ? সারা দেশে এভাবে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় বাংলাদেশের নিরীহ জনসাধারণ আজ ক্ষুব্দ, বাকহীন। সচেতন জনগণকে এখনই সাবধান হতে হবে । পাড়ায় পাড়ায় ধর্ষণ ও অপশক্তির বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। মানবাধিকার লংঘন, সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার এবং বর্বরতার দিক থেকে বিচার করলে বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বর্বর তাতার সম্রাট চেঙ্গিস খানের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বর্তমান একনায়কতন্ত্র বাংলাদেশকে বর্বর যুগে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মুক্তির জন্য এখন প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখতে হবে।

আলোচকবৃন্দ ঐক্যমত পোষণ করে বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে সচেতনতামূলক কর্মসূচী জোরদার করা প্রয়োজন। একই সাথে বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদী সরকারের সাথে অসহযোগিতামূলক কর্মসূচী এবং রেমিট্যান্স বন্ধের বিষয়েও সবাইকে সচেতন করে তুলতে হবে। প্রবাসীদের ঘামঝরানো টাকা তারা যখন দেশে পাঠায়, সে টাকার রেমিট্যান্স দিয়ে এই লুটেরা ও তথাকথিত উন্নয়নের সরকার হাজার কোটি টাকা চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, এ সরকার প্রধানের পুত্র পর্যন্ত তথ্যপ্রযুক্তির নাম দিয়ে এবং স্যাটেলাইট ও নানা প্রজেক্টের অজুহাতে দেশকে ফোকলা করে দিচ্ছে এ বিষয়গুলো প্রবাসীদেরকে বেশি বেশি জানানোর জন্য পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন। তারা বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ নির্বাচন ছাড়া বাংলাদেশে মানবাধিকার ও গণতন্ত্র পূণঃপ্রতিষ্ঠা পাওয়ার অন্য কোন সম্ভাবনা নেই। এ প্রতিবাদ সভায় সিডনির বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিলেন।

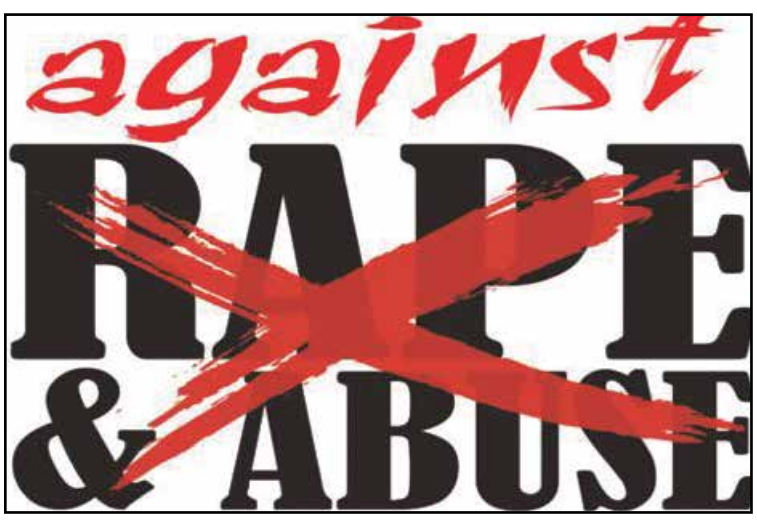

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

CS education Bankstown

THE RIGHT TUTORING AT THE RIGHT LEVEL

OC, Selective, HSC Specialist

Sydney Best Coaching School

WEMG Course
- Writing
- English
- Mathematics
- General Ability

Supplementary Course
- Essay Writing
- Mastering General Ability
- Reading Comprehension Strategy

Trial Test Course
- Selective Trial
- OC Trial
- NAPLAN

Holiday Course

Enrol Now!!!

Ph. 02 8710 6342 M. 0477 053 053

Free Assesment Test: Monday to Saturday. Starts: 04:30pm(Booking Essencial)

Liberty Plaza, 1st Floor, Shop No 40-41
256 Chapel Rd, Bankstown NSW 2200
Email: bankstown@cseducation.com.au
www.csonlineschool.com.au

14 February
Happy Valentine Day
Happy Valentine's Day
১৩ ফেব্রুয়ারী
পহেলা ফাল্গুন
২১ শে ফেব্রুয়ারী
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
সকল উৎসবে
আমরা আছি আপনাদের সাথে
নানা রকমের সাজে
সিডনিতে সর্ব বৃহৎ বাংলাদেশী শপিংমল
BLUE EYES SYDNEY
142-144 Haldon Street, Lakemba, NSW, 2195. 0435198049, 0469712428
blueeyes71@yahoo.com
www.blueeyefashions.com

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

ভিসা জালিয়াতির ঘটনায় দেশের নাম কলংকিত

হাইকমিশন দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হওয়ার অভিযোগ!

১ম পৃষ্ঠার পর

কাজকর্মকে নিরবিচ্ছিন্ন রাখার এবং প্রভাববলয়কে আরো শক্তিশালী করার ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে নির্দিষ্ট ঐ চক্রটি।

জাতিসংঘের রিফিউজি কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়া বিশ্বের নানা দেশ থেকে আগত শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে থাকে। এ কারণে অস্ট্রেলিয়াতে মায়ানমারের নিপীড়িত জনগোষ্ঠী আরাকানী মুসলমান, যারা রোহিঙ্গা নামে পরিচিত, তাদের বসবাস রয়েছে। এদিকে বাংলাদেশেও বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে যাদের মাঝে অষ্ট্রেলিয়ার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আত্মীয়-পরিজন রয়েছে। তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করার জন্য এদেশের রোহিঙ্গারা যখন বাংলাদেশে যেতে চান তখন স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে বিদেশী হিসেবে বাংলাদেশের ভিসা নিতে হয়। ক্যানবেরায় অবস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশন অস্ট্রেলিয়া থেকে আবেদন করা যে কোন বিদেশী ব্যক্তিকে যাচাই-বাছাই এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ সাপেক্ষে বাংলাদেশের ভিসা দিয়ে থাকে।

২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসের বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গা যখন বাংলাদেশে যান, তখন ঢাক বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশনে তাদের ভিসা যাচাই-বাছাই করার সময় দেখা যায় ভিসাগুলো জাল। অনিবার্য কারণেই তাদেরকে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না দিয়ে বরং ফিরতি বিমানে অস্ট্রেলিয়ায় ফেরত পাঠানো হয়। এভাবে জাল ভিসা নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে চাওয়া ব্যক্তিরা কর্তৃপক্ষ এবং গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন তারা মনে করেছিলেন তারা যথাযথ ভিসা নিয়েই বাংলাদেশ যাচ্ছিলেন। বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন কর্তৃক অবহিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তারা কল্পনাও করতে পারেননি তারা ভিসা জালিয়াতি এবং প্রতারণার শিকার হয়েছেন।

এই ঘটনার শিকার হয়ে বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসা বেশ কয়েকজন ভিকটিমের সাথে আমরা বিস্তারিত কথা বলেছি। তাদের মাঝে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন রোহিঙ্গা ছয় বছরেরও বেশি সময় ধরে সিডনিতে বসবাস করছেন। আরাকানের যুদ্ধাবস্থা থেকে জীবন নিয়ে তিনি পালিয়ে অস্ট্রেলিয়া পৌছতে সক্ষম হলেও তার পরিবারের সদস্যরা সেখানেই থেকে যেতে বাধ্য হয়। বার্মিজ সেনাবাহিনীর হাতে তার বাবা নিহত হয়েছেন কিন্তু পরবর্তীতে তার মা এবং ছোটবোন পালিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে সক্ষম হয়। তারা বর্তমানে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবিরে আছে।

তিনি দীর্ঘদিন থেকে অপেক্ষা করছিলেন পরিবারের সদস্যদের সাথে দেখা করার জন্য। অস্ট্রেলিয়ান ট্রাভেল ডকুমেন্ট হাতে পাওয়ার পর এবং ব্যক্তিগতভাবে প্রয়োজনীয় খরচের টাকা জমা করার পর তিনি বাংলাদেশে যাওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করেন। এ সময় তার পরিচিত একজন বাংলাদেশী ব্যক্তি তাকে জানায়, হাই কমিশনের অফিসিয়াল ভিসা ফি যদিও দেড়শ ডলার কিন্তু স্বাভাবিকভাবে আবেদন করলে রোহিঙ্গা শরণার্থী হওয়ার কারণে তার ভিসা না পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। কিংবা যদি শেষপর্যন্ত তাকে ভিসা দেয়া হয় তাহলে প্রচুর হয়রানির পর এবং দেরিতে দেয়া হতে পারে। এ সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় হলো হাই কমিশনে কর্মরত `নিজেদের লোক, এর মাধ্যমে আভ্যন্তরীণভাবে ভিসা ইস্যু করা। তবে এর জন্য তাকে সর্বমোট আটশ ডলার দিতে হবে।

বিস্তারিত আলোচনার পর ঝামেলা ও অনিশ্চয়তা এড়ানোর জন্য তিনি চাহিদামতো টাকা সহ আবেদনপত্র এবং ট্রাভেল ডকুমেন্ট পরিচিত ঐ ব্যক্তির কাছে জমা দেন। এর কিছুদিন পর তাকে হাতে লেখা ভিসা সহ তার ট্রাভেল ডকুমেন্ট ফেরত দেয়া হয়। কিন্তু নির্ধারিত তারিখে বাংলাদেশে পৌছার পর ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাকে ঢাকা এয়ারপোর্টে জানায় এটি হলো জাল ভিসা। তাকে সেখানে আটকে রাখা হয় এবং পরদিন অস্ট্রেলিয়া ফেরত পাঠানো হয়। সুপ্রভাত সিডনি,র সাথে আলাপচারিতায় তিনি দুঃখপ্রকাশ করে বলেন, বাড়তি টাকার সাথে সরকারী ফি দেড়শ ডলার দিয়েছিলাম, হাইকমিশনের অফিসার সে টাকাও মেরে দেয়ার লোভ সামলাতে না পারায় আজ আমাকে এ কষ্ট করতে হয়েছে।

অন্য আরেকজন ভিকটিম জানিয়েছেন তিনি কাগজপত্র সরাসরি হাইকমিশন কর্মকর্তার বরাবরে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তিনিও ভিসা জালিয়াতির শিকার হয়েছেন।

বাংলাদেশের ভিসা সবসময় স্টিকারের উপর হাতে লিখে দেয়া হতো, কিন্তু গত প্রায় এক বছর যাবত এ ভিসা মেশিন রিডেবল প্রিন্টেড স্টিকারে দেয়া হচ্ছে। জালিয়াতির শিকার ব্যক্তিদের ভিসা ছিলো পুরনো পদ্ধতির ভিসা। জালিয়াতচক্র এখানেই তাদের `ভুল, করে ফেলেছে। বছরের পর বছর ধরে তারা এভাবেই ভিসা দিয়ে আসছিলো এবং লক্ষ লক্ষ ডলার নিয়মিত উপার্জন করেছে তারা অবৈধ এ কাজের মাধ্যমে। আজ থেকে চার বছর আগে সুপ্রভাত সিডনি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিলো যার শিরোনাম ছিলো `ক্যানবেরায় বাংলাদেশী কূটনীতিবিদদের ঘরোয়া `কূট,নীতির কেলেঙ্কারীতে কমিউনিটিতে তোলপাড়,। ঐ প্রতিবেদনে হাইকশিনের সেবার মান, দলীয় পক্ষপাতিত্বে অযোগ্য লোকদের নিয়োগ সহ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের ট্রাভেল ডকুমেন্টে অবৈধ ভিসা দেয়ার ঠিক এ প্রসঙ্গটির কথাও উল্লেখ করা হয়েছিলো।

> **২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসের বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের ভিসা নিয়ে বেশ কয়েকজন রোহিঙ্গা যখন বাংলাদেশে যান, তখন ঢাক বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশনে তাদের ভিসা যাচাই-বাছাই করার সময় দেখা যায় ভিসাগুলো জাল**

বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ যেহেতু নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত তাই তারা বুঝতে পেরেছে এ ভিসা যথাযথভাবে ইস্যু করা ভিসা নয়। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ হাইকমিশনের নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত না থাকার কারণে এবং দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশী ভিসার পুরনো পদ্ধতিতে অভ্যস্ত হওয়ার কারণে জাল ভিসা প্রতারণার শিকার ব্যক্তিরা অস্ট্রেলিয়া থেকে বের হওয়ার সময় কোন সমস্যা হয়নি। তবে যখন তারা অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়, এরপর অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানতে পারে এবং তারা একে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করে।

এছাড়াও জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে আমরা কয়েকজন ভুক্তভোগীর সাথে আলাপ করেছি। তারা জানান, যখন ভিসা জালিয়াতির শিকার ব্যক্তিরা একে একে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে আসতে বাধ্য হন তখন এ বিষয়ে স্থানীয় পর্যায়ে তোলপাড় শুরু হলে এবং তারা হাইকমিশনের অভিযুক্ত কর্মকর্তা এবং তার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়া তৃতীয় পক্ষের সাথে এর প্রতিকার চেয়ে যোগাযোগ করলে তাদেরকে বিভিন্নরকম পাল্টা হুমকি দেয়া হয়। এমন কি অপরাধীদের কোন একজন নিজেকে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় দাবী করে এ বিষয়ে ঝামেলা করলে বাংলাদেশে অবস্থানরত তাদের শরণার্থী আত্মীয় স্বজনের সমস্যা হতে পারে বলে হুমকি দেয়।

কিন্তু এর পরপরই পরিস্থিতি বদলে যায় যখন অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষ এ ঘটনার তদন্ত শুরু করে। যেহেতু অস্ট্রেলিয়ান ট্রাভেল ডকুমেন্ট নিয়ে রোহিঙ্গারা ভিসা জালিয়াতির শিকার হয়েছে এবং তারা ঘটনার সময় অস্ট্রেলিয়ান বিমানবন্দরের বহিঃর্গমন ও আগমন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে গিয়েছে তাই অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশ এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট হয়। এ বিষয়ে জানার জন্য এএফপি,র (অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশ) সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা জানিয়েছে, বিষয়টি নিয়ে বর্তমানে তদন্ত চলছে এবং তদন্ত শেষে যথাসময়ে দোষীদের চিহ্নিত করে প্রতিবেদন দেয়া হবে।

এদিকে এএফপি তদন্ত শুরু করার পরই ক্যানবেরাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন তাদের ফার্স্ট সেক্রেটারী নাজমা আক্তারকে প্রত্যাহার করে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। ১১ জানুয়ারী তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং পরবর্তীতে দ্রুতই ১৭ জানুয়ারী রাতের ফ্লাইটে বাংলাদেশ ফেরত পাঠানো হয়। সুপ্রভাত সিডনি,র পক্ষ থেকে নাজমা আক্তারের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তার বিরুদ্ধে করা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কথা বলতে হলে একজন সরকারী চাকরীজীবি হিসেবে তাকে সরকারের অনুমতি নিতে হবে। সুতরাং তিনি এ মুহুর্তে কোন মন্তব্য করবেন না।

কমিউনিটির অভিজ্ঞ সদস্য এবং সামাজিক নেতৃবৃন্দ মনে করছেন, অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষের তদন্তে এ ধরণের অপরাধে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে তখন ক্রিমিনাল অফেন্স করার কারণে দীর্ঘমেয়াদী সাজার সম্ভাবনা থাকলেও তড়িঘড়ি করে ডিপ্লোম্যাটিক অবকাশের সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ নিজেদের পিঠ বাঁচাতে এ পদক্ষেপ নিয়েছে। ভিসা জালিয়াতির ঘটনায় হাইকমিশন কর্মকর্তার সংশ্লিষ্টতা থাকার এ অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চেয়ে সুপ্রভাত সিডনির পক্ষ থেকে অস্ট্রেলিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশী হাইকমিশনার শাফিউর রহমানের সাথে যোগাযোগ করা হলেও তিনি কোন উত্তর দেননি।

হাইকমিশনের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল একজন প্রবাসী সামাজিক নেতা বলেন, ফার্স্ট সেক্রেটারী নাজমা আক্তারের প্রত্যাহার হলো আইওয়াশ। লবিই এর জোরে নিয়োগ পাওয়া অযোগ্য এ কর্মকর্তার সাথে সিডনির একটি প্রবাসী অপরাধী চক্রের দীর্ঘদিন থেকে ঘনিষ্ঠ সহযোগীমূলক সম্পর্ক থাকলেও সাম্প্রতিক কালে তাদের মাঝে অর্থের লেনদেন নিয়ে ঝামেলা হয়। তারাই এ কেলেংকারিকে ছড়িয়ে দিতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে এবং সবশেষে নাজমা আক্তারকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের প্রভাববলয়কে আরো শক্তিশালী করেছে। তিনি বলেন, নাজমা আক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ যদি সত্যিও হয় তবে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কোন কর্মকর্তাই অভিযুক্ত নাজমা আক্তারের চেয়ে কম অপরাধী নয়। সম্প্রতি বাংলাদেশের গণমাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতিবাজ একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মকর্তার অস্ট্রেলিয়ায় মিলিয়ন ডলারের বাড়ি সহ কোটি কোটি টাকার সম্পদ থাকার ঘটনার উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশ হাইকমিশনের অনেক কর্মকর্তার দুর্নীতি করে উপার্জিত সম্পদের পরিমাণ প্রকৃতপক্ষে এরচেয়ে বেশি, কিন্তু তা প্রকাশ পায় না।

হাইকমিশনের সাথে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে জড়িত হওয়া এবং অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসীদের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকেবহাল কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাথে কথা বলে

জানা গিয়েছে এ ধরণের আর্থিক দুর্নীতি এবং অপরাধের মাত্র অনেক বেশি ভয়াবহ। সবচেয়ে বেশি পরিমাণের দুর্নীতি হয় অবৈধ মানি লন্ডারিং খাতে। বাংলাদেশ থেকে গত কয়েকবছরে দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার অস্ট্রেলিয়ায় পাচার করছেন যাতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে সিডনি প্রবাসী একটি অপরাধী চক্র। নানা ব্যবসার আড়ালে নিরবিচ্ছিন্নভাবে এবং অবৈধভাবে এসব টাকা নিয়ে আসা হচ্ছে। তাদের মতে, এ কাজে যেহেতু বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা রয়েছে সুতরাং বাংলাদেশ পক্ষ থেকে এর সমাধানের অবকাশ নেই। পাশাপাশি বিপুল সংখ্যক প্রবাসীদের সাথে কথোপকথনে উঠে এসেছে হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতিমূলক ভয়াবহ অপরাধের নানা অভিযোগ। একজন উপমা দিতে গিয়ে বলেন, বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রতিটি ইটও দুর্নীতিবাজ। বিভিন্নজনের কাছ থেকে জানা যায়, বছরের পর বছর ধরে হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে যে কোন ধরণের দুই নাম্বারী কাজ করিয়ে নেয়া যায়। এসব কাজ করে নিয়মিতই অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষকে অনেকে ধোঁকা দিয়ে যাচ্ছে। এক প্রত্যক্ষদর্শী প্রবাসীর মতে, ভিসা জালিয়াতির অভিযোগে প্রত্যাহার হওয়া কর্মকর্তার চেয়ে অনেক বেশি টাকা নিয়ে থাকেন আরেক কর্মকর্তা যিনি নিয়মিত অসংখ্য জাল এবং ভুয়া বাংলাদেশী লাইসেন্সকে হাইকমিশন কর্তৃক সত্যায়িত করে থাকেন। তিনি আশংকা প্রকাশ করে বলেন, যদি কোনদিন ভয়াবহ কোন দুর্ঘটনায় মানুষ মারা যায় এবং তারপর তদন্তে এ ধরণের জালিয়াতি করা লাইসেন্স দিয়ে গাড়ি চালানোর বিষয়টি উঠে আসে এবং তার সাথে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সম্পর্কিত থাকার ঘটনা প্রকাশ পায়, তাহলে আবারও এদেশে বাংলাদেশের নাম কলংকিত হবে।

কম্যুনিটির আরেকজন আমাদেরকে জানিয়েছেন, হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের যোগসাজশে নাম ও জন্ম তারিখ পরিবর্তনের ঘটনা। এ ধরণের পরিবর্তিত নাম ও জন্ম তারিখ ব্যবহার করে ব্যাংক লোন নেয়া ও নানা অপরাধমূলক কাজ করার ঘটনা ঘটছে। হাইকমিশনের সত্যায়ন করা কাগজপত্র ব্যবহার করেই অপরাধীরা পরবর্তীতে তাদের প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট তৈরী করে, যার একদম শুরু হয় বিরাট অংকের টাকার বিনিময়ে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের মাধ্যমে কাগজপত্র প্রস্তুত করার মাধ্যমে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরকে জাল ভিসা প্রদানের ঘটনা ধরা পড়ে যাওয়ার জের ধরে যেসব দুর্নীতির অভিযোগ উঠে আসছে তা অত্যন্ত ভয়াবহ। আন্তর্জাতিকভাবেই ভিসা জালিয়াতি অত্যন্ত ভয়াবহ একটি অপরাধ। এর পাশাপাশি মানি লন্ডারিং এবং কাউন্টারফেইট ডকুমেন্টস তৈরীকেও পৃথিবীর যে কোন দেশের আইন শৃংখলা বাহিনী চূড়ান্ত পর্যায়ের গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে। দুঃখজনকভাবে এ ধরণের অপরাধের সাথে বাংলাদেশী সরকারী কর্মকর্তা ও প্রবাসী অপরাধী চক্রের সম্পর্ক থাকার বিষয়গুলো বের হয়ে আসছে যা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক। অস্ট্রেলিয়ার আইন-শৃংখলা বাহিনী সহ সংশ্লিষ্ট নানা কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদন্তের মাধ্যমে এ ধরণের দুর্নীতিবাজ অপরাধীরা যথাযথ শাস্তির মুখোমুখি হলেই তখন এসব অপরাধমূলক কাজকর্ম বন্ধ হবে এবং প্রবাসী কমিউনিটি এ লজ্জার কবল থেকে মুক্তি পাবে।

এ ব্যাপারে বাংলদেশ কম্যুনিটির সকল সচেতন জনসাধারণকে এগিয়ে আসতে হবে। মাতৃভূমি ছেড়ে আমরা যারা অস্ট্রেলিয়াকে দ্বিতীয় আবাসভূমি বানিয়েছি ,তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে এ ধরনণের দুর্নীতি রোধের জন্য। আগামী প্রজন্মের কাছে যাতে আমাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকে, অস্ট্রেলিয়ার মতো একটি সুন্দর দেশকে বাংলাদেশের নোংরা -কদাকার দুর্নীতির চক্র থেকে বাঁচাবার জন্য অস্ট্রেলিয়ান সরকারকে এ ব্যাপারে তথ্য দিয়ে এগিয়ে আসুন। মনে রাখতে হবে -দুর্নীতিবাজ,জালিয়াত ও কোনো সন্ত্রাসীর দেশ বা ধর্ম নেই। তাদেরকে আইনের আওতায় এনে পরিশুদ্ধ করা সকল নাগরিকের দায়িত্ব। অষ্ট্রেলিয়ান ফেডারেল পুলিশ যোগাযোগ : (02) 6131 3000
অথবা: (02) 9286 4000.

Perfect Furniture Removal

TRUCK

Special Service:

- Rubbish Removal eg. furniture, cupboard, bed etc.
- Short-term & long-term storagefor those going
- Interstate

* specialist in removal for house, apartment & office
* move all furniture including cupboard, bed, table, chair
* including washing machine, fridge, tv, computer, everthing
* look after all your things very well, can trust us
* stander service, friendly price
* no jobs is too big or small for us
* call for free quotation, no obligation VAN

Suprovat Sydney Copy Right Protected

Delivery

Tel : 9211 4989

Mob : 0404 611 279, 0430 242 463

E-mail : artil@hotmaill.com

Brisbane Sydney Melbourne

ভুয়া নেতা থেকে সাবধান!

সাবধান!

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

বিএনপির হাইব্রিড নেতাদের নাম ভাঙ্গিয়ে দেশ থেকে যোগাযোগ করে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করছে এক ধরণের ধান্দাবাজ বাটপার লীগ। অনেক সময় বিভিন্ন নেতাদের গলা নকল করে ফেসবুকের মাধ্যমে সংযোগ গড়ে তুলে। তারপর ফোন নম্বর নিয়ে হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে কিছুক্ষন কথা বলে। তারপরেই দলের জন্য সাহায্য চেয়ে একের পর এক ফোন,মেসেজ,টেক্সট করতে থাকে। টাকা না পাওয়া পর্যন্ত একটা লোককে অস্থির করে ফেলে।

খবর নিয়ে জানা গেছে, বিএনপির নেতাদের নামে ভুয়া একাধিক আইডি খুলে প্রবাসী জাতীয়তাবাদী সমর্থিত নিরীহ সমাজকে প্রতারিত করছে। তাদের ডাকে সারা দিয়ে অনেকে সর্বস্ব খুইয়েছেন। একধরনের জালিয়াত চক্র দেশের এহেন নাজুক অবস্থার সুজুগে মানুষকে খুব ঠান্ডা মাথায় বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে ব্ল্যাকমেইল করে যাচ্ছে। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তিকামী নিরীহ জনগনের আবেগকে জিম্মি করে হাতিয়ে নিচ্ছে মোটা অঙ্কের অর্থ।এজন্য কেউ কোনো আর্থিক সহযোগিতা না করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

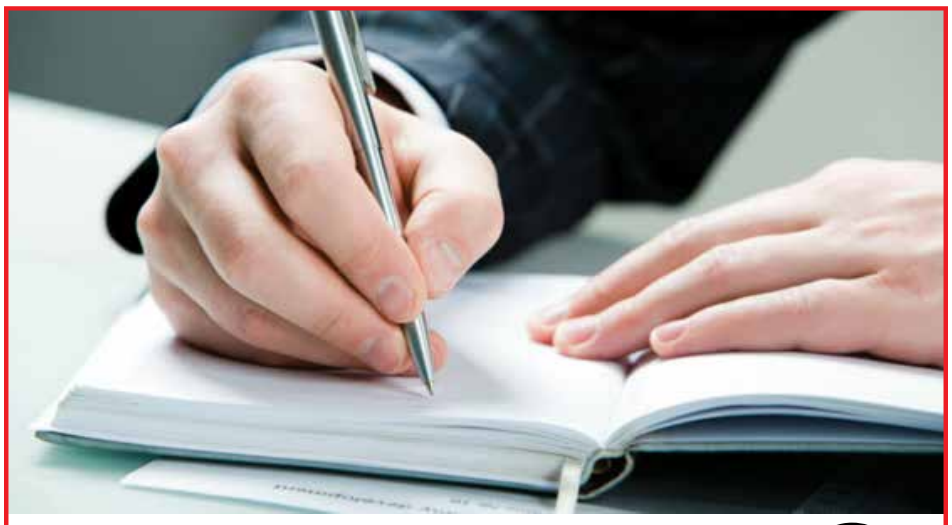

গনি মিয়ার ডায়েরী

মেহেদী হাসান

ভাবনার সকালে

তীব্র গরমে উঠানের সবুজ ঘাসগুলোকে বিবর্ণ দেখাচ্ছে, তাপদাহে ম্রিয়মান ঘাসগুলো যেন এক ফোটা বৃষ্টির জন্য আকুতি করছে আল্লাহর কাছে। আবার উঠে দাঁড়ানোর জন্য। বৈরী এই পরিবেশে নিজেকে আত্মসমর্পন করতে ঘাসগুলো কিছুতেই চাইছে না। আপ্রাণ চেষ্টা করছে উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে সবুজের সমাহার গড়ে তুলতে।

আলস্যমাখানো ভ্যাপসা গরমে গেঞ্জি পরে বাহিরের উঠানে বসে গনি মিয়া প্রকৃতির এই সংগ্রামী জীবনকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করছে। কি অদ্ভুত এই প্রকৃতি, বর্ষ পরিক্রমায় এরা আবার ঘুরে দাঁড়ায়, সবকিছু ভুলে গিয়ে নিজের রঙ্গে সাজায় এই ধরা। মাছির ভোঁ ভোঁ আওয়াজ গনি মিয়ার চিন্তা শক্তির ব্যাঘাত ঘটায়। প্রচন্ড গরমে এখানে মাছিদের আনাগোনা বেড়ে যায়। বিশেষ করে যখন মাছিগুলো তার তামাটে রঙ্গের দেহে বেশি আকৃষ্ট হয় তখন মাছিগুলোকে বড়ই বর্ণবাদী মনে হয়। এদের অবিরত অত্যাচারে গনি মিয়া অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে।

দুইহাতে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে মাছিগুলোকে তাড়াতে, কিছুতেই মন চাচ্ছেনা আরামদায়ক এই চেয়ারটা ছেড়ে উঠে যেতে। তাছাড়া ঘাস আর সূর্যের এই লড়াইটা বেশ উপভোগ করছিল সে। আল্লাহ আমাদের চারপাশে এতসব উদাহরণ রেখেছেন যে, আমরা তার থেকে শিক্ষা নিলে স্কুল, কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে অনেক ভাল শিখতে পারি। ঐসব জায়গাতে রিসোর্স থাকে সীমিত কিন্তু আল্লাহর এই জমিতে সর্বত্রই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য উৎস। শুধু প্রয়োজন সময় এবং বোঝার মত ধৈর্য্য।

করিমন বিছানায় গনি মিয়াকে দেখতে না পেয়ে ঘুম ঘুম চোখে উঠে আসে উঠানে। কি ব্যাপার তুমি এখানে বসে কি করছ? গনি মিয়া মাছি তাড়াতে তাড়াতে বলে, মাছিদের সাথে ছোঁয়াছুঁয়ি খেলছি। করিমন বলে, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। যা গরম পড়েছে ঘুমাইতে পারলাম না। এতক্ষনে গনি মিয়া করিমনের দিকে তাকায়। চোখগুলো ফোলা ফোলা, বেশ পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে।

এলোমেলো চুলে করিমনকে ঠিক দেড় যুগ আগের সেই মেয়েটির মত লাগছে। দিলকুশাতে সাদা বকের সামনে যখন প্রথম তার হাতটা আমার হাতে শক্ত করে চেপে ধরেছিলাম ঠিক সেই সময়টার মত। কিছু সেকেন্ড বা বড় জোর এক মিনিট হবে। আমার মনে হচ্ছিল অবিরল দাড়িয়ে থাকা বকগুলো কয়েকযুগ পরে যেন মুক্ত হয়ে নীল আকাশটাকে ছুয়ে আবার ফিরে এসেছে। রাস্তার রিক্সার বেলগুলো যেন সুমধুর সংগীত হয়ে আমাদের অভিবাদন জানাচ্ছিল।

সেই যে ধরা, এখনো ধরেই আছি। গনি মিয়ার ইচ্ছা করে আবার সেইভাবে করিমনের হাতটা ধরতে, তার অগোছালো চুলে আলতো করে হাত বুলাতে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এইটা করতে গেলে করিমন ভাববে আমার শরীর খারাপ করেছে, ডাক্তারও দেখাতে বলতে পারে। অজানা এক লজ্জা আর বয়স গনি মিয়ার ইচ্ছাকে নিবৃত করে। গনি মিয়া মনে মনে ভাবে এই ঘাসগুলোর মত একদিন আমিও উঠে দাড়াব, যৌবনের তীব্র উত্তালে করিমনকে ভাসিয়ে আবার কোন এক সন্ধ্যায় ঠিক আগের মতই তার হাতটা আমার হাতে নিয়ে বলব আমাদের যে সময় গেছে, তা শুধুই কি গেছে? নাকি তার রেশএখনো আছে!

করিমন নাস্তা করার তাগিদ দিয়ে কিচেনের দিকে পা বাড়ায়। গনি মিয়া আবার তার নিজের জগতে ডুব দেয়। বোঝার চেষ্টা করে, ভালবাসাটা আসলে কি? এইটা কি অভ্যাস নাকি মানব দেহের হাজার উপসর্গের একটি? গনি মিয়ার অজান্তেই বাংলাদেশ মাথায় ঢুকে যায়। যদিও বাংলাদেশ নিয়ে তেমন আগ্রহ বা প্রয়োজন নাই। তারপরেও ঐ মাটিটার জন্য ভেতর থেকে কেমন একটা ভালবাসা উপলব্ধি করে সে। প্রবাসের এই সুসজ্জিত মহলে অনেক সুন্দরের মাঝে যখন দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। তখন গনি মিয়া ভাবের জগতে নৌকা ভাসায় চির চেনা মগড়ার কোলে। ডিঙ্গি নৌকা মধ্য নদীতে ভাসিয়ে বৈঠা উঠিয়ে পাটাতনে শুয়ে হিমেল বাতাসে চোখ বুজে সে।

এ যেন এক অনাবিল শান্তির তীর্থস্থান। তাই বাংলাদেশ কিংবা এর মানুষের কিছু হলে ব্যাথাটা অনেক গভীরে অনুভব হয়। কিছুদিন গত হলো বাংলাদেশে স্মরনকালের সবচেয়ে প্রহসনমূলক নির্বাচন হয়ে গেছে। গভীররাতে দলীয় সরকারের নেতৃবৃন্দের বনভোজন আর ভোট উৎসব আপামর জনগন টের পেলেও বিরোধী দল একদম বুঝতে পারেনি। বুঝবেই বা কি করে? তারা তো জনগনকে সম্পৃক্ত করে গণ জোয়ারে ব্যস্ত। হেঁচকা এক টানে তারা সরকারকে আসমান থেকে মাটিতে নিয়ে আসার প্রত্যয়ে লিপ্ত।

কিন্তু যেই জনগণ তাদের শক্তি, তাদের নিরাপত্তা নিয়ে কি করেছেন? জনগনের আশ্রয়স্থল হলো নেতৃত্ব বা নেতা। যার উপর বিশ্বাস করে নাগরিক তাঁর ভোট প্রদান করে। বাংলাদেশের পরীক্ষিত দেশপ্রেমিক গনতন্ত্রের উজ্জল শিখা, যারা তাকে দেশমাতা মনে করে তাকেই কারাগারে বন্দী রেখে নির্বাচনে যাওয়া কি দেশপ্রেমিক মানুষের মনে প্রশ্ন জন্ম দেয়নি?

এক খালেদা জিয়া উঠে দাঁড়ালেই বাংলাদেশ দাঁড়ায়। তাকে জেলে রেখে, দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন, তাও আবার নির্বাচন কমিশনারের দৃশ্যমান প্রবল পক্ষপাতিত্ব থাকার পরও। নির্বাচনের দুইদিন আগ পর্যন্ত বিরোধী দল নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সরকারী দল এবং পুলিশবাহিনী দ্বারা। গনি মিয়ার মাথায় এই অংকটা একদম মিলছে না তবুও বিরোধীদল কেন নির্বাচনে গেল? তাও না হয় মেনে নিলাম বৃহত্তর স্বার্থে গনতন্ত্র রক্ষার জন্য, আপামর জনসাধারণের কথা ভেবে নির্বাচনে যাওয়া। কিন্তু ভোটের দিন সকালে সংবাদমাধ্যম যখন আগের রাতের ভোটের প্রমাণ তুলে ধরে, ১৮৭ আসনে দলীয় কর্মীদের ভোট কক্ষ থেকে পুলিশ আর সরকারী দল বের করে দেয় তখনও কেন নির্বাচন বর্জনের জন্য শেষ অবধি অপেক্ষা করতে হয়?

অংকটা অনেক জটিল, মনে হয় কোন সুত্র এখানে আছে। যা আমার এবং আপনার অগচোরে বারবার সংখ্যা পরিবর্তন করছে। না হলে এই নির্বাচন এবং এর ফলাফল আমাদের গোপীচানের কাছেও পরিস্কার। তাহলে প্রশ্ন, কি এমন দরকার ছিল নির্বাচনে অংশগ্রহণের। বিরোধী দল বলবে:

১. গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেশের মানুষকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসা।
২. হতাশায় নিমজ্জিত দলীয় কর্মীদের উজ্জীবিত করা।
৩. ফ্যাসিবাদকে রুখে দেওয়া।
৪. সরকারের প্রকৃত চেহারা প্রকাশ করা।
৫. সর্বোপরি ঐক্যের মাধ্যমে নতুন একটা সরকারবিরোধী জায়গা তৈরী করা।

গনি মিয়া ভাবে, ভাইরে ফাউন্ডেশন ছাড়া যেমন বিল্ডিং দাঁড়ায় না ঠিক তেমনি নেতা ছাড়া আন্দোলন হয়না। সুবিধাবাদী আর ভীতু সেনাপতিরা যুদ্ধের ময়দানে মীরজাফরের মত ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে আর যুদ্ধকৌশলের ভান করে। তাই দরকার নিবেদিত কর্মী। ভাই কয়বার গেছেন সেইসব কর্মীর কাছে যারা আজ ঘরে ফিরতে পারে না। সংসারের সহায়ক না হয়ে বৃদ্ধ বাবার চোখের পানিতে পরিণত হয়েছে। এরা তৃণমূল, যতই আঘাত করেন অভিমানী হবে কিন্তু বেঈমানী করবে না। জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত এরা দিয়েই যাবে।

তাই নেতা আপনারা না বেছে এদের উপর ছেড়ে দিন। তাহলে হয়ত প্রচণ্ড তাপদাহে ম্রিয়মান নিমজ্জিত ঘাসের মত এরা আবার সবুজ সমারোহে উজ্জীবিত হবে। খালেদা জিয়ার মুক্তিই আপোষহীন চলমান রাজনীতির মুক্তির সনদ।

বিরোধী দলের বরং প্রধানমন্ত্রীর কাছেই অনেক শিক্ষনীয় বিষয় আছে। আমার মনে হয় সমসাময়িক রাজনীতিতে উনার মত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব খুব কম। একটু ভেবে দেখুন, কোন অবস্থাতেই উনি উনার কর্মীদের পরিত্যাগ করে যান না। এইটা বিশ্বজিতের খুনের আসামীই হউক কিংবা সাগর রুনীর। ফেলানীকে কাটা তারে ঝুলন্ত রেখে ক্ষমতায়নের জন্য ভারতের সাথে সন্ধি করেন আবার বিএনপিকে রুখতে চীনপন্থী হয়ে যান। তাই বলি নির্বাচনে নিয়ে এসে বিএনপিকে করেছেন অর্বাচীন। এখন নির্বাচনে নিরপেক্ষতার প্রশ্ন না তুলে বরং সরকার পরিবর্তন বা দিনবদলের আহবান নিয়ে রাজপথে নামা ছাড়া আর কোন পথ খোলা নাই ।

এবার ভেবে দেখা যাক নির্বাচনে দেশের এবং গনতন্ত্রের কি হলো:

১. প্রশাসনকে দলীয়করণ করে প্রকৃত ক্ষমতা খর্ব করা।
২. সেনাবাহিনী তথা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দলীয়করণের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে স্বৈরশাসনের পথে নিয়ে যাওয়া।
৩. বিচার ব্যবস্থা কে প্রশ্নবিদ্ধ করে গনতন্ত্রকে হত্যা করা।
৪. দলীয় স্বার্থের কাছে নতজানু বিদেশনীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বাভাবিক গতিকে ব্যহতকরণ।
৫. দলীয় প্রভাবে সাধারন মানুষের সহজজাত জীবনযাপন ব্যাহত।
৬. একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় আইন শৃংখলার চরম অবনতি, যা দলীয় বলয়ে নিজের স্বার্থে ব্যবহার হবে।
৭. মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব।

সর্বোপরি অর্জিত স্বাধীনতা হুমকির সম্মুখীন হবে যা নাকি রাস্ট্রকে অস্থিতিশীল অবস্থায় নিয়ে যাবে। এর সর্বশেষ পরিণতি গৃহযুদ্ধের দিকে ধাবিত হবে।

তাই মনে হয় রাষ্ট্রকে কার্যকর রাখতে সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে রাজপথে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। এতে যদি রক্তক্ষরণ হয় তবুও। সোনালী মাঠে মেঠো পথ ধরে আগামী বাংলাদেশকে জনমুখী রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চাইলে এতেই মুক্তি। পৃথিবীতে কোন মুক্তিই জনপ্রতিরোধ আর আন্দোলন ছাড়া আসেনি। তাই শুরুটা হউক খালেদা জিয়ার মুক্তির মাধ্যমে, দেশমাতাকে আজ বড় প্রয়োজন দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য। (চলবে)

Drexler & Partners
Litigation and Insurance Lawyers

Experts in Motor Vehicle Claims &
- Workers Compensation Claims
- Public Liability Claims (slip & fall)
- Medical Negligence
- Product Liability

And
- Family Law • Family Provisions
- Commercial Law
- Conveyancing
- Acting in Supreme Court, District Court and Local Court
- Defamation

No Win - No Pay! for our legal costs

Law Society Accredited Specialists

Suite 11, Level 11, 59 Goulburn Street SYDNEY NSW 2000

Our New Office : Suite - 204, Level - 2, 39 Queen st, Auburn NSW 2144

Contact
Waldemar Draxler & Hamad Zreika
(T) 61-2-9211 3399
(T) 61-2- 9188 1270
(F) 61 -2-9211 6032

বাড়ীর আঙিনায় মৌমাছি পালন

(পর্ব-২)

সাইফুল কাজী

মৌমাছি আর মৌচাক নিয়ে কথা বলতে গেলেই রানী মৌমাছির কথা চলে আসে। রানী মৌমাছি মৌচাকের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সব মৌমাছি তার নির্দেশনা এবং আদেশ মান্য করে চলে। একটা মৌচাকে একটা মাত্র রানী মৌমাছি থাকতে পারে। ডিম থেকে নতুন রানী মৌমাছির জন্ম হলে বেশিরভাগ সময়ই রানী মৌমাছি নতুন রানী মৌমাছিকে মেরে ফেলে। তবে কখনও কখনও কিছু বিদ্রোহী মৌমাছি নতুন রানী মৌমাছিকে লুকিয়ে রেখে বাঁচিয়ে রাখে। পরবর্তিতে এই নতুন রানী মৌমাছির সাথে পালিয়ে গিয়ে নতুন মৌচাক তৈরি করে। রানী মৌমাছির প্রধান কাজ হল ডিম পারা। এক সাথে হাজার হাজার ডিম পারে এক রানী মৌমাছি। দেখতে একটু লম্বাটে আকৃতির এই রানী মৌমাছি তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বেচে থাকতে পারে। ছেলে মৌমাছি বা ড্রউন রানীকে নতুন প্রজন্ম আনতে সহায়তা করা ছাড়া আর তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেনা। ছেলে মৌমাছি মাত্র ৪০ দিনের মত বেচে থাকতে পারে। একটা মৌচাকে ছেলে মৌমাছি সংখ্যায় অনেক কম থাকে। অপর দিকে কর্মী বা মেয়ে মৌমাছির সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। রাতদিন ২৪ ঘণ্টাই কাজ করে চলে এই কর্মী বা মেয়ে মৌমাছি। মৌচাক বানানো থেকে শুরু করে, মৌচাক পরিস্কার করা, গুছিয়ে রাখা,বাচ্চা মৌমাছিকে খাওয়ানো, রানী আর ছেলে মৌমাছিকে খাওয়ানো, মৌচাক প্রতিরক্ষা করা সবই কর্মী বা মেয়ে মৌমাছির দায়িত্ব। বিশ্রাম নেবার সময়টুকুও তাদের নেই। পৃথিবীর সবচেয়ে পরিশ্রমী প্রাণীদের মধ্যে কর্মী মৌমাছি অন্যতম। কর্মী মৌমাছি মহিলা হলেও তাদের প্রজননের কোন ক্ষমতা থাকেনা। তারা মাত্র ৪ থেকে ৫ সপ্তাহ পর্যন্ত বেচে থাকতে পারে।

প্রতদিন সকাল বিকাল আমাদের ব্যাকইয়ার্ডের কাঠের মৌবাক্সটা দেখতে যাওয়াটা আমার প্রতিদেনের রুটিন। মৌমাছিরা সারাক্ষণই মৌবাক্সে আসা যাওয়া করে আর এটা দেখতে আমার খুবই ভাল লাগে। দেখে বুঝার উপায়ই নাই যে বাক্সের ভিতরে কি হচ্ছে। সেদিন সকালে প্রস্তুতি নিয়ে মৌ-বাক্সটা খুললাম। ইচ্ছে ছিল শুধু বাক্সটা খুলে মধু কেমন হচ্ছে সেটা দেখা। খুলে বিস্মিত হলাম। দেখি মৌমাছিরা এত বেশি মধু সংগ্রহ করেছে যে উপরের ঢাকনাতেও মৌচাক বানিয়ে মধু সংগ্রহ করে রেখেছে। শুধুমাত্র ওই ঢাকনার অতিরিক্ত মধুটাই নিয়ে আবার মৌবাক্সটা বন্ধ করে রেখে দিলাম। কিছু দিনের মধ্যেই মৌ-বাক্সের ভিতর থেকে মধু সংগ্রহ করে বাক্সটা খালি করে দিতে হবে। তা নাহলে মৌমাছিরা আরও মধু সংগ্রহ করে রাখার জায়গা পাবে না। ঐ আনা মধু আমাদের কিছু আপনজনের সাথে শেয়ার করলাম। আমরাও কিছু খেলাম। আমার বউ রান্না ঘর থেকে চিনি সরিয়ে ফেলেছে। তার কথা খাটি মধু থাকতে চিনি আবার কেন? খাটি মধুর স্বাদই আলাদা।

মৌ-বাক্সে মৌমাছি পালন খুবই সহজ। বাক্সের ভিতর ফ্রেইম গুলো সুন্দর ভাবে সাজানো থাকে তাতে মৌমাছি সহজেই মধু সংগ্রহ করে জমিয়ে রাখতে পারে। মৌ-বাক্সটা এমন এক জায়গায় রাখতে হয় যেখানে গ্রীষ্ম কালে ছায়া থাকে আর শীতের সময় রোদ পরে। ভাল এবং বেশী মধুর জন্য মৌ-বাক্সের ভিতরের তাপমাত্রা আর আদ্রতা সঠিক হওয়া খুবই প্রয়োজন। একটা মৌচাকে সব মৌমাছি একত্রে তাদের যার যার দায়িত্ব পালন করে। মৌচাকের ভিতরের তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলচিয়াস রাখার জন্য কর্মী মৌমাছিরা গরমের দিনে তাদের পাখা দিয়ে বাতাস করতে থাকে। পানি ছিটিয়ে মৌচাক শীতল রাখার চেষ্টা করে। আদ্রতা নিয়ন্ত্রণও কর্মীরা নিষ্ঠার সাথে করে থাকে।

মৌচাকের নিম্ন অংশে রানী মৌমাছি থাকে আর সেই অংশেই ডিম পারে আর নতুন মৌমাছির জন্ম হয়ে থাকে। মৌ-বাক্সের এই নিচের বক্সটাকে ব্রুড বলে। আরে মৌচাকের উপরের অংশে কর্মী মৌমাছিরা অতিরিক্ত মধু সংগ্রহ করে রাখে। এই উপরের অংশকে সুপার বলে। আমরা শুধু মাত্রই সুপার থেকে মধু সংগহ করে থাকি।

Japanese Style

Crispy chick en	$11.90
Teriyaki chick en	$11.90
Tempura prawn	$11.90
Teriyaki Beef	$11.90
K atsu chick en	$11.90
Teriyaki Salmon	$14.00

Free miso soup or hot green tea.
Come with rice, carrot, cabbage, ginger , seaweed salad and meat of your choice

Bento Box

Teriyaki chick en Bento	$14.00
Teriyaki prawn Bento	$14.00
Teriyaki beef Bento	$14.00
K atsu chick en Bento	$14.00
Crispy chick en Bento	$14.00
Grilled salmon Bento	$15.00
Teriyaki salmon Bento	$16.00

Come with rice, meat of your choice, mix ed salad, salmon nigiri, prawn nigiri, seaweed salad, and Free miso soup or hot green tea.

Thai Chili Basil

Chick en	$15.00
Beef	$15.00

Stir -fry meat of your choice with basil, mushroom and chilli in spicy basil sauce. Come with rice and fry egg.

Thai sweet and sour chicken

$15.00 (Come with rice)

Stir -fry chick en with capsicum, mushroom, tomato, cucumber, onion and shallot.

Udon Noodle

Prawn T empura Udon	$13.00
Chick en Udon	$12.00
Beef Udon	$12.00
K atsu chick en Udon	$13.00
Kimchi Udon	$12.00

Thai Tomyum Noodle

Chick en	$13.00
Prawn	$13.00
Seafood	$15.00

Thai traditional spicy and sour soup assorted with mushroom and traditional healthy Thai herbs

Thai Tomyum Prawn $15.00 (Come with rice)

Thai Beef Noodle

$14.00

Pad Thai

Prawn	$15.00
Chick en	$12.00
Beef	$12.00

Stir -fry of rice noodles with ground peanuts, egg, garlic, bean, sprouts, carrot, shallot and mushroom.

Seafood Ramen

$14.00

Japanese Ramen with mussel meat, prawn and shrimp.

SUNSHINE SUSHI

ADDRESS
99 Haldon Street, Lakemba NSW 2195
Call : 02 9759 5653

HALAL FOOD

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

পুরাতন ঢাকা গেণ্ডারিয়ায় পুলিশের দৌরাত্ম্য

শামীম, সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

ঢাকা শহরের ঐতিহ্যবাহি পুরাতন শহর গেণ্ডারিয়া। এতো বড় এরিয়া নিয়ে একটি শহর, সকলেরই বেশ পরিচিত। এখানে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারি থেকে শুরু করে সকল পেশার লোক বাস করেন। ঘন বসতি এ এলাকার প্রাচীন নিদর্শন হচ্ছে ডিআইটি প্লটের পুকুর। গেণ্ডারিয়াবাসির কে না জানে এ পুকুরের ইতিহাস ? প্রতিটি গেণ্ডারিয়াবাসীর আত্মার সাথে সম্পর্ক এ পুকুরটির। প্রতিটি গেণ্ডারিয়াবাসীর কোনো না কোনো স্মৃতি বিজড়িত এ পুকুরটি।

সম্প্রতি পুলিশের অসৎ কিছু অফিসার উক্ত পুকুরটি ঘিরে নোংরা রাজনীতিতে ব্যস্ত। পুকুরের চারিপাশে দোকান বসিয়ে সেখানে বিভিন্ন অনৈতিক কাজের গোপন কেন্দ্র তৈরি করেছে। প্রতিটি দোকান থেকে সপ্তাহে হাজার হাজার টাকা বখরা নিচ্ছে। একদিকে সূত্রাপুর থানা থেকে চাঁদা নেয় আরেকদিকে আশপাশের থানা থেকেও পয়সা নেয়।এক শ্রেণীর আওয়ামী লীগের পাতি নেতা পুরো ঘটনার নৈপথ্যে কাজ করছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। পুলিশ ও আওয়ামী পাতি নেতারা মিলে মিশে জুলুমের অর্থ ভাগ করে খাচ্ছে।

সিটি কাউন্সিল বা সংশ্লিষ্ঠ কেউ দেখার নেই। একদিকে পৌরসভার গাফিলতি অন্যদিকে ভূমি দস্যু ! এ সুযোগে দুর্নীতিবাজ পুলিশ সেখানে প্রতিদিনের আয়ের উৎস বানিয়ে সকল অপকর্মকে বৈধতা দিয়েছে। অনেকে মনে করে -গোটা বাংলাদেশে পুলিশ সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে, পুলিশ হচ্ছে সবচেয়ে বড় আতঙ্ক। পুলিশের ভয়ে কেউ সঠিক অভিযোগ করতে সাহস পাচ্ছে না। এ ব্যাপারে স্থানীয় চেয়ারম্যান, এমপি, ওসি, পুলিশ সুপার ও পুলিশের উর্ধতন কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এলাকাবাসী।

FOR SALE

THAI RESTURANT FOR SALE IN INGLEBURN CBD

First time in the Market

Including 457 VISA Approval until 2022

10 Years in same Brand

Only Halal Thai Restaurant in this region

Low Rent (Direct from owner)

Very good location and plenty of parking with backdoor access

Open kitchen with 50 seating capacity

Genuine buyer, Please call: 0433 213 566

Copy Right Protected
SUPROVAT SYDNEY

সমসাময়িক খুৎবা ও কিছু কথা

মোস্তফা আব্দুল্লাহ

প্রতি বছর ঈদ আসতেই আমার নব্বুই দশকের এক ঈদের কথা মনে পড়ে যায়। সেবার এক ঈদুল আযহার সময় স্বপরিবারে গিয়ে উঠেছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে আমার স্ত্রীর সর্ব জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের বাসায়, তিনি অবশ্য আমারও খালাতো ভাই। তিনি নিয়ে গেলেন ঈদের নামজের জন্য মেরিল্যান্ডেরই কোন একটা মসজিদে, ওয়াশিংটন ডি-সির গা ঘেঁষে। খতিব শুরুতেই ঘোষণা দিলেন যে সেদিনের মূল খুতবা দিবেন একজন তরুণ, যার বয়স সম্ভবত তখন উনিশ বিশের মত হবে। তরুণটি তখন জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির একজন আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ছাত্র এবং সেই সাথে তখনকার ক্লিনটন আমলে হোয়াইট হাউজের একজন নবীন শিক্ষানবিসও।

তার বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল ত্যাগের মহিমা ও প্রয়োজনীয়তা। ঈদুল আযহার খুতবায় এর চেয়ে আর কি যথাযথ বিষয় হতে পারে, ভেবে বার করা খুব শক্ত বলেই আমার মনে হয়। তার বক্তব্য ছিল আমেরিকায় বসবাসকারী অন্যান্য দেশ থেকে আগত পিতা মাতাদেরকে উদ্দেশ্য করে; ওই ভিন্ন পরিবেশে তাদের সন্তানরা নিজ নিজ ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ সমুন্নত রেখেই কি করে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, আর তার জন্য পিতা মাতাদের কি করণীয়, ও তা করতে কি ধরনের ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন। সে তার নিজের বেড়ে ওঠায় পিতা মাতার ভূমিকার কথা বর্ণনা করলো, বলল সফলতার কথা আর তার সাথে প্রতিবন্ধকতারও, প্রতিবন্ধকতা উত্তরণের কথা আর উত্তরণে তার পিতামাতার ভূমিকার কথা। পিতামাতারা কোথাও সফল হয়েছে, কোথাও বা বিচারিক সিদ্ধান্তে ভুল করেছে, আবার কেমন করে সেই ভুল শিক্ষা থেকেই তারা শিক্ষা গ্রহণ করেছে। মিনিট দশেকের মতো ও কথা বলেছিল এবং ওই পূর্ণ সময়টিতে সমগ্র মসজিদ জুড়ে ছিল পিনপতন নিরবতা! সবার ঘোর ভাঙল খতিবের কণ্ঠস্বরে, যখন তিনি ঘোষণা করলেন: "আমি মনে মনে আশা করছিলাম এই খুতবা যেন কোন দিন না শেষ হয়!„

এর পর বিজ্ঞ খতিব মিনিট পাঁচেকের মতো স্পষ্ট ইংরেজিতে সমাপনী খুতবা দিলেন। তিনি মুসলমানদের জন্য বাধ্যগত নামাজ ও অন্যান্য করণীয় বিষয়গুলি পালনের গুরুত্বের কথা জানালেন। তবে তিনি এও বললেন যে এসব যেন কেবল আচার অনুষ্ঠানে পরিণত না হয়। উদ্দেশ্যকে মুখ্য রেখেই যেন এসব পালন করা হয়। যেমন দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শুধু নামাজের জন্যই নয় বরং আমাদেরকে সর্বদাই সঠিক পথে চলার কথা মনে করিয়ে দেয়াই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। শুধু নামাজের জন্যই নামাজ পড়াকে তুলনা করলেন এমন সৈনিকের সাথে যে দিন রাত প্রশিক্ষণ নেয় তুখোড় যোদ্ধা হওয়ার জন্য কিন্তু দেশের ডাকে এগিয়ে যায় না দেশকে রক্ষার জন্য। তারপর তিনি আল্লাহ্ তালার কাছে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করলেন। প্রার্থনা করলেন মুসলমানদের ক্রমাগত অজ্ঞতার পথ থেকে ফিরিয়ে এনে আলোর পথ দেখানোর জন্য। জ্ঞান অর্জন ব্যতীত আর কোন বিকল্প পথই নাই আমাদের পূর্বগৌরব পুনরুদ্ধার করার, আর এই বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করতে গিয়ে মানব সভ্যতার ইতিহাসের এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলেন। অতীত ও বর্তমানের যে সমস্ত সভ্যতা শীর্ষস্থান দখল করতে সমর্থ হয়েছে তাদের পিছনে জ্ঞান অর্জনের কি অবদান তার বর্ণনা দিয়ে বললেন যে আমরা যদি নিজেরা নিজেদেরকে ফিরাতে চেষ্টা না করি, যদি না আমাদের পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া জ্ঞান ও প্রজ্ঞা সমূহের চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ না করতে পারি, তাহলে সম্ভবত আমরা আর কোন দিনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব না, কেন না আল্লাহ তালা কখনো কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্ঠা করে (সুরা আল-রাদ, ১৩:১১)। অতঃপর প্রথাগত নিয়ম অনুসারে খতিব আরবি ভাষায় তার খুতবাটি শেষ করলেন। কেউ খুতবাটি শুনতে শুনতে যদি মনে করে থাকেন যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বা দর্শনের লেকচার শুনছিলেন, তাহলে সেটা খুব একটা ভুল হতো না!

খতিবের শিক্ষাগত যোগ্যতা আমার জানা নাই এবং জানার প্রয়োজনও বোধ করি নাই। কেন না আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস যে শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে যে সর্বক্ষেত্রেই জ্ঞানের সরাসরি একটা যোগসূত্র থাকবে, এমন কথাটা মনে হয় ঠিক নয়।

যাক, যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিলো সেটাতেই ফিরে যাওয়া যাক। ভেবে দেখুনতো কতবার আপনি মসজিদভর্তি লোকজনকে দেখেছেন মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনতে, সেটা ঈদের নামাজেই হোক কিম্বা জুমার নামাজে? খুব বেশি একটা হবে বলে আমার মনে হয় না। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় কেউ নখ খুঁছেন, কেউ গভীর চিন্তায় মগ্ন আর কেউবা ঝিমাচ্ছেন। দুই একজন হয়ত শুনছেন বা শোনার ভান করছেন। যে স্বল্প সংখ্যক শুনে বুঝতে পারছেন বলে মনে হয়, হয় তারা আরবি ভাষী কিম্বা আরবি ভাষায় তাদের দখল আছে। বুঝতে পারলেও খুতবার বক্তব্য অনেক ক্ষেত্রে একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি।

আমার বিশ্বাস আমাদের সবারই খুতবা শুনতে যাওয়ার উদ্দেশ্য ধর্ম/জীবন সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্জন ও তা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে প্রয়োগ। কিন্তু আমাদের সে উদ্দেশ্য কি পূরণ হয়? আমার মনে হয়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা নয় কারণ ক্ষেত্র বিশেষ ছাড়া খতিবদের চলমান বিশ্বের ধারণা ও জটিলতার বিষয়ে ধারণা সীমিত এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাদের একমাত্র যোগ্যতা যে তিনি আরবি পড়তে, বা বুঝতে, বা বলতে পারেন, বা তিনি নিজেই একজন আরবীয়। এটাই যদি হতে হবে তাহলে আল্লাহতালা সম্ভবত ইসলাম ধর্মকে ধর্ম, বর্ণ, জাতি ও ভাষা নির্বিশেষে সমগ্র মানব জাতির জন্য নাজিল করতেন না, কেননা তার নির্দেশাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং আমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই বুঝবার নিদর্শন রয়েছে (সুরা আর-রূম, ৩০:২২)।

আমরা এবার সিডনী ফিরে আসার পর বেশ কিছুদিন মেকুয়ারি ইউনিভার্সিটির একটি নামাজ ঘরে জুমার নামাজ পড়তে যেতাম। সেখানে এক আরবি ভাষী খতিব নিয়মিত নামাজ পড়াতেন। যেদিন তিনি আসতে পারতেন না ইউনিভার্সিটির এক আরবীয় নিরাপত্তা কর্মী সে কাজটি করতেন। যেদিন দুজনই অনুপস্থিত, উপস্থিত ছাত্রদের মধ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কেউ এই দায়িত্বটি পালন করতো। লক্ষণীয় ছিল যে সেসব দিনের খুতবা সমূহের সিংহভাগ দেয়া হতো ইংরেজিতে এবং সময়ের প্রয়োজনের সাথেও সামঞ্জস্যশীল।

প্রতি শুক্রবার জুমার নামাজের আগে খুতবার প্রবর্তন করেছিলেন মুহাম্মাদ (সঃ) মুসলমানদের কর্তব্য ও করণীয় বিষয়সমূহ অবহিত করা ও তার সাথে সাথে সমসাময়িক ঘটনা প্রবাহের উপরও আলোকপাত করা ও প্রয়োজনে দিক নির্দেশনা দেয়া। সেই উদ্দেশ্য কি বর্তমান সময়ের খুতবা পূরণ করতে সমর্থ হচ্ছে? রসূল (সাঃ) তাঁর উম্মতদের তাদের ভাষাতেই খুতবা দিতেন। আল্লাহ্তালা সর্বজ্ঞ, পবিত্র কোরান শরীফের সুরা ইব্রাহীমের ৩নং আয়াতে আল্লাহতালা বলেছেন "আমি এমন কোন নবীই পাঠাইনি, যে তার জাতির (মাতৃ) ভাষায় (আমার বাণী তাদের কাছে পৌছায় নাই) যাতে করে সে তাদের কাছে (আমার আয়াত) পরিষ্কার করে বুঝিয়ে না বলতে পারে„।

আমার বিশ্বাস রসূল (সাঃ) যে উদ্দেশ্যে খুতবার প্রবর্তন করেছিলেন তা পূর্ণ করতে হলে শ্রোতারা যে ভাষাভাষী সেই ভাষাতেই খুতবা দেয়া প্রয়োজন। যাচাইয়ের প্রশ্নও আছে। ধর্ম ও সমসাময়িক বিষয় সমূহের উপর তার ওয়াকিবহাল থাকা আবশ্যক। এখন হয়ত প্রশ্ন উঠতে পারে যে খুতবা যদি অন্য ভাষায় দেয়া সম্ভব হয় তাহলে অন্য ভাষায় নামাজ আদায় করা যাবে কিনা। নামাজ আমাদেরকে আদায় করতে হবে কোরান শরীফের ভাষাতেই, কেননা নামাজ আদায়ের ক্ষেত্রে কোরআন শরীফের সুরা আবৃতির সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে (সুরা বনি ইসরাঈল, ১৭:৭৮)। আগ্রহী কারো পক্ষে নামাজ আদায়ের জন্য যে স্বল্প সংখ্যক সুরার প্রয়োজন তা মুখস্ত করে নেয়াটা খুব একটা দুরূহ ব্যাপার না। অন্য দিকে আরবি ভাষায় খুতবা বোঝার জন্য যে ভাষা জ্ঞানের প্রয়োজন তা অর্জন অতটা সহজ নয়। আমি অবশ্য কাউকেই আরবি ভাষা শিখতে নিরুৎসাহিত করছি না, যেটা বাস্তব সেটাই কেবল উল্লেখ করেছি। আমরা নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে দেখি না; খুতবা যে উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করা হয়েছিল সে উদ্দেশ্য কি অর্জিত হচ্ছে? আমরা কি আল্লাহ্ প্রদত্ত বিচারবুদ্ধি ও মেধাকে অবজ্ঞা করে অন্ধের ন্যায় গড্ডালিকা প্রবাহের সাথে কেবল মাত্র আচার অনুষ্ঠানই পালন করে যাচ্ছি? এটাইকি রসূল (সাঃ) চেয়েছিলেন খুতবা প্রবর্তন ও প্রচলনের সময়? আমরা কি আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর অন্তর্নিহিত বার্তা অনুধাবন করে আমাদেরকে প্রদত্ত জ্ঞান ও বুদ্ধির সৎব্যবহার করব না? "আমি তোমাদের কাছে এমন একটি পুস্তক নাজিল করেছি, যাতে একে একে তোমাদের সবার জন্যই রয়েছে বার্তা, তোমরা কি বুঝতে পার/চাও না?„ (সুরা আল-আম্বিয়া, ২১:১০)।

AUSTRALIA 24 NEWS

Australia 24 News, is a world-wide circulated online television channel, where you can boost up your innovation, community events, your business and personal interview to make your Australian political platform stronger in the Australian community. We are helping you to produce documentary video news, promo video news, and voice over for your personal events and it's a great opportunity to highlight your positive activities through this media.
Feel free to contact with us to get involve with AUSTRALIA 24 NEWS.
Email: editor@australia24news.com.au

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

নোয়াখালীতে গণ ধর্ষণের প্রতিবাদে সিডনিতে প্রতিবাদ সভা

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দেয়ায় গত ৩০ ডিসেম্বর নোয়াখালীর সুবর্ণচর গ্রামে স্বামী-সন্তান বেঁধে রেখে চল্লিশোর্ধ এক নারীকে গণধর্ষণ করায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে সিডনির 'আই রাইট, নামে একটি সংস্থা।

ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদে সিডনির ল্যাকেম্বার রেলওয়ে প্যারেডে ৫ জানুয়ারি প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন পেশাজীবী প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশ গ্রহণ করে।

দেশে সহিংসতা ও ধর্ষণের প্রতিবাদে নানান বক্তব্য সম্বলিত ব্যানার ও ফেস্টুন হাতে প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত হন।

একের পর এক সিরিয়াল গণ ধর্ষণে বাংলার মানুষ আজ হতবাক। আওয়ামী হায়েনাদেরকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে সকলে তাদের মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন। বক্তারা বলেন, ভোট ডাকাত স্বৈরাচার হাসিনার কুলাঙ্গারলীগ গণ ধর্ষণ করে আবারো প্রমান করলো, এ সরকারের ৭২-৭৫ এর মুজিব বাহিনীর মতো বাকশাল কায়েম করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। আই রাইট এর চেয়ারম্যান হাবিবুর রহমান ও জেনারেল সেক্রেটারী মিজানুর রহমান সুমন একটি সুশৃঙ্খল পরিবেশে প্রতিবাদ সভায় অংশ গ্রহন করার জন্য সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

সিডনির দারুল উলুমে অনুদান

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

সিডনিতে দারুল উলুম মুসলমানদের একটি অনন্য ইসলামী প্রতিষ্ঠান। ইসলামী তালীম, শিক্ষা,শিখানো বা প্রাত্যাহিক জীবনের অত্যাবশ্যকীয় শরীয় নিয়ম কানুন শিখানোর লক্ষে লাকেম্বায় গড়ে উঠছে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান।

সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এ সংস্থাটি দাঁড় করতে এখনো প্রচুর আর্থিক সহযোগিতা ধর্মপ্রাণ মুসলমান থেকে আবশ্যক।

বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়া (ইনক) গত ১৫ জানুয়ারি ২০১৯ দারুল উলুম ভবনে একটি চেক হস্তান্তর করেন। দারুল উলুমের পক্ষে চেকটি গ্রহণ করেন সৈয়দ কামরুল হাসান, বাংলাদেশী সিনিয়র সিটিজেন অফ অস্ট্রেলিয়া (ইনক) এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ঠ সমাজ সেবক দেলোয়ার হোসেন খান,মাহবুব উল ইসলাম চৌধুরী (শরীফ), জামিল হোসেন, আরিফ রহমান, এম এ ইউসুফ শামীম।

চিকিৎসার জন্য সাহায্যের আবেদন

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

মাইমুনা হোসেন (১৪) গত ৭ ডিসেম্বর ২০১৮ থেকে আইসিইউ তে মস্তিস্ক ঝিল্লির প্রদাহ (Meningitis) জনিত রোগে হসপিটালে অবস্থান করছেন। চট্রগ্রামের মেয়ে নবম শ্রেণীর ছাত্রী মাইমুনা সপরিবারে ওমানে বসবাস করছিলেন। বাবা মোহাম্মদ খোরশেদ হোসেন (হামজারবাগ,ওয়ার্ড -০৭, আমিন জুট মিল ,পাঁচলাইশ ,চট্রগ্রাম) স্বল্প উপার্জনে কোন রকম পাঁচ জনের সংসার চলে যাচ্ছিলো। হটাৎ মেয়ের এ ধরনের অসুস্থতায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে বাবা মোহাম্মদ খোরশেদ হোসেন এর মাথায়। বায়বহুল হসপিটালে আইসিইউতে কত দিন থাকতে হবে , জানা নেই। মাসকট ,ওমানে থেকেও চিকিৎসার খরচ চালাতে অক্ষমতার কারনে বাংলাদেশী কম্যুনিটির কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছেন সাহায্যের জন্য।

সরাসরি যোগাযোগ করুন :
Muhammad Khurshed Hossen
Al-Khuwair, Muscat, Oman.
Mbl: (00986) 96075220
Account: 0462 021 46292-0019
A/C Name: Mohammad Khurshed(Bank Muscat,
Al Nahda Tower Branch,
Muscat,Oman).
Australia Contact : Ali: 0406 153 082

মুরাদের চিকিৎসার্থে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসীদের ফান্ড রেইজিং

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

দুরারোগ্য ক্যান্সারে আক্রান্ত মোফাজ্জেল হোসেন মুরাদের চিকিৎসার সাহায্যর্থে রকডেলের পালকি রেস্টুরেন্টে ফান্ড রেইজিং ডিনার অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ জানুয়ারি রবিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এ ডিনারে মানবতার কল্যাণে প্রবাসীরা এগিয়ে আসেন।

ডিনারের শুরুতে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে মুরাদের শারিরীক ও পারিবারিক অবস্থার বর্ণনা দেন সুহৃদ সোহান হক।

আকিদুল ইসলামের সঞ্চলনায় ফান্ড রেইজিং ডিনারে বক্তব্য রাখেন সিরাজুল ইসলাম, গামা আব্দুল কাদির, সিডনি প্রেস এন্ড মিডিয়া কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মতিন, ড. ওলিউল ইসলাম, রহমত উল্লাহ, কবিতা পারভেজ, ফজলুল হক শফিক, মাসুদ, মোবারক, এনাম হক, ড. কাইউম পারভেজ, ড. রতন কুণ্ডু, আবদুল কাইয়ুম, হারুণ অর রশিদ, ড. আব্দুল ওহাব প্রমুখ।

ডিনারে বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করা হয়। একই সাথে সংগ্রহের প্রক্রিয়া অব্যহত রাখতে সুহৃদকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এছাড়া বক্তারা মুরাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ার জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ করেন।

প্রসঙ্গত, দুই সন্তানের জন্য মোফাজ্জেল হোসেন মুরাদ দীর্ঘদিন ব্লাড ক্যান্সারে ভুগছেন। তার অবস্থা সংকটাপন্ন। তার চিকিৎসার জন্য প্রায় ৫০ লাখ টাকার প্রয়োজন। যা তার পরিবারের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। তাই সমাজের হৃদয়বান ব্যাক্তিদের কাছে আর্থিক সাহায্য চেয়েছেন।

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা:
মোফাজ্জেল হোসেন, ১৬৮১০৩১১৪৫০৪, ডাচ বাংলা ব্যাংক কুষ্টিয়া শাখা।
অস্ট্রেলিয়ার ঠিকানা: SURID HAQUE, BSB 012-243, ACCOUNT NUMBER: 552743793

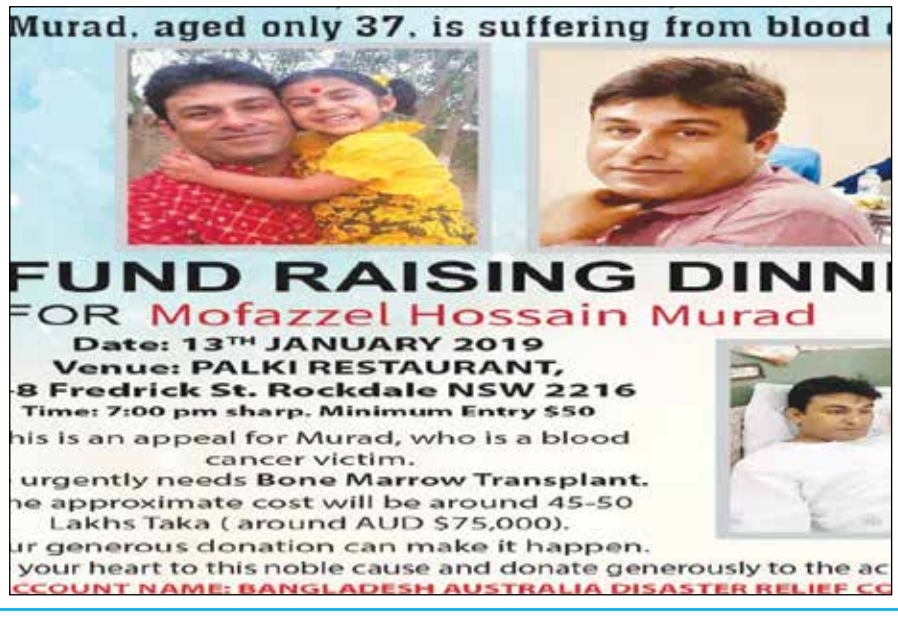

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, February-2019
Year-10

ল্যাকেম্বায় সর্ববৃহৎ বাংলাদেশী ডে কেয়ার ও প্রি স্কুল!

ফুয়াদ কবির, সুপ্রভাত সিডনি

সেবা ও গুনগত দিক থেকে ল্যাকেম্বায় বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রথম সারির ডে কেয়ার ও প্রি স্কুল হচ্ছে ষ্টার কিডস (Star Kids),যেখানে অত্যান্ত যত্ন সহকারে শূন্য থেকে পাঁচ বছরের বাচ্চাদেরকে ডে কেয়ার ও প্রিস্কুলের সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়। ল্যাকেম্বা ট্রেইন স্টেশন থেকে গাড়িতে তিন মিনিট ও হেটে গেলে পনর মিনিট এ জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানটি কলিন স্ট্রিট এ অবস্থিত। কলিন স্ট্রিটের শেষ দিকে অর্থাৎ পাঁচবল রোডের কাছাকাছি।

খেলার ছলে পড়ানো ও ৪-৫ বছর বয়সের শিশুদের জন্য স্কুল প্রোগ্রামে একটি শক্তিশালী স্কুল প্রস্তুতি পদ্ধতি রাখা হয়েছে। Early Years Learning Framework (EYLF) হচ্ছে প্রতিটি বাচ্চার জন্য একটি সুখবর। যা নাকি প্রতিটি বাচ্চা স্কুলে যাবার মন মানসিকতা তৈরী করা হয় এবং পছন্দের স্কুলে ভর্তির জন্যও প্রস্তুতি নেয়া হয়। বাচাদের অগ্রগতি শেয়ার করার জন্য আকর্ষণীয় ওয়েবসাইট আছে (www.starkidslongdaycare.com.au),ওয়েব পোর্টাল থেকে যে কোনো পিতা মাতা তাদের সন্তানের অগ্রগতি মনিটরিং করতে পারে।বাচ্চাদের জন্য খেলা ধুলার রকমারি ব্যবস্থা ছাড়াও খাবারের সুবন্দোবস্ত আছে। প্রতিদিন ফ্রেশ ফল -সবজি ছাড়াও তাদের পছন্দনীয় খাবারের তালিকা থাকে। এলার্জি আছে এ ধরণের বাচ্চাদেরকে বিশেষ যত্ন সহকারে খাবারের মেন্যু নির্বাচিত করে দেয়ার সুযোগ থাকে। আরো অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা দিয়ে ষ্টার কিডস এখন সকলের শীর্ষে। অভিজ্ঞ নেটিভ অস্ট্রেলিয়ান শিক্ষক ছাড়াও এখানে বিভিন্ন ভাষাভাষীর শিক্ষক আছেন। পুরো সংস্থাটি অত্যান্ত দক্ষতার সাথে চালিয়ে আসছেন ষ্টার কিডসের সত্ত্বাধিকারী খাইরুল ইসলাম।ষ্টার কিডসে আজই যোগাযোগ করে আপনিও নিশ্চিত করতে পারেন আপনার সন্তানের ভবিষ্যৎ।

ঠিকানা : 67 Colin St Lakemba NSW 2195 Phn: 02 8387 1642

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় টাকার যথেচ্ছা অপব্যয়

গোপনে প্রতি বছর কেনা হচ্ছে বিলাসবহুল গাড়ি!

১ম পৃষ্ঠার পর

ব্যাংকিং খাতের টাকা লুটপাট কিংবা শেয়ার বাজারের দুর্নীতির মতো সরাসরি অর্থ লোপাটের পাশাপাশি যেসব প্রজেক্টের নামে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের মানুষকে ধোকা দিয়ে এ দেশের টাকাই লুট করে নিচ্ছে তার মাঝে প্রথমেই আসে পদ্মা সেতুর নাম। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে দীর্ঘদিনে পদ্মা সেতুর সামান্য কাজ সম্পন্ন হলেও এরমধ্যে এ সেতু নির্মাণের ব্যয় পৃথিবীর যে কোন সেতু নির্মাণের খরচকে ছাড়িয়ে গেছে। অনেক দিন পর পর সেতুর একটি পিলার কিংবা একটি স্প্যান নির্মাণ সম্পন্ন হয় এবং সেই সামান্য অংশকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করে জনগণকে শিয়াল পন্ডিত কর্তৃক বোকা কুমিরের বাচ্চাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখানোর মতোই এ সরকার পদ্মা সেতু দেখিয়ে যাচ্ছে।

এভাবে সম্ভবপর সমস্ত উপায়ে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের টাকা লুটপাট করছে, যা থেকে কোন খাতই বাদ যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সড়ক কিংবা ফ্লাইওভার নির্মাণের মতো অবকাঠামো গঠন, শিক্ষা খাত, প্রযুক্তি, রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের মতো ভয়াবহ ঝুঁকিপূর্ণ নির্মাণ, স্যাটেলাইটের নামে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় অপচয় এ ধরণের অসংখ্য উদাহরণে তাদের বিগত দশ বছরের কর্মকান্ড পূর্ণ। উপরন্তু তাদের সমস্ত দুর্নীতি, অপচয় এবং লুটপাটকে তারা উন্নয়নের নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করে জোরগলায় অনবরত চিৎকার করে যাচ্ছে। বিপরীতি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠছে, ক্রয়ক্ষমতা কমছে, বেকারত্বের হার বেড়েই চলছে। ধীরে ধীরে বাংলাদেশের অর্থনীতি একটি ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো বিপর্যয়কর অবস্থায় উপনীত হয়েছে, যে কোন মুহূর্তে বিপুল ধ্বস নামলে এ দেশের মানুষকেই আবারও চুয়াত্তুরের মতো দুর্ভিক্ষ-পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে।

এ ধরণের কর্মকান্ড করতে গিয়ে সরকার এতোটাই নির্লজ্জ হয়ে পড়েছে যে তাদের নিজেদের বিলাস ব্যসনের জন্যও তারা জনগণের সম্পদ অপরিমিত খরচ করতেও দ্বিধা করছে না। গত বছরের জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ঘনিষ্ঠ পাঁচ মন্ত্রীকে পাঁচটি বিএমডব্লিউ কোম্পানীর অত্যন্ত দামী পাঁচটি গাড়ি উপহার দেন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী প্রতিটি গাড়ির দাম ছিলো বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় তিন কোটি টাকা করে। অক্টোবর মাসে নির্বাচনের প্রাক্কালে সরকারী আনুগত্যের পুরস্কার হিসেবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কেএম নুরুল হুদার ব্যবহারের জন্য সরকারী পরিবহন পুল থেকে এমনই বিএমডব্লিউ গাড়ি বরাদ্দ দেয়া হয়।

এ ধরণের বিলাসবহুল গাড়ি কেনার নামে প্রতি বছর বারংবার বিপুল পরিমাণ সরকারী টাকা বরাদ্দ এবং নিজেদের সুবিধামতো ব্যয় করার ঘটনা ঘটে চলেছে। সরকারী কাগজপত্র পর্যালোচনা করে দেখা যায় ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কেনার জন্য বরাদ্দ খরচ ছিলো সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা। এ বরাদ্দকৃত সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার বাইরে বিশেষভাবে গোপনীয় আদেশ দিয়ে বাড়তি দশ কোটি টাকাও খরচ করা হয়েছে এই অর্থবছরে। এ দশ কোটি টাকা খরচের অজুহাত হিসেবে দেখানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী ও তার পরিবারের সদস্যদের ব্যবহার ও নিরাপত্তার বিশেষ ধরণের বুলেট প্রুফ গাড়ী ক্রয় করা। এই খাতে কোন বরাদ্দ না থাকলেও সরকারী সম্পদের `অপ্রত্যাশিত ব্যয় ব্যবস্থাপনা, নামের খাত থেকে বিশেষভাবে বরাদ্দ এনে এই টাকা খরচ করা হয়।

বিগত অর্থবছরে বুলেটপ্রুফ গাড়ি কেনার নাম করে দশ কোটি (১,০০,০০,০০০) টাকা খরচ করার পর পরবর্তী ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে একই খাতে আবারও বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ বছর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গাড়ি কেনা বাবদ নিয়মিত বরাদ্দ ছিলো সাত কোটি টাকা। এর বাইরে আবারও বুলেটপ্রুফ এবং স্পেশালি প্রটেকটেড গাড়ি কেনার জন্য বাড়তি খরচ করা হচ্ছে ঊনিশ কোটি টাকা (১৯,০০,০০,০০০) টাকা। শুধুমাত্র গাড়ির জন্য নিয়মিত বার্ষিক বরাদ্দই যেখানে বিপুল পরিমাণের টাকা রয়েছে, সেখানে এর বাইরে গিয়ে বাড়তি এই খরচ সচেতন মহলকে স্তম্ভিত করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, বাংলাদেশের মতো একটি গরীব দেশের প্রধানমন্ত্রী ও তার পরিবারের সদস্যদের জন্য এভাবে কোটি কোটি টাকা খরচ করে প্রতি বছর নতুন নতুন বুলেটপ্রুফ গাড়ি কেনা কতটা যুক্তিসংগত।

এই বিপুল পরিমাণ টাকার অংক খরচের অসামঞ্জস্যতা বুঝার জন্য অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর ব্যবহৃত অফিসিয়াল গাড়ির খরচের দিকে দেখা যেতে পারে। ২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী টনি এবোটের সময়কালে বিএমডব্লিউ কোম্পানীর তৈরী আর্মার্ড-প্লেট বসানো বিশেষ নিরাপত্তাযুক্ত নয়টি বুলেটপ্রুফ গাড়ি কেনা হয়েছিলো যারা প্রতিটির মূল্য ছিলো সাড়ে পাঁচ লক্ষ অস্ট্রেলিয়ান ডলার কিংবা বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় তিন কোটি টাকা করে। অস্ট্রেলিয়ান প্রধানমন্ত্রীর অফিসের সরকারী কাজে ব্যবহারের জন্য ২০১৫ সালে ঐ গাড়িগুলো কেনার চার বছর পর পর এখন ২০১৯ সালে এসে আবারও সরকারী বাজেটে প্রস্তাব করা হচ্ছে নতুন গাড়ি কেনার বিষয়টি। এ বিষয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা চলছে, এমন কি অস্ট্রেলিয়ান গণমাধ্যমে বিস্তারিত খবরও প্রকাশিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর পর্যালোচনা সাপেক্ষে বর্তমান কিংবা আগামী অর্থবছরে হয়তো নতুন এ গাড়ি কেনা হতে পারে অস্ট্রেলিয়ান প্রধানমন্ত্রীর ব্যবহারের জন্য।

অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও উন্নয়নের দিক থেকে অস্ট্রেলিয়ার সাথে বাংলাদেশের তুলনারই কোন সুযোগ নেই। বাংলাদেশ থেকে মানুষ অস্ট্রেলিয়ায় এসে বসবাস করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। সেই বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রধানমন্ত্রীর জন্য বুলেটপ্রুফ গাড়ি কিনতে নিয়মিত খরচ করা হচ্ছে বিশাল অংকের টাকা। গত বছর যা ছিলো দশ কোটি, এ বছর তা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঊনিশ কোটি। এই খরচ সম্পর্কে জনগণকে কিছুই জানানো হচ্ছে না। গণমাধ্যম বাধ্য হচ্ছে এ খবর লুকিয়ে রেখে নিজেদের পিঠ বাঁচানোর চেষ্টা করতে। নিজের বিলাস-ব্যসনের জন্য দেশের টাকা উড়িয়ে দেয়ার এটি কেবল একটি উদাহরণ মাত্র, এরকম অসংখ্য খাতে অপ্রয়োজনীয় টাকা ব্যয় এবং খরচের আড়ালে দুর্নীতি করে ষোল কোটি মানুষের অধিকার নষ্ট করার বিষয়টি দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য একটি ভয়াবহ অশনিসংকেত দিচ্ছে।

বর্তমান সরকার এতোটাই নির্লজ্জ হয়ে পড়েছে যে তাদের নিজেদের বিলাস ব্যসনের জন্যও তারা জনগণের সম্পদ অপরিমিত খরচ করতেও দ্বিধা করছে না। গত বছরের জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার ঘনিষ্ঠ পাঁচ মন্ত্রীকে পাঁচটি বিএমডব্লিউ কোম্পানীর অত্যন্ত দামী পাঁচটি গাড়ি উপহার দেন। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী প্রতিটি গাড়ির দাম ছিলো বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় তিন কোটি টাকা করে

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাভাষী প্রধান কমিউনিটি পত্রিকা সুপ্রভাত সিডনি'র উদ্যোগে সম-সাময়িক বিষয় নিয়ে এখন থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হবে সুপ্রভাত সিডনি ফেইস টু ফেইস লাইভ অনুষ্ঠান

সুপ্রভাত সিডনি™
সত্যের সাথে সব সময়
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
Suprovat Sydney

Face to face 'live'

আমরা আশা করছি এই প্রাণবন্ত আলোচনার মাধ্যমে আমাদের মাঝে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক প্রসঙ্গসহ যে কোন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে গঠনমূলক বিতর্ক ও মতবিনিময়ের সংস্কৃতি চর্চার সুযোগ গড়ে উঠবে।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, February-2019
Year-10

সিডনিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের এ্যালমনাই পূনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

সুপ্রভাত সিডনি রিপোর্ট

ঢাকা মেডিকেল কলেজ এ্যালমনাই অস্ট্রেলেশিয়া এর প্রথম পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান গত ১ ডিসেম্বর ২০১৮ রবিবার অনুষ্ঠিত হয়। সিডনির বিখ্যাত হারবরে এ মিলন মেলায় ব্রেকফাস্ট দিয়ে দিনের শুরু হয় ।

"DMC Alumni Reunion অস্ট্রেলিয়া" Monogram নামাঙ্কিত সুদৃশ্য টি শার্ট পরে সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলে সমুদ্র ভ্রমণ।

DMC ব্যাচ K-৩০ থেকে K-৬৩ পর্যন্ত মোট ১৪৫ জন DMCian এই Cruise-এ অংশগ্রহণ করে।

বিকালে ছিলো গালা ডিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । এসময় উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক এমএ টি সিদ্দিক, ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রখ্যাত সার্জন (K-৬, ১৯৫২), ডা. নীলুফার ডালিয়া ((K-২২, ১৯৬৮), তাঁদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানের শোভা বাড়িয়ে দেয়।

সংগঠনটির পক্ষ থেকে বর্ণিল স্যুভেনির "ঐক্যতান" প্রকাশিত হয়। অনুষ্ঠানে ছোটো -বড় সকল বেচের সবার উপস্থিতি মনে হয়েছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজের শহীদ মিলন চত্বর।

বিকালে ডা: ফাইজুর রেজা এমন (K-৫৩), ডা: রোকেয়া ফকির কেয়া (K-৫৩) আর ডা: ইকবাল হোসেন (K-৫২) অনুষ্ঠান পরিচালনা শুরু করেন । এসময় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন যুগ্ম আহবায়ক ডা: মইনুল ইসলাম। এরপর বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন মিলনমেলার অংশগ্রণকারীদের সন্তানরা।

অধ্যাপক এমএটি সিদ্দিকী এবং ডা: নীলুফার ডালিয়াকে ফুল দিয়ে বরণ করেন আহবায়ক ডা: রশিদ আহমেদ (K-৩৬), যুগ্ম আহবায়ক ডা. মইনুল ইসলাম (K-৪৩)।

মহামিলনের জন্য বিশেষ ভাবে তৈরি কেক কাটেন ডা: সিদ্দিক ও ডা: নিলুফার ।

অতিথি শিল্পী শুভ্রা মুসতারীম ও তার দলের পারফরমেন্স দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষ হয়। আগামী বছর আবার মহামিলন অনুষ্ঠান আয়োজন করার আশাবাদ ব্যক্ত করে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ও নিউজিল্যান্ড থেকে আগত সকলকে ধন্যবাদ জানান ডা: রশিদ আহমেদ। মহামিলন অনুষ্ঠান সুষ্ঠু ও সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিম্নোক্ত আহবায়ক কমিটি গঠন করা হয়।

আহবায়ক:
ডা: রশিদ আহমেদ (K -৩৬)

যুগ্ম আহবায়ক:
ডা: মইনুল ইসলাম(K-৪৩)

সদস্য:
ডা: জেসি চৌধুরী (K-৩৫)
ডা: মীর জাহান মাজু (K -৪০)
ডা: মেহেদী ফারহান (K-৪৩)
ডা: জান্নাতুন নায়ীম (K-৪৫)
ডা: ইকবাল হোসেন (K-৫২)
ডা: রোকেয়া ফকির কেয়া (K -৫৩)
ডা: ফাইজুর রেজা ইমন (K-৫৩)
ডা: মোহাম্মদ শাহরিয়ার (K-৫৪)
ডা: মুজাহিদ হাসান শোভন (K-৫৬)
ডা: ফয়সাল চৌধুরী (K-৫৬)
ডা: গোলাম খুরশিদ তাপস (K-৫৯)
ড: জেসমিন শফিক (K -৩৫)
ড: জেসি চৌধুরী (K -৩৫)
ড: খালেদুর রহমান (K -৩৬)
ড: শাহনাজ পারভীন (K -৪৩)
ড: ফজলে রাব্বি (K- ৪৭)

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

পোশাক

সুমন বিশ্বাস

এ পোশাক কেন পরেছো তুমি?

যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না-ই পারো তবে

এ পোশাক খুলে ফেলো আগে, তারপর

যা ইচ্ছে তা-ই করো;

অন্তত পোশাকের অসম্মান হবে না তাতে।

পোশাকের অন্তরালে যে নোংরামি, বেহাল্লাপনা

সে অমর্যাদা পোশাকের নাকি তোমার?

তোমার মনটা সারমেয় বিষ্ঠায় হয়েছে লেপন

তাই পবিত্র পোশাক আর বিদেশী পারফিউমেও

কোন সুঘ্রাণ আসে না।

নিজেকে নিচে নামাতে নামাতে আর

কত নামাতে চাও!

পবিত্র পোশাক, লোকলজ্জা, আত্মমানবোধ

কোন কিছুই থামাতে পারে না তোমাকে।

উলঙ্গ বাতাসের মতো তোমার উচ্ছৃঙ্খল আচরণ।

সংযত হও, তোমার না থাক

পোশাকের সম্মান অনেক বড়, যদি না-ই পারো

খুলে ফেলো এ পোশাক। এ সমাজে

এখনো কিছু সভ্য মানুষ বসবাস করে যারা

লজ্জা, চেতনা ও আত্মসম্মানে জাগ্রত।

এ দেশেতে

নাসির উদ্দিন

এ দেশেতে জন্ম আমার
এ দেশেই সংসার,
এ দেশেতে বসত করার
আছে অধিকার।

ধর্মগতভাবে আমি
যে-ই জাতি হই,
জন্মসূত্রে বাংলাদেশী
ভিনদেশী তো নই।

গণতন্ত্রের বলে করি
পছন্দসই দল,
তাই বলে কি পাব নাকো
গণতন্ত্রের ফল?

একই মায়ের দশটি ছেলে
মত না হলেও এক,
মিলেমিশে থাকার জন্য
বলে দেয় বিবেক।

এসো সবাই মিলেমিশে
রেখে হাতে হাত,
বাংলামায়ের করি সেবা
না করে তার পাত।

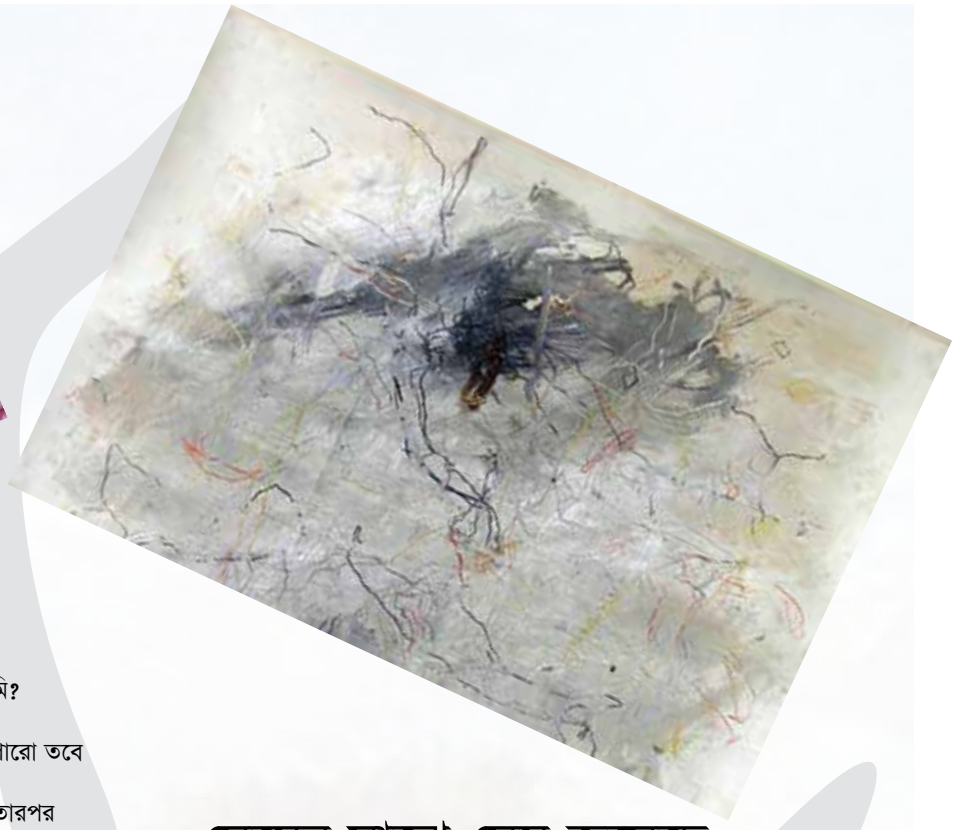

মেঘের মাঝে মেঘ জমেছে

রেজাউল করিম রোমেল

মেঘের মাঝে মেঘ জমেছে

দেখতে পাচ্ছো কি?

সুরের মাঝে কান্না জমেছে

শুনতে পাচ্ছো কি?

আমিতো চাইনি মেঘ হতে,

সুরের সাগরে ভাসতে চেয়েছি।

সেখানে কান্না কোথায়!

কান্নাগুলো সুখে দুখে

ঝরুক না কিছুক্ষণ,

তাতে কি ক্ষতি?

মেঘে মেঘেই যদি কেটে

যায় বেলা, তবে সুখ!

জমে থাকা কান্না কি কখনো

ঝরবে না অশ্রু হয়ে?

সেতো বিধাতায় ভাল জানে।

আমার বন্ধন মেঘেতেই,

যেখানে আছে জমে থাকা কান্না।

পড়শি

সম্পা পাল

হৃদয় থেকে কত দূরে তোমার বাড়ি?
ঠিক কত পা হাঁটলে তোমার বাড়ি পৌঁছোনো যায়?

পড়শি ছিলাম,তবু খবর নেওয়া হয়নি,
আমার বাড়ি থেকে তোমার বাড়ির দূরত্বও মাপা হয়নি;
হয়তো সীমানায় কোনো আমিন ছিল না।

পাঁচিল টপকে মন একদিন তোমার বাড়ি ঘুরতে চেয়েছিল,
পারেনি;পাঁচিলটা যে অনেক উঁচু!
দু,জন দারোয়ানও ছিল- বাস্তব আর পরাবাস্তব।

কত কিছু বলার ছিল,
এই শীতেই মন কেমনের পালাবদল ঘটে গেল।
বাকিটা বাকিই রয়ে গেল...

অযাচিত স্বপ্ন

অর্ণব গরাই

তারপর একে একে ভিড় বাড়ে লাল হলুদ সবুজের,

সব যেন আগে থেকে সাজিয়ে রাখা বর্ণমালা!

বৃষ্টি আসবে, ধুয়ে যাবে এক এক করে বর্ণমালাদের,

এরপর নতুন করে প্রাণ ফিরে পাবে গ্রীষ্মে শুকিয়ে যাওয়া মাঠ।

বান ডাকবে গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া শুষ্ক নদীটা,

আবার রাখাল ছেলেটা গরুগুলো ছেড়ে দিয়ে বাঁশি বাজাবে,

মোহনিয়া বাঁশির আওয়াজ গুণগুণ করবে বাতাসে।

গাঁয়ের মেয়েটা মাথায় করে বয়ে নিয়ে যাবে এক টিফিন খাবার।

খোলা মাঠে লোকটা বলদের মতো খোলা চোখে স্বপ্ন দেখবে!

আর হাপুস হুপুস করে চেটে খাবে সব অমৃতটুকু।

এরপর একদিন অযাচিতভাবে দেখা স্বপ্নগুলো নবান্নের আকার ধারণ করবে,

তখনই নেপোয় দই মারবে কাকতালীয় ভাবে।

এবং একদিন সেই ঘরে জিভ বার করে ঝুলবে অযাচিত স্বপ্নরা।

স্মৃতিকথা

সৌগত চ্যাটার্জি

সব পুরানো চিঠিতেই উঁইপোকা

সেখানে প্রেমিকা ছিল ছোটবেলার

হলুদ পোস্টকার্ড।

ঝাঁপিয়ে লাভ হল না মোটেই,

সারারাত ঝাঁপাঝাঁপি কিছু মাটি জড়ো,

তারপাশে গঙ্গা জল ছেটানোর পর স্প্রে।

এরপর কি নিশ্চিন্ত? নাকি আবার সঙ্গি চিন্তা জীবন।

ধুলোর মানুষ

হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

ধুলোয় বসে যে মানুষটা ভাত খায়

সে-ই একমাত্র ভাতকে চেনে

ধুলোর মানুষের কাছে দু'টো পা

হাঁটা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই

আমাদের হাঁটায় ডাক্তারের নির্দেশ...

"রোজ সকালে একটু হাঁটুন"

বাকি সময় ইচ্ছাযানে চড়ে

যখন তখন যেখানে খুশি

নবান্ন

চিত্ত রঞ্জন গিরি

অনেক দুঃখ কষ্টের মেলবন্ধনই-সুখের ঠিকানা আঁকে

মাতৃগর্ভে যতই যন্ত্রণা হোক-তবুও মা,

কোথাও যেন ধীরে ধীরে সুখ অনুভব করতে থাকে

ঝড় বৃষ্টি হতাশার দোলাচল

তারপর মাজরা শোষকের হুল ফোটানোর যন্ত্রণা!

কোদাল হাতেই যেন কবিতার বই এর উজ্জ্বল

পৃষ্ঠাবিন্যাস

তা হয় এক সময় জনপ্রিয় কাব্য -এক তৃপ্তিময় রসনা।

সোঁদামাটি- মাটির লাবণ্যে আঁকে উৎসব

জলন্ত প্রদীপ, ঘরে ঘরে জাগায়, আত্মতৃপ্তি প্রবাহ

কলমিলতা দেখে, উৎসুক মুখে, শালুক পদ্মের রঙ

পল্লীতে বাজে ঘুঙুরের রেশ- গলনে শৈত্য হিমবাহ।

পরিপক্ক সোনালী ফসল-বিপ্লবের ঝড়ঝঞ্ঝা ভুলেছে

মনের দেশে ফাগুন-ষোলআনা নৃত্যকলায় মেতেছে

শঙ্খধ্বনিতে মিশেছে কৃষক রমনী-ঠোঁটের কোণে

তার শুভ্রমেঘমালা, আঁধার বৃত্তে আলোর বিন্দু সে মেখেছে।

একদিন এইখানে জমিদারের পায়ে পায়ে কতনা

ভূমিকম্প হত!

কৃষকের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ত- অনাহারের তীব্র

বিষক্রিয়ায়

ব্যবছিন্ন পৃথিবী- উৎকণ্ঠায় জেগে থাকত-

অজস্র লহমায়।

আজ পরিবর্তনের পরিবর্তন

ধানের গোলা এনেছে, কিছুটা হলেও স্বস্তি

পিঠেপুলি আর নলেন গুড়ের আল্পনা

এবং খেজুরের রস ও ভোরের অল্প শীতে

লক্ষ্মীর পাঁচালিতে ফেরে-ঘরে ঘরে- ফুরফুরে

আজন্ম উতল দখিনা।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

আমিত্ব ও আত্মমগ্নতা

।।। রাণা চ্যাটার্জী

আজকাল একটুতেই কেমন যেন বেশি অস্থির হয়ে যাই আমরা। এটা কি লক্ষ্য করেছি, কেমন যেন একটা অসহনীয়তার পরিমণ্ডলে গিনিপিগ বসবাস আমাদের। সবকিছু আগের থেকে শুধু চলছে, তা নয়, বেশ গতিশীল জীবন যাপনে অভ্যস্ত এই নাগরিক জীবন। নগরীকরণ ও আধুনিকতার ছোঁয়ায় সবকিছু মোটামুটি যা চাইছি পেয়েও যাচ্ছি। হঠাৎ মধ্য রাতে বুকের মাঝে চিনচিন ব্যথা তো, একটা ফোনে ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স, খুব কপাল খারাপ না হলে হাজির। কি খাই, কি খাই, চিন্তার মাঝেও আমার সব খাবারে কড়া নিয়ন্ত্রণ বলেও ঝাঁ-চকচকে মলে, মিষ্টি, নোনতার রকমারি যুগলবন্দিতে অতি সহজে রসনা তৃপ্তি সেটাও সম্ভব হচ্ছে। ব্যাঙ্কসহ নানান আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দু'মিনিটের মধ্যে ঋণের ব্যবস্থার কল্যাণে নানাবিধ ছোটখাটো চাহিদা মেটাতে বদ্ধ পরিকর। আজকাল মাথা গোঁজার ছোট্ট বাসা একটু চেষ্টা করলেই দীর্ঘমেয়াদি ঋণের মাধ্যমে জুটিয়ে নেওয়া খুব কষ্টের নয়; সঙ্গে আছে সরকারি নানা পরিকল্পনার সুবিধা প্রাপ্তি।

চাহিদা প্রাপ্তির এমন লোভনীয় পরিবেশে অর্থ উপার্জনে স্বাবলম্বী নাগরিকগণের তবু যেন কোথাও একটা সন্তুষ্টি প্রাপ্তিতে ছেদ ঘটছে। "কি চাই আর কি পেলাম" এই হিসেব কষার ভাবনায় ডুবসাঁতারে, আধুনিকতার নিয়ন আলো চুষে নিচ্ছে রাতের ঘুম। খিটখিটে মেজাজ যেন বড় চেনা সঙ্গী হয়ে রাত পাহারায় মগ্ন। চারিদিকে ওয়েব ক্যামেরার নজরদারি নাগরিক জীবন, তবু যেন কে পাশে এলো কে কি করছে বাড়ির আপন সদস্যদের গতিবিধিও কেমন একটা অচেনা, অজানা পাঁচিলের গন্ডিতে আবদ্ধ। ঠিক যেন একটা ঘোরের মধ্যে দিন যাপন করছি আমরা, মোবাইল ডিজিটাল জমানায়। নিজেদের চেনা পরিমণ্ডলেই এক ঘেরাটোপ জীবন যাপন, সেই সঙ্গে বড়ো বেশি নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা। আমিত্ব'র প্রচার; তাতে আমার গুণাবলী থাকুক আর নাই থাকুক। আমিই সেরা, সবকিছু জানি, এই মানসিকতা অন্যের ওপর প্রকাশ করার প্রবণতা নিরন্তর গতিতে চলছে।

কাছের- আপন মানুষদের সম্পর্কের মধ্যে যেন একটা ধুলোর আস্তরণ জমছে। সঠিক পরিচর্যা, একটু ঝাড় পোঁছ, সামনে বসে দুদণ্ড কথা বলাতেই আবার সেই মনের নৈকট্য ফিরে আসে এটা জেনেও সময় কই! ব্যস্ততার দৈনন্দিনতায় মুখ গুঁজি, স্বান্তনা দেই নিজেকে। ফুরসৎ এর খুব অভাব-অজুহাত দেখিয়ে। আর যদি সময় সুযোগ অল্প পাওয়া যায়, মন আস্কারা দেয় তাহলেও 'এই বেশ আছি'র অভ্যস্ত জীবনদর্শন কড়া নাড়ে মনন চিন্তনে। বড়ো বেশি স্বার্থপরতার কাঠিন্য প্রলেপ দেয় মনে বাহবা যোগায় "এমনি করেই দিন চলে যায় যাক না"। আদতে দূরত্ব-ধুলোর আস্তরণ কমে না, বাড়তেই থাকে আর আমরা মানুষেরা পুতুল নাচের চরিত্র হয়ে দিন গুজরান করি, নিজের ঢাক নিজে পেটাই। এই ভাবেই সম্পর্কের মধ্যে একটা দূরত্ব পাঁচিল আপনাআপনি তৈরি হয়। পাশের ঘরের আপন মানুষদের মধ্যে খোশ মেজাজে গল্প কথা বার্তাও এক প্রকার অধরাই থেকে যায় নিজেদের দোষে। ছোটবেলায় শুনতাম, 'লোকে যাকে বড় বলে, বড় সেই হয়', কিন্তু কোথায় লোকের সময় আছে, যে আপনাকে আপনার সৃষ্টিশীলতা, ভাল গুণাবলীকে উৎসাহ দেবে তাই ছুটছি সবাই আপন খেয়ালে। এই ঘেরাটোপ জীবনে, নিশ্চিন্ত মনে বাসা বাধছে ঘুণপোকা সম্পর্কের ফাটলে।

শৈশবের বিদ্যালয়ে শিক্ষক মশাই ক্লাসে একবার প্রশ্ন করেছিলেন, "মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালবাসে কাকে? কেউ উত্তর দিয়েছিল "মা", কেউ বলেছিল "বোন", আমি সাহসে ভর করে "নিজেকে মানুষ বেশি ভালবাসে" এই উত্তরটা দিতেই তিনি সাবাস বলে পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন; যা আজও ভুলতে পারিনি।

এটা কিন্তু খুব সত্যি কথা যে আমরা খাওয়া-দাওয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ, দেখনদারি যাবতীয় মগ্নতায় নিজেদের সঁপে, এই আধুনিক গতিপ্রবাহে দিব্যি খাপ খাইয়ে বসবাস করছি। সূক্ষ্মভাবে লক্ষ্য রাখলেই বোঝা যাবে কেবল নিজেকে ভালবাসা, ভালো রাখার মধ্যেই লুকিয়ে আছে এ আধুনিক বেঁচে থাকার নির্যাস।

নিজের জীবনের জন্য, ন্যূনতম চাহিদা মিটলেই যেখানে বাঁচা সম্ভব, কিন্তু কেউ যদি কিছু ভাবে, ব্যাক ডেটেড বলে, আমায় হেয় প্রতিপন্ন করে; অন্যদের এইসব আগড়ুম চিন্তা ভাবনার স্রোতপ্রবাহ কিলবিল করে আমাদের। এর সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে ছুটছে নিজেকে আপডেট রাখার প্রবণতা। নেট দুনিয়ায় নিজের নানান প্রোফাইলে ছবি আপলোড, নিজেকে ফোকাস করার উদ্দেশ্যই কেবল নয়, ঘন্টায় ঘন্টায় চুম্বকীয় আকর্ষণে দেখতে ছুটছি ক,জন লাইক কজন কি কি প্রশংসার কমেন্ট দিলো!

সবকিছু হাতের মুঠোয় পেয়েও মানুষের মধ্যে কি যেন নেই নেই একটা দুঃখী ভাব, অভাব বোধ। অতীতে কম পাওয়া মানিয়ে নেওয়া সবার সাথে যা কিছু অল্প পেয়েও ভাগ করে নেবার মধ্যে একটা স্বর্গীয় আনন্দ ছিল। সহনশীলতা, ঔদার্য, আন্তরিকতা এইসব গুণাবলীগুলো প্রোথিত হয়ে অনেক কিছু শেখাতো আমাদের। আজকের একটা দশ বারো বছর বয়সী ছেলে মেয়ে মানে সবকিছু যেন তাদের মস্তিষ্কে আপডেট ভার্সন হয়ে গাঁথা। তবু যেন কিছু একটা না থাকার মন খারাপের দারুচিনি গন্ধ মেখে এই নাগরিক জীবন চর্চা। সব হাতের মুঠোয় থেকেও কি যেন না থাকার ভ্রম নিয়ে ব্যস্ততার দিনযাপন আসলে মরীচিকার মতো আমাদের প্রলোভন দেখায়।

ঝির ঝির বৃষ্টির বিষণ্ণতা ছেড়ে উৎসবমুখর বাঙালি আলো ঝলমল মণ্ডপে ভিড় করলো। কিন্তু যে লাখ লাখ টাকার পূজামণ্ডপ শিল্পীদের অপূর্ব কাজের সাক্ষী কি অপূর্ব সূক্ষ্ম হাতের কাজ মনোরঞ্জন দেবার জন্য হাজির তা তবু যেন ব্রাত্য! কি অপরূপ দেবী মূর্তি পুরোহিতের পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ পরিবেশকে স্বর্গীয় করে তুলেছে, তবু দেখছি এই যুব সমাজ, ঝাঁকে ঝাঁকে যুবক-যুবতী, সকলের একটাই যেন উদ্দেশ্য সেলফি তুলে সরাসরি পোস্ট-আপডেট দিয়ে নিজেকে জহির করা। দেবীমূর্তিকে পাশে রেখে যেকোনো মূল্যে একখান মনের মতো সেলফি চাই-ই চাই; নইলে কিসের এই সাজ, এতো অপেক্ষার প্রহর গোনা! এইভাবে কেবল দেখছি নিজের মধ্যে নিজের আত্মমগ্নতা, বিলিনতা এ যেন এক যেচে প্রতিযোগিতাকে নিয়ে আসা যা আখেরে তৃপ্ততার শেষ বিন্দুতে নিজেকে পৌঁছাতে দেয় না, জন্ম দেয় একরাশ হতাশা, হীনমন্যতার। কেবল কে কি খাওয়া দাওয়া করবো, কার কটা ছবি পোস্টের মধ্যে অল্প সময়ে বেশি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রচেষ্টা ঝড় যা তিতলি ঘূর্ণিঝড়ের থেকে কোনো অংশেই কম তো নয়ই, বরং যেন বেশিই এক আত্মমগ্নতার-একান্ত নিজ গন্ডির লক্ষণ রেখা।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, February-2019
Year-10 22

ধারাবাহিক কিশোর উপন্যাস

জ্বিনের বাদশা ও সাবার রাণী ।।। রউফ আরিফ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

মর্জিনা হাসলো। বলল, ঠিক বলেছেন। আমার পাঁচটা ছেলে আর সাতটা মেয়ে আছে শুনে যেমন আপনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন, এখন যদি বলি আমার বয়স পাঁচশো ষাট বছর তাহলে তো আপনি মুর্ছা যাবেন।

-বলো কি হে সুন্দরী। সত্যি করে বলতো দেখি তোমার গোত্রের লোকেরা কত বছর করে বাঁচে?

-এক হাজার, দেড় হাজার বছর।

-তাই নাকি!

-হাঁ মহামান্য সুলতান। ওই যে দেখছেন জুবাইদা, ওর বয়স একশো আশি বছর।

-তাই নাকি? তাহলে আমি তো তোমাদের কাছে একেবারে দুধের শিশু। আমার বয়স কত জানো?

-জ্বি জনাব। আপনার বয়স ত্রিশ বছর। কিন্তু ত্রিশ বছর বয়সে আমাদের ছেলেমেয়েরা দুধ খায়।

-বলো কি!

-জ্বি জনাব, যেটা সত্যি, সেটাই বলি।

দিলদার কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়েছিল। আজ সকাল থেকে তার বিস্ময়ের শেষ নেই। তার কাজ রাত্রি দিন সোলায়মানের সাথে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়ানো। হাসি তামাশায় তাকে ভরিয়ে রাখা। কিন্তু আজ ঘুম থেকে জেগে প্রথমে হিকমত আলির কাছে হেনস্তা হয়েছে। তারপর প্রাসাদের যেদিকেই তাকিয়েছে সেদিকেই এইসব মনমাতানো, চোখ ধাঁধানো, রঙ বেরঙের পরীদের দেখে যেমন বিস্ময়ে হতবাক হয়েছে। তেমনি ভয়ও পেয়েছে। বলা তো যায় না, এই জ্বিন পরীর দলের কেউ যদি কোনো কারণে তার ওপরে রেগে যায়, তাহলে তার বারোটা বাজিয়ে দিতে এক মুহূর্তও দেরি করবে না। ফলে সে মুখে কুলুপ এটে রেখেছে।

কোনো রিকস নেওয়ার দরকার নেই বাবা। আগে দু,চার দিন যাক। এদের মর্জি মেজাজ বুঝে নেই। তারপর বাতাস বুঝে কথা বলবো। কিন্তু এই পন সে ধরে রাখতে পারল না। সোলায়মান দিলদারকে উদ্দেশ্য করে বলল, কি ব্যাপার দিলদার আলি। তুমি আজ এত চুপচাপ কেন?

-হুজুর বড্ড পেরেশানে আছি।

-কেন? কিসের পেরেশান?

-যদি আমার ঘাড়ে জ্বিনের আছর হয়। অথবা কোনো পরী আমাকে পছন্দ করে ফেলে। সেই ভয়ে-

দিলদারের কথা শুনে সোলায়মান হোহো করে হেসে ওঠে। হাসি থামিয়ে বলে, তোমার কোনো ভয় নেই। জ্বিন কেন, তোমার ঘাড়ে কোনো দৈত্য দানবও চাপতে সাহস পাবে না। কারণ তুমি আমার খয়ের খাঁ। একেবারে পেয়ারের লোক।

-সাহস দিচ্ছেন হুজুর?

-একশোবার। তবে সাবধান।

সঙ্গে সঙ্গে দিলদার লাফিয়ে দু,পা পিছিয়ে গেল। ঢোক গিলে, চোখ মোটা মোটা করে বলল, সাবধান কেন হুজুর?

-যদি কোনো সুন্দরী পরীকে তুমি পছন্দ করে ফেল, এবং তোমাদের মধ্যে ভাব ভালোবাসা হয়ে যায়। তখন যদি সে তোমার ঘাড়ে চাপে তাহলে কিন্তু আমি কিছুই করতে পারব না।

দিলদারের মুখখানা তুবড়ে পোড়া বেগুনের মতো হয়ে গেল। তোবড়া মুখে ঘাড় নেড়ে কোনোরকমে বলল, আচ্ছা।

সোলায়মানের কথা শুনে, আর দিলদারের তোবড়া মুখ দেখে উপস্থিত সবাই মজা পেলো। সবাই মুখ টিপে হাসল। মেয়েগুলো ঠোরে ঠোরে নিজেদের মধ্যে মশকারা করল। যেহেতু সোলায়মান তাদের শাহেনশা তাই তার সামনে বেয়াদবির ভয়ে মুখ বুজে থাকতে বাধ্য হলো।

হাসি তামাশার মধ্যে সোলায়মান খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল। আজ তাকে প্রথম দরবারে বসতে হবে। সেখানে অনেক কাজ। প্রথমদিন এমন আনেক বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা করতে হবে যার ওপরে দরবারের অবকাঠামো গড়ে উঠবে।

খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে দরবারি পোশাক পরলো। তারপর দরবারের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। সঙ্গে সঙ্গে চলল দিলদার আর হিকমত আলি। দরবারে প্রবেশ করে দেখলো আজ দরবারের চেহারা অন্যরকম। বাদশা দাউদের দরবার কক্ষটাই শুধু আছে। তবে সেটাকে নতুন করে ডেকোরেশন করা হয়েছে। তার সাজন গোজন আগের চেয়ে অনেকবেশি জাকজমকপূর্ণ।

উজির নাজির সেনাপতি মন্ত্রী এবং সভাসদদের ভেতরে অনেক নতুন মুখ। যাদের সে এর আগে কখনো এই দরবারে দেখেনি। এক নজরে সোলায়মান বুঝে ফেলল এই নতুন মুখগুলো হলো তার জ্বিন সম্রাজ্যের প্রতিনিধি। সিংহাসনে বসে সেলায়মান বলল, উপস্থিত সভাসদ বৃন্দ, আপনাদের মধ্যে আমি কিছু নতুন মুখ দেখতে পাচ্ছি। আপনারাও দেখছেন। প্রথমে আমরা পরস্পরের সাথে পরিচিত হই। আপনারা একে একে নিজ নিজ পরিচয় বলুন। যাতে ভবিষ্যতে আমাদের আলাপ করতে অসুবিধা না হয়।

সোলায়মানের কথামতো সবাই নিজ নিজ পরিচয় বলে গেল। পরিচয় পর্ব শেষ হলে সোলায়মান বলল, উপস্থিত দরবারিগণ; মনে রাখবেন বাদশা সোলায়মানের দরবার হলো সত্য ও ন্যায়ের দরবার। পরম করুণাময় খোদাতালা আপনাদের এমন একজন শাসনকর্তা দিয়েছেন, যাকে এই সিংহাসনে বসে জ্বিন ও ইনসান দুই ভিন্ন জনগোষ্টিকে শাসন করতে হবে। যার অধিনস্ত করে দেওয়া হয়েছে তামাম জাহানের পশুপাখি কীট পতঙ্গকেও।

ত্রিভূবনে এমন রাজদরবার পূর্বে আর একটিও ছিল না, বর্তমানেও নেই। তাই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা সকলেই আমাকে আমার কাজ

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

করতে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করবেন। খেয়াল রাখবেন, আমি যেন সঠিকভাবে আমার কাজ করতে পারি। আপনাদের শাসক হিসাবে নয়, আপনাদের বন্ধু হিসাবে, ভাই হিসাবে, একান্ত আপনজন হয়ে আপনাদের পাশে দাঁড়াতে পারি।

সভাসদরা সবাই হাত উঠিয়ে তাদের নিরব সমর্থণ জানালো। এরপর সোলায়মান আর কথা বাড়ালো না, সেদিনের মতো সভা ভঙ্গ করে উঠে গেল।

৩. নতুন প্রাসাদের চিন্তা

দরবার ছেড়ে এসেও সোলায়মান চিন্তামুক্ত হতে পারল না। কেবলই তার মনে হতে লাগল, এতবড় সাম্রাজ্য এভাবে চালানো যাবে না। পুরোনো শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। নতুন করে এর পরিকল্পনা করতে হবে। দিলদার ঠিকই বলেছে। একই দরবারে বসে জ্বিন আর মানুষের বিচার যেমন করা যাবে না, তেমনি পাখিদের সমস্যার মাঝে জ্বিনদের সমস্যার কথাও শোনা যাবে না।

মানব জাতির জন্য আলাদা দরবার থাকতে হবে। জ্বিন জাতির জন্য আলাদা। পশুদের জন্য আলাদা, পাখিদের জন্যও আলাদা। আর এইসব কাজ করার জন্য আলাদা আলাদা দিন নির্ধারণ করা থাকতে হবে। সোলায়মান তার বাগানে বসে এইসব ভাবছিল। তার পাশে ছিল দিলদার। সোলায়মান দিলদারকে বলল, যাও এখনি হিকমত আলিকে এখানে ডেকে নিয়ে এসো।

দিলদার আলি পড়ি মরি করে ছুটে গেল। হিকমত আলি তার ঘরে বসে ছিল। দিলদার যখন বলল, সম্রাট তাকে তলব করেছে, অমনি সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। হে হে করে খানিক হেসে দিলদারকে ছেট্টা বাচ্চার মতো কাঁধে তুলে নিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে বাগানে চলে এলো।

দিলদার এখন আর হিকমত আলিকে ভয় করে না। কারণ, হিকমত আলি দিলদারের সাথে কোনো খারাপ ব্যবহার করে না। দু,জনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। সোলায়মানের সামনে দিলদারকে ছেড়ে দিয়ে বলল, হুকুম করুন মালিক।

সোলায়মান বলল, হিকমত আলি বসো। তোমার সাথে একটা জরুরী আলাপ করবো।

হিকমত আলি সোলায়মানের সামনে অদূরে বসে পড়ল। সোলায়মান বলল, আমি আমার শাসন বিভাগকে আলাদা করে ফেলতে চাই।

-খুলে বলুন হুজুর। যাতে আমি আপনার পরিকল্পনার বিষয় বুঝতে পারি।

-জ্বিন আর মানুষের শাসনকার্য একই দরবারে একই সময়ে বসে করা সম্ভব নয়। আমি ভেবে দেখলাম, এরজন্য আলাদা আলাদা রাজ প্রাসাদ, আলাদা দরবার লাগবে। প্রত্যেক দরবারে আমি একদিন করে বসবো। জটিল বিচারগুলো আমি নিজে করবো। অন্যগুলো করবে আমার নিয়োজিত শাসনকর্তারা। তারা সব রিপোর্ট পেশ করবে আমার কাছে। এখানেও আলাদা আলাদা বিভাগ থাকবে। বুঝতে পারলে?

-জি হুজুর। সম্রাট সদর দপ্তরে বসে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করবেন।

-ঠিক ধরেছ।

-এখন আমাকে কি করতে হবে?

-তোমাকেই সবকিছু করতে হবে। তোমার প্রাসাদে, তোমার নিজস্ব দরবার কক্ষটিকে ঢেলে সাজাও। সেখানে আমার জন্য একটা সিংহাসন রাখ। যেখান বসে আমি জ্বিন সম্রাজ্যের যাবতীয় কাজ করতে পারি। এখন থেকে তোমাকে আমার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলাম। বুঝতে পেরেছ?

-হুজুর মেহেরবান। আপনার নেক নজর আমার প্রতি পড়ায় আমি কৃতজ্ঞ।

-আরেকটা কাজ করতে হবে। তা হলো সদর দপ্তরের জন্য মহল তৈরী করা।

-তাহলে তো স্থপতিদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। মহলের ডিজাইন করাতে হবে। সম্রাট সোলায়মানের প্রাসাদ তো আর যেমন তেমন ভাবে হবে না। পৃথিবীর সেরা স্থাপত্য হতে হবে। সেজন্য পৃথিবী বিখ্যাত

একজন ইঞ্জিনিয়ারকে খুঁজে বের করতে হবে। যাকে দিয়ে ডিজাইন করাতে হবে।

-কাকে দিয়ে কি করাবে সেটা তোমার ব্যাপার। এক মাসের মধ্যে আমার নতুন প্রাসাদ চাই।

-তাই হবে হুজুর। একমাস পরেই আপনি আপনার নতুন দরবারে বসবেন। যা হবে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে সেরা ইমারত।

-তাহলে আর কি। এখন থেকেই কাজে লেগে যাও।

হিকমত আলি চলে যাওয়ার আগে জিজ্ঞাসা করল, আপনার এই প্রাসাদটা কোথায় নির্মাণ করতে চান?

-আরব সাগরের তীরে। প্রাসাদটা এমন হবে যেন দেখলে মনে হবে সেটা সাগরের তলদেশ থেকে ভেসে উঠেছে।

-তাই হবে জনাব।

হিকমত আলি তার বিশাল দেহ নিয়ে থপথপ করে পা ফেলে একটা ঝোপের আড়ালে চলে গেল। সেখানে গিয়েই কায়া পাল্টে উড়ে চলে গেল নিজের প্রাসাদে। যেখানে রয়েছে তার বেগম এবং বাচ্চারা।

সোলায়মানের রাজ প্রাসাদ থেকে বহুদূরে একটা পাহাড় ছিল। পাহাড়টার নাম নূর পাহাড়। নূর পাহাড়ের একদিকে নদী। অন্যদিকে গভীর জঙ্গল। এই পাহাড়ে ছিল ছোট বড় অনেকগুলো গুহা। সেই গুহা গুলোকে কেটে ছেটে, নকশা করে, এমন সুন্দর করে তোলা হয়েছে যে, ভেতরে গেলে মনেই হবে না এগুলো পাহাড়ের গুহা। মনে হবে কোনো সুদৃশ্য রাজ প্রাসাদ। এই প্রাসাদের নাম `নূরমহল,। জ্বিন সম্রাট হিকমত আলির প্রাসাদ। বর্তমান জ্বিন সাম্রাজ্যের রাজধানী।

হিকমত আলি যখন নূরমহলে পৌঁছালো তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পাঁচদিন পর হিকমত আলি তার প্রাসাদে ফিরে এসেছে। এই পাঁচদিন সে সোলায়মানের প্রাসাদে কাটিয়েছে। কিজানি সম্রাট কখন তাকে ডাকে, কোন কাজে তার প্রয়োজন পড়ে। তাকে না পেয়ে যদি সম্রাট রেগে যায়। তাহলে আর কেলেংকারীর শেষ থাকবে না।

নূর মহলের প্রবেশদ্বারে পাহারায় ছিল প্রধান রক্ষি আলি কুলি খাঁ। আলি কুলি খাঁ হিকমত আলিকে দেখে সেলাম জানিয়ে সরে দাঁড়ালো।

হিকমত আলি এখানে নফর নয়। একজন সম্রাট। এখানে সে তার নফরের সাথে কথা বলছে। বিধায় তেমনি গাম্ভির্যের সাথে জিজ্ঞাসা করল, কুলি খাঁ, প্রাসাদে কোনো সমস্যা হয়নি তো?

-না হুজুর। প্রধানমন্ত্রী সায়গল আর প্রধান কাজী সামরিন যারিন সবকিছু সুন্দরভাবে পরিচালনা করছে। তবে একটা শোক সংবাদ আছে।

-বলো, কি শোক সংবাদ?

-খলিল জিবরানের মা বুড়ি আজরা বেগম মারা গেছে।

-কিভাবে মারা গেল?

-বার্ধক্য জনিত কারণ হুজুর। বুড়ির বয়স হয়েছিল দুহাজার তিনশো পনের বছর। ইদানীং সে জয়িব হয়ে গিয়েছিল। উঠে হেঁটে বেড়াতে পারত না। চোখে দেখতে পেতো না।

-খলিল জিবরানকে একটা খবর পাঠাও। বলো আমি খাসমহলে তার জন্য অপেক্ষা করছি।

-জো হুকুম জনাব। আলি কুলি খাঁ সম্রাটকে কুর্ণিশ করে খলিল জিবরানের খোঁজে ছুটলো।

সম্রাট নিজ ভবনের দিকে এগিয়ে চলল। পথে যার সাথে দেখা হলো তারা সকলেই সম্রাটকে কুর্ণিশ করল। স্বসম্মানে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়ালো। যারা বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং শরিফ আদমি তারা সম্রাটের সঙ্গে কুশল বিনিময় করল। কেউ কেউ সম্রাট সুলায়মানের রাজদরবার সম্পর্কে খোঁজ খবর জানতে চাইল। তার শরীর স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর নিলো। কেউবা আরও একধাপ এগিয়ে জানতে চাইল,

সম্রাটের মেজাজ মর্জি কেমন। বদরাগি? না সরল সোজা।

হিকমত আলি কমবেশি সবার প্রশ্নের জবাব দিলো। কাউকে বা বলল, পরে বিস্তারিত জানাবো।

মহলে প্রবেশ করে দেখলো সম্রাজ্ঞী সারা বেগম তার ছোট মেয়েটাকে কোলে নিয়ে বসে আছে। পাশে দুইজন পরিচারিকা মেয়ের দুধ খাওয়ানোর সরঞ্জাম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার বয়স সাত বছর। মেয়েটা তার আব্বাজানকে দেখে আম্মাজানের কোল থেকে ঝাঁপিয়ে আব্বাজানের কোলে চলে এলো। হিকমত আলি মেয়েকে কোলে নিয়ে আদর করল।

সম্রাজ্ঞী সারা বেগম খুবই সুন্দরী। চোখ ফেরানো যায় না। যেমন রূপবতী তেমনি স্নেহশীলা। যার কারণে নূর মহলের ছোট বড় সবাই সম্রাজ্ঞী সারা বেগমকে যেমন ভালবাসে, তেমনি ভয়ও করে।

কারণ, সাম্রাজ্ঞী সারা বেগম একজন নাম করা যাদুকর। যাদুর সাহায্যে সে দিনকে রাত রাতকে দিন করতে পারে। কেউ সারা বেগমের কুনজরে পড়লে তার আর রেহাই নেই। তার ইহকাল পরকাল দুটোই ঝরঝরে হয়ে যাবে।

তবে যারা ভালো, তাদের কোনো ভয় নেই। ভালো লোকদের সে কিছুই বলে না। কোনো ক্ষতিও করে না। খাস মহলের সামনে গেটের কাছে দুটো পাথরের সিংহ মূর্তি আছে। ওই দুটো নাকি পাথরের মূর্তি নয়। দুটো দুষ্টু জ্বিন। সারা বেগমের সাথে নাকি খারাপ আচরণ করেছিল। তাই সারা বেগম যাদুর সাহায্যে পাথরের মূর্তি বানিয়ে রেখেছে।

তিনশো বছর তাদের ওইভাবে রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে খোলা আকাশের নিচে পাথরের মূর্তি হয়ে থাকতে হবে। ওটাই ওদের শাস্তি। এই তিনশো বছরে যদি ওরা ভালো হয়ে যায় তাহলে সারা বেগম যাদুর প্রভাব থেকে উদ্ধার করে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে দেবে। আর যদি তাদের মনের কোনো পরিবর্তন না হয়, তাহলে অনন্তকাল ওদের ওইভাবে পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

বাইরে থেকে ওদের দেহে পাথরের আবরণ পড়লেও ওই পাথরের খোলের ভেতরে প্রাণ আছে। তাদের সুখ দুঃখ আছে। ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে। এখন অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে ওরা বেঁচে আছে কি করে। সেটাই তো যাদুর প্রভাব। যাদু শক্তি বলেই সারা বেগম গভীর রাতে ওদের খেতে দেয়। নূরমহলে এইরকম হাজারো রহস্যময় ঘটনা আছে, যা এখনি বলে শেষ করা সম্ভব নয়।

বর্তমানে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপে এরকম পঞ্চাশটা জ্বিনের শহর আছে। প্রত্যেক শহরে একজন করে শাসন কর্তা আছে। তাদের মধ্যে হিকমত আলির সাম্রাজ্য যেমন বড় তেমনি সে হলো সৌর্য বীর্যে আর সকলের শীর্ষে। তার ক্ষমতার দাপটে এবং ন্যায়পরায়নতার জন্য সবাই তাকে ভয় ভক্তি দুটোই করে। কর দেয়। আর এখন তো কথাই নেই। যেহেতু সে এখন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একছত্র অধিপতি সম্রাট সোলায়মানের প্রধানমন্ত্রী। এখন তো তার ক্ষমতার অন্ত নেই। এখন তো তাকে সেলাম করে চলতেই হবে। কোনো রকম বেয়াদপি করা মনেই কঠিন শাস্তির মুখোমুখি হওয়া।

নূর মহলে সোনাদানা হীরা জহরতের শেষ নেই। এই মহলে যারা বাস করে তারা অতিব সান শওকতের মধ্যে বাস করে। সবাই খুব সুখি।

হিকমত আলি যখন খাসমহলে বসে তার বেগমের সাথে গল্প করছিল, সেই সময় একজন পরিচারিকা এসে খবর দিলো খলিল মোহাম্মদ জিবরান তার সাক্ষাত প্রার্থি। তাকে মেহমান খানায় বসতে দেওয়া হয়েছে।

হিকমত আলি বলল, তাকে এখানেই নিয়ে এসো।

পরিচারিকা চলে গেল। সারা বেগম জিজ্ঞাসা করল, এই অসময়ে জিবরানের মতো অভিজ্ঞ আর্কিটেক্টকে ডেকে পাঠালেন, বিষয়টা কি? জনাবের কি নতুন কোনো মহল নির্মাণের খায়েস হয়েছে?

হিকমত আলি নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে, মুখে মিটিমিটি হাসি ছড়িয়ে বলল, অধৈর্য হচ্ছো কেন বেগম। একটু অপেক্ষা কর। নিজের চোখেই সব দেখতে পাবে। নিজের কানেই সব শুনতে পাবে।

ওদের আলাপচারিতার মধ্যেই খলিল মোহাম্মদ জিবরান কক্ষে প্রবেশ করল। সম্রাটকে সেলাম জানিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সম্রাট তাকে একটা কুর্শি দেখিয়ে বলল, বোসো জিবরান। তোমার মায়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়েছি। আমার মন তার চির বিদায়ে ভারাক্রান্ত। তবে এটাও ঠিক মহান রাব্বুল আলামিনের লিখন খণ্ডানোর ক্ষমতা আমাদের কারো নেই। জিন্দেগির চূড়ান্ত ফয়সালা তিনিই করে দিয়েছেন। সময় শেষ হলে আমাদের সবাইকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে মহাপ্রস্থানে চলে যেতে হবে।

অন্য সময় হলে আমি তোমাকে একমাসের ছুটি মঞ্জুর করতাম। কিন্তু তুমি তো জানো, বর্তমান বিশ্বের নয়া সম্রাট সুলায়মান স্বয়ং আল্লাহ কতৃক এই পৃথিবীকে শাসন করার জন্য নিযুক্ত হয়েছেন। আমরা সবাই এখন তার শাসনাধীন প্রজা।

-জি জনাব। আপনি তার উজিরে আলা নিযুক্ত হয়েছেন, তাও জেনেছি।

দুঃখ কোরো না বৎস। শুনেছিলাম তোমার মা ইদানীং বয়সের ভারে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে পড়েছিলেন। ঠিকমতো চলাফেরাও করতে পারতেন না। চোখে দেখতে পেতেন না।

-আপনি ঠিকই শুনেছিলেন।

-তোমার অন্যান্য ভাই বোনেরাও তো অনেক দূর দূরান্তে বসবাস করে। তোমাকেই তোমার মায়ের দেখভাল করতে হতো।

-হাঁ।

-তুমি একা। এখনো বিয়ে সাদি করোনি। শুধু মাত্র চাকর বাকরদের ওপরে নির্ভর করে তাকে ফেলে রাখতে পারতে না। কারণ তারা এইসব বৃদ্ধমানুষের সেবাযত্নে খুবই গাফিলতি করে।

-জ্বি জনাব।

-তার মানে সে পৃথিবীতে থেকে শুধুমাত্র কষ্টই পাচ্ছিল। তার কষ্টের মেয়াদ শেষ হয়েছে, তাই। আল্লাহতালা তাকে হেফাজত করেছেন।

-আপনি ঠিকই বলেছেন।

-তুমি বুদ্ধিমান পুরুষ। তোমার বিবেচনার ওপরে আমার আস্থা আছে। তাইতো এমন দুঃখ বেদনার মাঝেও তোমাকে আমার পাশে থাকার জন্য অনুরোধ করছি। কাজের মধ্যে থাকলে তোমার মন ভালো থাকবে।

-তাতে আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই জনাব। বরং আপনি আমাকে আপনার পাশে থাকার সুযোগ দিলে আমি চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

-আমাদের নয়া সম্রাট আমাকে এমন একটা গুরু দ্বায়িত্ব দিয়েছেন, যা পালন করতে হলে, তোমার সাহায্য আমার একান্ত প্রয়োজন।

-বলুন আমাকে কি করতে হবে।

হিকমত আলি সেলায়মানের পরিকল্পনার কথা খলিল মোহাম্মদ জিবরানকে আগাগোড়া বুঝিয়ে বলল। সব শুনে জিবরান বলল, যদিও কাজটা খুব কঠিন। তবে আমার চেষ্টার কোনো ত্রুটি থাকবে না। আমার ওপরে ভরসা রাখেন। আপনি যেমনটি চাইবেন তেমনভাবেই সম্রাটের ইচ্ছা পূরণের জন্য আমরা জান লড়িয়ে দেবো।

-আল হামদুলিল্লাহ। তাহলে তোমাকে বলবো, এখন থেকেই তুমি তোমার কাজ শুরু করে দাও। যেহেতু হাতে সময় খুব কম, তাই গড়িমশি না করে, দ্রুততার সাথে এগিয়ে যাও।

জিবরান চলে যাওয়ার পর সারা বেগম জিজ্ঞাসা করল, আমাদের মেয়েটা ওখানে কেমন আছে? একটা মানুষের বাচ্চার সেবার জন্য আমার মেয়ে আর বোন ঝিকে নিয়ে গেলে। বিষয়টা আমার মোটেও ভালো লাগেনি।

-ওভাবে বলো না বেগম। যিনি স্বয়ং খোদার বরপুত্র। যার হাতে আছে, জিবরাইলের দেওয়া ঐশ্বরিক আংটি। যিনি এই পৃথিবীর একছত্র অধিপতি। তার মতো একজন ব্যক্তির পাশে তোমার মেয়ের থাকার সৌভাগ্য হয়েছে, এজন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় কর। তিনি বেজার হলে জ্বিন জাতির জীবনে নেমে আসবে মহাবিপদ।

-জানি। তবুও আমার ভালো লাগে না। এত বছর সাধনা করে যে বিদ্যা অর্জন করেছি তা একজন মানুষকে ঘায়েল করতে পারবে না। ভাবলেই মাথা গরম হয়ে যায়।

-মাথা ঠাণ্ডা কর। শুধু শুধু মাথা গরম করে নিজের বিপদ কেন নিজে ডেকে আনবে? তাছাড়া মেয়ে আমাদের খুব সুখে আছে। জারিনা আর সাবরিনা খুব বুদ্ধিমতি। তাদের মধ্যে বন্ধুর মতো ভাব। সবসময় দুজনে একসাথে হেসে খেলে বেড়ায়।

-ঠিক আছে। আমি নিজের চোখে সেটা দেখে আসতে চাই।

-ইচ্ছা হলে যাবে। তাতে তো কোনো বাধা নিষেধ নেই।

-তাহলে ওই কথাই রইল।

-যাবে; তবে সেখানে গিয়ে যেন কোনো রকম হুজ্জুতি কোরো না। যেন আমার মাথা হেট হয়ে না যায়।

-এতবছর আমাকে নিয়ে ঘর সংসার করছ, এইটুকু বিশ্বাস আস্থা আমার প্রতি মহামান্য সম্রাটের থাকা উচিৎ।

৪. প্রাসাদের ডিজাইন।

হিকমত আলির আদেশ পাওয়ার পর থেকে খলিল মোহাম্মদ জিবরান এক মুহূর্তের জন্যও চিন্তামুক্ত হতে পারল না। গুরু দায়িত্ব ঘাড়ে। লোনা পানির ভেতর থেকে প্রাসাদ গেঁথে তুলতে হবে! নহে সামান্য কাজ।

নিজের ওপরে আস্তা থাকা সত্বেও একা একা এতবড় রিস্ক নিতে সাহসে কুলাচ্ছে না।

সেই রাতেই সে উড়াল দিলো পাশের রাজ্যে। সেখানে বাস করে তার আরেক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু হিক। হিক গ্রীক আর্কিটেকসারে এক্সপার্ট। গ্রীক দেশটা আরব সাগরের ওপারে অবস্থিত। সেখানকার মানুষের গায়ের রং সাদা। তারা কথা বলে ল্যাটিন ভাষায়। তবে তারা স্থাপত্য বিদ্যায় বর্তমান বিশ্বে সবার সেরা। পৃথিবী জোড়া তাদের খ্যাতি। হিক বহুবছর গ্রীকদেশে থেকে গ্রীক এবং ব্যাবিলনীয় আর্কিটেকসারের ওপরে পড়াশোনা করেছে। হাতে কলমে কাজ করেছে। এমন একটা কাজে তাকে পেলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। রাতের খাবার খাওয়ার সময় এগিয়ে আসছে। আজকের আবহাওয়া যথেষ্ঠ ভালো। আকাশে কোনো মেঘ নেই। তারায় তারায় ভরে আছে সারা আকাশ। একফালি চাঁদও আকাশে শোভা পাচ্ছে।

হিকের বাড়ির সামনে অনেকটা খোলা জায়গা। বাড়ির কাছেই রয়েছে বিশাল একটা আনার ফলের বাগান। খেঁজুর বাগান। আর মাঝে মাঝে বাবলা গাছের ঝোঁপ।

জায়গাটা খুবই মনোহর। অন্যান্য জ্বিনদের মতো হিক পাহাড়ে জঙ্গলে বাস করে না। সে খুব রুচিশীল। মানুষের সাথে বাস করতে করতে অনেকটা মানুষের স্বভাব আয়ত্ব করে ফেলেছে। তাই এই নির্জন প্রান্তরে নিজের জন্য একটা বাড়ি তৈরী করেছে। সেখানে সে তার স্ত্রীকে নিয়ে বাস করে।

জিবরান যখন হিকের বাড়িতে পৌঁছালো হিক তখন একা একা তার উঠোনে হেঁটে বেড়াচ্ছিল। জিবরানকে দেখে হিক আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কর মোদনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলো। হ্যালো জিবরান, কেমন আছ তুমি?

জিবরান হিকের কব্জিতে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, মন্দ না। তুমি কেমন আছ?

-ভালো। এসো এসো। অনেকদিন পর আমাদের দেখা হলো।

-তুমি তো মোটেও যোগাযোগ রাখ না।

-সময় কোথায় বন্ধু। কাজের ভীষণ চাপ। সাগর পারে কাটিয়ে এলাম পাঁচ বছর।

-কেন? সেখানে কি করছিলে?

-আমাদের যে কাজ। গ্রীকের এক বিশিষ্ট সওদাগরের বাড়ি তৈরী করছিলাম। মিশর আর গ্রীক স্থাপত্যের মিশেল দিয়ে তৈরী করলাম এক নতুন প্লান। একদম আধুনিক ডিজাইন। সওদাগর ভদ্রলোক দেখে মহাখুশি। এইরকম কাজ সচারচর হয়না। তাইতো বাড়ির কাজ শেষ হয়ে গেলে চারিদিকে ঢি ঢি পড়ে গেল।

-একটা চৌকস কাজ করে মানুষের মন জয় করতে পেরেছ জেনে ভালো লাগল।

-তা যা বলেছ। কাজটা করতে পেরে আমার নিজেরও খুব ভালো লেগেছে।

-এখন ফ্রি আছ তো?

-তা বলতে পার। আপাতত কিছুদিনের জন্য অবসর কাটাচ্ছি।

-তাহলে তোমাকে কিছুদিনের জন্য আমার সাথে কাজ করার আমন্ত্রণ জানাতে পারি নিশ্চয়?

-কেন নয়? তবে ছোট খাট কাজ করতে এখন আর ভালো লাগে না।

-ছোট খাট কাজ নয়। এমন কাজ করতে হবে, যা হবে আমাদের জীবনের সেরা কাজ।

-বলো কি! একটু ঝেড়ে কাশো দেখি।

-সম্রাট সোলায়মানের প্রাসাদ নির্মাণ করতে হবে।

-তাই নাকি! তিনি তো ঐশ্বরিক শক্তির বলে বলিয়ান শুনেছি।

-তুমি ঠিকই শুনেছ।

-এটা কি সত্য যে, তিনি এই পৃথিবীর জাবতীয় প্রাণীকুলের একছত্র অধিপতি।

-আমিও তাই শুনেছি। শুধু প্রাণীকুল নয়, হাওয়া পর্যন্ত তার বশিভূত।

-তোমার মনিব সম্রাট হিকমত আলি নাকি তার প্রধানমন্ত্রী হয়েছে?

-ঠিকই শুনেছ।

-ঠিক আছে। তুমি যখন বলছ, অবশ্যই তোমার সাথে কাজ করব।

কথায় কথায় রাত অনেক বেড়ে গিয়েছিল। জিবরান বলল, তাহলে এখন উঠি। ভোর বেলা নূরমহলে চলে এসো। সেখান থেকে দু,জনে একসাথে রওনা হবো।

হিক বাধা দিলো। এখনি যাবে কেন? রাত তো অনেক হয়ে গেছে। রাতের খানা এখান থেকে খেয়ে যাও। তাছাড়া আমার বউয়ের সাথে তো তোমার আলাপই হলো না।

-সে কি! এর মধ্যে বিয়েও করে ফেলেছ!

-বসো বসো। তোমার ভাবি এখনি রান্না শেষ করে এসে পড়বে।

জিবরান বন্ধুর কথা ফেলতে পারল না। রাতের খানা খেয়ে তারপর বন্ধু পত্নীর হাত থেকে নিস্কৃতি পেলো। হাজার হলেও বন্ধুর দাওয়াত। তার ওপরে তার নতুন বউয়ের সাথে আলাপ পরিচয়ের ব্যাপারটা রয়েছে। খাওয়া দাওয়া শেষে নতুন বউয়ের সাথে আলাপ পরিচয় করে তবে যেতে হবে। তা না হলে বন্ধু মাইণ্ড করে বসতে পারে।

তবে জিবরানকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটু পরেই ফুটফুটে এক মহিলা প্রবেশ করল। ওর গায়ের রং ধবধবে সাদা। মাথার চুল সোনালী। চোখের তারা সমুদ্রের স্বচ্ছ পানির মতো নীল। বেশ লম্বা শরীর। মেদহীন পাতলা দেহ। পরনে স্কাট গাউন। মহিলাকে দেখে জিবরান মুগ্ধ হয়ে গেল।

হিক বলল, কি দেখছিস অমন করে। বউ পছন্দ হয়েছে? *(চলবে)*

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

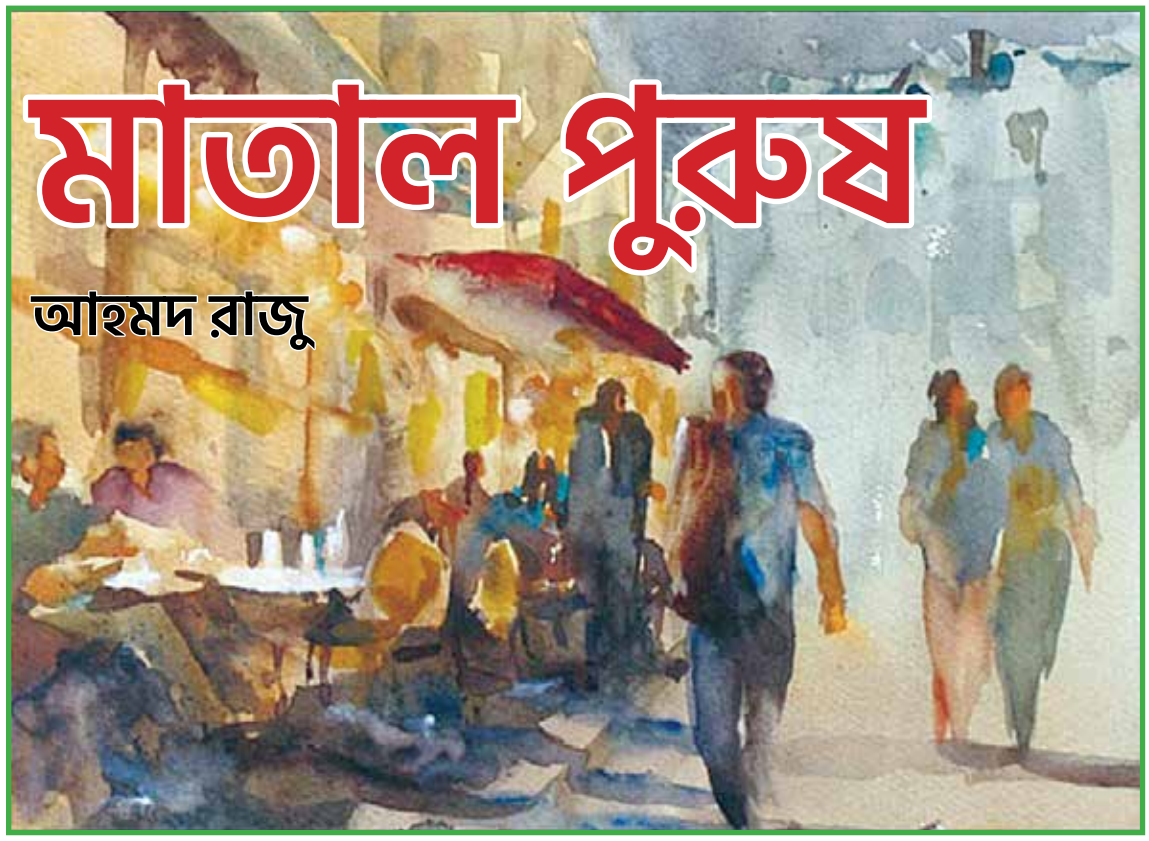

মাতাল পুরুষ

আহমদ রাজু

(জানুয়ারি সংখ্যার পর)

উৎপল বলল, 'তুইতো একটা কাজের কাজ করেছিস সুরেশ।'

রবিন বলল, 'তুইতো ওকে মূল্য দিতে চাস না। এখন বুঝলি।'

আমরা সবাই গণেশের গাড়িতে উঠে বসি। কিভাবে কখন কলকাতা ইকবাল পুর মোড়ে এসে পৌঁছাই বুঝতেই পারিনি। দিনের ক্লান্তি আর অবসাদে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মিথ্যা বলবো না, ঘুমটা আসার আর একটা বিশেষ কারণ ছিল। গণেশ আমার ব্যাপারটা আগে থেকেই জানে, সেজন্যে আমার জন্যে একটা মাঝারী সাইজের বোতল কিনে আগেই গাড়িতে রেখেছিল। গাড়িতে ওঠার পরপর সেটা আমার হাতে দিয়ে বলেছিল, 'অনেক ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে, একটু গলাটা ভিজিয়ে নে।'

আমি কাল বিলম্ব না করে ঢকাঢক শেষ করে দিই পুরো বোতল। তারপর আর বিশেষ কিছু জানি না। ওরা সবাই কমবেশি খায় কিন্তু এই মুহূর্তে আমি ওদের কথা ভাবতে পারিনি। আর ওরা বুঝেছিল এতটুকু বোতল আমার একারই লাগে।

কলকাতার রূপ দেখতে হলে পূজোর সময় আসতে হবে যা এবার বুঝতে পারি। এমনিতে কলকাতা অনেক আগে থেকেই ইউরোপের মতো মর্ডান হবার চেষ্টা করছে আপ্রাণ। মেয়েরা কে কত ছোট ও টাইট ফিটিং কাপড় পরতে পারে সেই প্রতিযোগিতা চলে প্রতিনিয়ত। রাস্তায় বেরোলে কে মেয়ে কে মা তা বোঝার উপায় নেই। এমনকি মেয়েদের পোষাক বুঝতে দেয় না তার সাথে থাকা পুরুষটা বাবা নাকি বয়ফ্রেণ্ড নাকি অন্য কিছু।

যাইহোক আমরা এসেছি এই পরিবেশ উপভোগ করতে। আর এটাই যে যৌবনের ধর্ম। তাকে আমি ইচ্ছা করলে থামাতে পারবো না মোটেও। চোখ ভরে দেখে নিই সবকিছু, যা কিছু সামনে আসে।

এই কয়দিনে ঘুরেছি এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি। সকালে উৎপলের মাসির বাড়ি তো বিকেলে সুরেশের জ্যাঠার বাড়ি। আমরা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে এসেছিলাম রাতে কারো বাড়ি থাকবো না। যে কয়দিন হোক, যে কয় টাকা লাগুক আবাসিক হোটেলে থাকবো। তাতে সবচেয়ে বড় সুবিধাটা হলো অন্তত কাউকে কৈফিয়ত দিতে হবে না, এত রাতে কোথায় ছিলাম, কি করছিলাম কিংবা রাতে আসিনি কেন ইত্যাদি ইত্যাদি। আমরা চৌধুরী হোটেলে এসে প্রথমেই বলেছিলাম, এসেছি বেড়াতে- রাত বিরাত কখন ফিরবো জানি না, যখন আসবো তখন যেন হোটেলে ঢুকতে পারি তার নিশ্চয়তা দিতে হবে। হোটেল ম্যানেজার আমাদের কথায় আপত্তি করেনি সেদিন। তাইতো এ মন্দির থেকে সে মন্দির ঘুরে ঘুরে মাঝ রাতে আমরা হোটেলে ফিরি।

মহা নবমীর দিনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সোনাগাছি যাবো। অনেকদিন মদ-মস্তি একসাথে হয় না। তাছাড়া গণেশ এবারের সমস্ত খরচ দেবে বলে আগেই বলে রেখেছে। সে এও বলেছে, আমার দম দেখতে চায়।

হোটেলে বড়সড় পাঁচটা মদের বোতল নিয়ে সন্ধ্যার পরপরই হাজির হয়েছিল গণেশ। আমরা যে সোনাগাছি যাবো সেটা আগেই ঠিক করা ছিল। হোটেল থেকে সবাই গলা পর্যন্ত মদ খেয়ে যখন রাস্তায় বের হই তখন রাত দশটা। আমরা ক'বন্ধু অতিরিক্ত মদ খেলেও তেমন মাতাল হইনা এটা নির্দ্ধিধায় বলতে পারি। তার কারণ, এবারই যে খাচ্ছি তা নয়, সবাই কম বেশি ওটা চেখে দেখে। শুধু আমি লুকিয়ে চুকিয়ে খাইনা বলে লোকে মনে করে আমিই শুধু মদখোর।

ট্রামে উঠে আমরা সোনাগাছির দিকে রওনা দিই। আজ গণেশ গাড়ি আনেনি, আমিই তাকে আনতে না করেছিলাম। ট্রামে উঠি না অনেক বছর। তাছাড়া মদ খেয়ে কেমন অবস্থায় থাকে গণেশ তার ঠিক নেই, সেজন্যে আমি কোন রিস্ক নিতে চাইনি।

শহরে ছেয়ে যাওয়া লাল-নীল বাতি দেখতে দেখতে আমরা যখন সোনাগাছি পৌঁছাই তখন রাত এগারোটা। ওরা কেউ ভেতরে ঢুকবে না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, শুধুমাত্র রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে। আর সোনাগাছি যে একদম ছোট এলাকা তা নয়, অনেক বড় এলাকা। কম করে হলেও দশ হাজার মহিলা এখানে কাজ করে। সেই বাবু কলকাতার আমল থেকে এই ফেসবুক আমল, সোনাগাছি আছে সোনাগাছিতেই। তবে দিন দিন সোনাগাছি বড় হচ্ছে চুইনগামের মতো। বিভিন্ন সময়ে কলকাতায় নিষিদ্ধ পল্লী গড়ে উঠলেও সোনাগাছির নাম এক নম্বরে এখনও রয়েছে। তাছাড়া ভৌগলিক অবস্থার কারণেও এমনটি হচ্ছে। হাওড়া স্টেশন, শিয়ালদহ স্টেশন, ময়দান এলাকায় শহরের বাইরে থেকে আসা মহিলারা বারবনিতার পেশায় যুক্ত থাকছে বহুকাল থেকে। এমনকি নেপাল ও বাংলাদেশের মেয়েরা এখানে এসে তাদের ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

অগত্যা আমাকে একাই ভেতরে ঢুকতে হবে। গণেশকে বললাম, 'তুই অন্তত চল দোস।'

সে কাচুমাচু হয়ে বলল, 'না রে ওসব আমার সয় না।'

'তাইবলে আমি একাই মস্তি করবো!'

'অসুবিধা নেই তুই যা; আমরা এদিক ওদিক ঘুরতে থাকি।' প্যান্টের পকেট থেকে একশত টাকার পাঁচটা নোট দিয়ে বলল, 'নে; দরদাম করে নিস। ঐ দেখ তোর জন্যে সব দাঁড়িয়ে আছে।'

আমি ঢুলতে ঢুলতে গণেশের হাত থেকে টাকা নিয়ে বললাম, 'তাহলে তোরা ঘোরাঘুরি কর আমি যাবো আর আসবো।' আমি বুঝতে পারি মদ আমাকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। আর আগামী নেশা আমাকে মাস্তুল ভাঙা জাহাজের মতো টেনে নিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে।

রবিন বলল, 'তুই কি আজ ঢুকবি আর বেরোবি?' হাসির রোল পড়ে যায় ওদের মাঝে।

'তোরা হাসছিস কেন?' আমি ঢুলতে ঢুলতে বললাম।

উৎপল বলল, 'তুই যা দাদা, আমরা আছি এখানে।'

আমি আর কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে যাই রাস্তার পাশে দাঁড়ানো মহিলাদের দিকে। এখানে আগেও দু'একবার এসেছি তবে এবারের মতো কখনও মনে হয়নি। কেমন যেন অন্য রকম লাগছে। চারিদিকে লাল-নীল বাতি দিয়ে আলোকসজ্জার কারসাজি। প্রতিটা ঘর, রাস্তা, ছোট ছোট দোকান কোন কিছু বাদ নেই তার থেকে। গণেশ আমাকে আগেই বলেছিল, পূজায় এখানে উৎসব শুরু হয়। বলা চলে ব্যবসা জমে এই সময়ে। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে নিত্যনতুন কাষ্টমার ছুটে আসে এই পল্লীতে- বাংলাদেশ থেকেও আসে। আমি আগে মোটেও বুঝতে পারিনি এত বড় উৎসব এখানে হয়। যদি জানতাম তাহলেও বিশেষ কিছু করার ছিল না, যেভাবে এসেছি সেভাবেই আসতাম, হয়তো পরিপাটি হয়ে কিম্বা অন্য কিছু একটু বেশি হতো। এখন যে পরিপাটি নেই তা নয়, আমার পোশাক পরিচ্ছদ একেবারে ফেলে দেবার বিষয় নয়। তাহলে এমন কথা মাথার ভেতরে কেন আসছে বুঝতে পারছি না।

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে আরো কাছে এগিয়ে যাই। প্রতিটা বাড়ির সামনে মেয়েরা দৃষ্টিনন্দন পোষাক পরে বিভিন্ন ভঙিতে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই চোখ আমার ধাঁধিয়ে যায়। এমন আলোর ভেতরে রাতের রাণীরা সুন্দর থেকে সুন্দরতর হয়ে উঠেছে। তারা আমাকে ইশারায় ডাকতে থাকে। কেউ কেউ কাছে এসে হাত ধরে টান দেয়, চোখের ইশারা করে। কাকে রেখে কার কাছে যাই বুঝতে পারি না। আমার শরীর উত্তেজনায় ভরপুর। তাছাড়া মদের নেশা আমাকে আরো উন্মত্ত করে তুলেছে। মদখোর হলেও ভাল মন্দের হিসাব বুঝি বরাবরই। যেমন তেমন হলে আমার চলে না। বাছ বিচার না করে কোন কিছু করি না- করতে পারি না। মদ খাই বলে একেবারে ননব্রাণ্ড চেখে দেখবো এমন কোনদিন হয়নি। ভালটা পেলে আমার আপত্তি নেই না হলে দরকার নেই। একেবারে যে মদখোর আমাকে বলা যায় তা নয়, ইচ্ছা করে শখের বসে মদ খাই- মদখোর অন্তত নই। তবে সিগারেট খোর আমাকে বললে তাতে আমার অত্যুক্তি হবে না। দিনে বিশ শলাকার দুই প্যাকেট সিগারের কনফার্ম শেষ করে দিই। মাঝে মধ্যে বন্ধুরা তার থেকে নেয় ঠিকই কিন্তু কেউ না কেউ দেয়তো দু'চারটা। লাভে গড়ে সেই একই কথা।

গম সাদা গায়ে বরণ, টানা টানা চোখ আর আকর্ষণীয় বুক- পিঠের অল্প বয়সী একটা মেয়ে পছন্দ হওয়ায় তাকে বললাম, 'কত?'

'দু'শো।'

'ঠিক আছো চলো।' বলতেই সে আমার হাত ধরে তার ঘরের ভেতরে নিয়ে যায়। রোমান্স আর উত্তেজনায় আমি তার সাথে যেতে থাকি। আজ আমি কিছু একটা করে ছাড়বো। দশ ফুট বাই বারো ফুট ঘরটি। খাটের ওপর একজন পুরুষ একটা বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিল। আমাদের ঘরের ঢোকার শব্দে লোকটা জেগে উঠে কোন কথা না বলে ঘুমন্ত বাচ্চাটাকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে বাইরে চলে যায়।

মেয়েটা দরজার ছিটকিনি এটে দিয়ে বুকের ওপর থেকে কাপড়টা নামিয়ে দেয়। আমি তাকে বাঁধা দিয়ে বললাম, 'ঘর থেকে যে লোকটা বেরিয়ে গেল সে কে? আর ঐ বাচ্চাটাইবা কার?'

মেয়েটা আমার শরীরে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'আম খেতে এসেছো খেয়ে যাও না যত পারো বাবু, গাছ গোন কেন?'

আমার শরীর থেকে তার দুই হাত সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'কখনো কখনো গাছ গুনতে হয়। কারা ওরা?'

আমার প্রশ্নে মেয়েটা কেমন যেন লজ্জাবতীর মতো নিস্তেজ হয়ে যায়। বলল, 'আমার স্বামী।'

আমি বিস্মিত হয়ে যাই। বললাম, 'তাহলে ঐ বাচ্চাটা.....।'

আমার কথা শেষ না হতেই সে বলে ওঠে, 'আমার মেয়ে।'

'তোমার মেয়ে!' আমি হতবাক। ধীরে ধীরে আমার মদের নেশা কাটতে থাকে।

'কেন আমাদের বুঝি সন্তান থাকতে নেই?'

'তা নয়।'

'তাহলে..?'

'আমি ভাবছি অন্য কথা।'

'কি কথা বাবু, তাড়াতাড়ি বলো। এখন ব্যবসার সময়; তোমাকে পার করে আরো দু'চারটে খরিদ্দার দেখতে হবে।'

'আচ্ছা ওরা কোথায় গেল?'

'বাইরে অপেক্ষায় থাকবে।'

'কতক্ষণ?'

'তোমার চাহিদা যতক্ষণ থাকবে?'

'যদি সারা রাত চাহিদা থাকে?'

'কি বলো বাবু!'

'সত্যি বলছি।'

'তবুও বাইরে থাকবে ওরা। এটা আমাদের ব্যবসা; আর ব্যবসায় খরিদ্দারই আসল কথা।'

আমার উত্তেজনা- চাহিদা- মাদকতা যাই বলি না কেন সব কেমন যেন উবে যায় এক নিমেষে। নিজেকে আর সামলাতে পারি না। পকেট থেকে এক'শ টাকার দুটো নোট বার করে বললাম, 'এটা রাখো।'

'কেন বাবু আমি কি তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করলাম!'

'না; তুমি এটা রাখ।'

'কি হয়েছে বলবে?'

আমি এক ছেলে- এক মেয়ের বাবা। এই মেয়েটার স্থানে যদি আমার স্ত্রী থাকতো? আমাকেও যদি বাচ্চাদের নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো! মদ খাই- মস্তি করি, তাই বলে স্বামী বাচ্চা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে আমি মস্তি করবো...! অসম্ভব। আমার দ্বারা এমন অধর্মের কাজ হবে না। আমি অন্তত মানুষ- জানোয়ার নই। আর জানোয়ার হলেও এমন কিছু করবে বলে মনে হয় না।

আমার নীরবতা দেখে মেয়েটা আবারো বলে ওঠে, 'কি হয়েছে বাবু?'

'আমি তোমার সাথে মস্তি করবো আর তোমার স্বামী ঘুমন্ত বাচ্চাকে কোলে নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে! এটা কখনও হতে পারে না। তুমি পুরো টাকাটাই নাও। আমি আসছি।'

'এটাইতো আমাদের জীবন।'

'আমি গেলাম। তুমি টাকাটা নাও।'

'কাজ ছাড়া আমরা যে টাকা নিই না বাবু।'

আমি জানি মেয়েটা যদি আমার কাছ থেকে টাকা না নেয় তাহলে পল্লীর রানী ওকে শাস্তি দেবে। আর কাজ ছাড়া ওরা কারো কাছ থেকে এক টাকাও নেয় না তা ভাল করে জানি। তাইতো পকেট থেকে বাকী তিনশো টাকা বের করে মোট পাঁচশত টাকা ওর ডান হাতের ভেতরে গুজে দিয়ে বললাম, 'তোমার মেয়েটাকে কিছু কিনে দিও।'

'কিন্তু বাবু..।'

আমি ওকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বললাম, 'ভাল থেকো'।

'দাঁড়াও বাবু।' করুণাভরা আর্তি মেয়েটার।

আমি ওর ডাকে সাড়া দিই না। দরজার সিটকিনিটা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে ফিরে যাই বন্ধুদের কাছে। ওরা আমাকে দেখে অবাক। সত্যিইতো আমি গেলাম আর আসলাম। রবিনতো মুখের ওপর বলে বসলো, 'কিরে তুই কেমন গেলি আর আসলি! সব শক্তি কি শেষ?'

উপায় না দেখে বললাম, 'সব দিন একরকম যায় না রে। স্থলপদ্ম দেখিসনি কেমন রূপ যৌবনে ভরপুর, অথচ ভোরে ফোটে আর রং বদলাতে বদলাতে দিন শেষ হবার আগেই নিস্তেজ হয়ে যায়। মানুষও তেমনি।'

হোটেলে ফিরতে ফিরতে ওরা আমাকে নিয়ে বেশ হাসি তামাশা করে- আমার সম্মানে বাধে এমন কথাও বলে। আমি উত্তেজিত হইনি কিংবা সত্যি কথাটাও বলিনি। যে সত্যি একজন মাতাল পুরুষকে নেশা থেকে দূরে ঠেলে জাগিয়ে দিয়েছে বিবেক। সমাপ্ত।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়
Sydney, February-2019
Year-10
26

বিশ্বয়নের প্রথম পদক্ষেপ

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চা

● ফজল মোবারক ●

১.
বিজ্ঞান চর্চায় বিজ্ঞান সাহিত্যের অবদান অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান যেহেতু একটি নিরস বিষয় তাই তাকে জনপ্রিয় করে তুলতে হলে তাকে সরস সাহিত্যের ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। এজন্য বিজ্ঞান-সাহিত্যের বিকাশ একান্ত অপরিহার্য।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা শুরু হয় প্রায় দু,শো বছর আগে অবিভক্ত বাংলায়। আঠারো শো সালে কোলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা শ্রীরামপুরে ইংরেজ মিশনারীদের মাধ্যমে। ১৯৯৩ সালে ড. আব্দুলাহ আলমূতি তার `বাঙালি বিজ্ঞানীদের বাংলা চর্চা, প্রবন্ধে সে ইতিহাস আলোচনা করেছেন। এ সময় থেকে বিজ্ঞান আলোচনা দু,ভাবে হয়ে আসছে। (১) পাঠ্য বই এর বিষয় এবং (২) জনপ্রিয় বিজ্ঞান রচনা। বিজ্ঞান গবেষণামূলক প্রবন্ধ সাধারণত অন্য ভাষা হতে প্রথমে ইংরেজীতে এবং ইংরেজী থেকে বাংলায় অনূদিত হয়ে।

গত শতাব্দীর শেষের দিকে পাঠ্য বই লেখার পাশাপাশি বেশ কিছু বিজ্ঞান পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনা প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রর নিজেও কিছু বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ বঙ্গদর্শন পত্রিকায় লেখেন। বিজ্ঞান রহস্য নামক সংকলনে সেগুলি প্রকাশিত হয়। এরপর কিছু বিজ্ঞান পত্রিকা যেমন বিজ্ঞান কৌমুদি, বিজ্ঞান রহস্য, বিজ্ঞান বিকাশ, বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। এসব পত্রিকায় যারা লিখতেন তাদের মধ্যে অক্ষয় কুমার দত্ত, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশ চন্দ্র বসু, প্রফুল কুমার রায়, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু প্রমুখ উলেখযোগ্য। কবি রবীন্দ্রনাথ `বিশ্ব পরিচয়, শীর্ষক প্রবন্ধ লেখেন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ধীর গতিতে হলেও এ অঞ্চলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা চলে। এ ব্যাপারে যারা অগ্রণী ভূমিকা রাখেন তাদের মধ্যে কুদরত-এ-খুদা, এম আকবর আলী, আব্দুল জব্বার, শাহ ফজলুর রহমান, আব্দুল হক, জহুরুল হক, আবুল কাশেম, আব্দুলাহ আল মূতির নাম স্মরণীয়। পরবর্তীতে মুহঃ ইবরাহিম, আলী আসগর, হারুন-অর-রশিদ তাদের সাথে যুক্ত হন।

আশির দশক থেকে মাধ্যমিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বাংলা বিজ্ঞান পাঠ্য বই প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত বাংলা একাডেমিতে বিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্য বই সামাজিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন শাখার বই প্রকাশিত হয়। এ সময়ে জনপ্রিয় সাধারণ বিজ্ঞান বইও প্রকাশিত হয়। (আগুনের কি গুণ, অভিকর্ষ, বজ্রঝড় ইত্যাদি)

আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে এ পর্যন্ত বাংলা একাডেমি ও অন্যান্য বেসরকারী প্রকাশনা সংস্থা থেকে মূল্য বিজ্ঞান ও জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বই প্রকাশিত হতে থাকে। এগুলোর মধ্যে কম্পিউটারের উপর কিশোরদের জন্য `কম্পিউটার কাহিনী (হারুন-অর-রশিদ) বড়দের জন্য `কম্পিউটার প্রোগ্রামের মূলনীতি, (আহমেদ কামাল) `আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞান, (লুৎফর রহমান ও আলমগীর হোসেন) উলেখযোগ্য। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উলেখযোগ্য বই অস্থিভঙ্গ, অস্ত্রোপ্রচারের কলাকৌশল ডেভিডসনের চিকিৎসা বিজ্ঞান, গ্রে-এর এনাটমি (অনুবাদ) উলে-খযোগ্য।

২.
বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বেশকিছু বিদেশি বই বাংলায় অনূদিত হয়েছে। যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রের কাহিনী (মোর্তজা বাংলা একাডেমি) জীবাণু থেকে ঔষধ, (আখতারুজ্জামান, বুক ভিলা) জীবন ও মানুষ (লুৎফুন্নাহার ও আমিনুর রশিদ) চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ে ডাঃ আহম্মদ রফিক, ডাঃ শুভাগত চৌধুরী ও ডাঃ সাঈদ হায়দার বেশ কিছু জনপ্রিয় চিকিঃসা বিজ্ঞান সাহিত্যের বই লিখেছেন। পদার্থ বিজ্ঞানে চিরায়ত কলা বিজ্ঞান, বিদ্যুৎ চুম্বক তত্ত¢ (হারুন-অর-রশিদ) এবং অন্যান্য লেখকদের ভেতর ইন্নাস আলী, সুলতান আহমেদ, অজয় রায় প্রমুখ বিজ্ঞানবিদগণ অনেকগুলো বিজ্ঞান সাহিত্যের বই লিখেছেন। এছাড়া কৃষি বিজ্ঞান, বংশ গতি বিদ্যা, কোষ বিদ্যা ও সাইটোজেনেটিকস, উদ্ভিদ রোগ, ভেষজ উদ্ভিদ এর উপর বেশ কিছু জনপ্রিয় বই রচিত হয়েছে। এগুলোর মধ্যে দ্বিজেন শর্মার `শ্যামলী নিসর্গ, `ফুলগুলি যেন কথা, আল মূতি শরফুদ্দিনের ফুলের জন্য ভালবাসা, প্রাণলোক, নূরুল ইসলামের গাছ গাছালি ইত্যাদি খুব জনপ্রিয়।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয় নিয়ে প্রকাশনার ব্যাপারে বাংলা একাডেমি প্রধান ভূমিকা পালন করার উদ্যোগ নিলেও বর্তমানে সরকারি উদ্যোগ ও অর্থের স্বল্প বরাদ্দের কারণে বাংলা একাডেমির স্বল্প প্রকাশনায় ভাটা পড়েছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় আগের মত বিজ্ঞান প্রকাশনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখছেনা। উক্ত সংস্থাগুলো আরও বেশি সক্রিয় হলে বিজ্ঞান পাঠ্য পুস্তক, বিজ্ঞান সাহিত্য, বিজ্ঞান গবেষণাপত্র প্রকাশনার মাধ্যমে দেশের ছাত্র শিক্ষক ও গবেষণা কর্মিরা উৎসাহিত ও উপকৃত হতেন।

বিজ্ঞান আলোচনা যুক্তিনির্ভর ও বাস্তবধর্মী। ভাব কল্পনা ও রসের অবতারণা সেখানে সম্ভব নয়। কিন্তু বিজ্ঞান সাহিত্য ভাব কল্পনা ও রসের যাদু স্পর্শ অবশ্যই থাকবে এবং সে সাহিত্য রস সৃষ্টি করা একজন বিজ্ঞান মনস্ক সাহিত্যিকের পক্ষেই সম্ভব। শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক বা শুধুমাত্র সাহিত্যিকের পক্ষে তা সম্ভব নয়। সে যুগের জগদিশ বসু, পিসি রায়, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বোস এবং এ যুগের কুদরত-এ খুদা আব্দলাহ আল মূতী শরফুদ্দিন বা ড. শমসের আলী বা মোহাম্মদ জাফর ইকবাল, যারা বিজ্ঞানবিদ সত্তে¢ও সু-সাহিত্যিক বলে তাদের পক্ষে বিজ্ঞান সাহিত্য রচনা করা সম্ভব হয়েছে। ডা. আহমেদ রফিক, ডা. সাইদ হায়দার, ডা. শুভাগত চৌধুরী, ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞানীই নন, ব্যক্তিগত জীবনে সাহিত্য ও সংস্কৃতিমনা বলেই তারা জনপ্রিয় চিকিৎসা বিজ্ঞান ভিত্তিক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পেরেছেন। কাজেই, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যারা ব্যুৎপত্তি সম্পন্ন এবং ব্যক্তি জীবনে দ্বিতীয় গুণের অধিকারী হিসেবে যারা সাহিত্যিক তাদের কাছে জাতি বিজ্ঞান সাহিত্যের প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা আশা করে এবং এর মাধ্যমে তারা জাতীয় জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বিশ্বের প্রতিটি উন্নত ভাষায় এ ধরণের মনীষীর অসংখ্য উদাহরণ আছে।

৩.
তথ্যসূত্র বা সন্ধান পুস্তক বাংলা ভাষায় লেখা বিজ্ঞানের শাখায় মনোগত ও আকর্ষণীয় কিছু বইয়ের নাম করা যায়। যেমন পরিবেশ নিয়ে লেখা আঃ আল মূতীর লেখা `বিপন্ন পরিবেশ,; মকবুল হুসেনের `বিজ্ঞান প্রকৃতি ও পরিবেশ,; মালেক ভূইয়ার `পরিবেশ দূষণ,; এফ কবিরের অনুবাদ গ্রন্থ `মৌন বসন্ত,; সুব্রত বড়–য়ার `জ্যোতির্বিদ্যা,; ঃ `সৌরজগৎ,; `আল মূতীর তারার দেশের হাতছানি, গোলাম মোর্শেদ খানের `জীবন ও মানুষ, ঃ `মহাবিশ্বের পরিসরে,, জামাল নজরুল ইসলামের `কৃষ্ণ বিবর, অমল দাস গুপ্তের `মহাকাশের ঠিকানা,, সিরাজুল ইসলামের `এটম বোমার গোপন ইতিহাস, ইত্যাদি। এছাড়া ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার, চিকিৎসা বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, কৃষি বিজ্ঞান, ইত্যাদির বেশ কিছু গ্রন্থ ও সন্ধান পুস্তক বাংলায় প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা একাডেমি জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র এবং অন্যান্য প্রকাশনী সংস্থা থেকে।

পত্রিকা ম্যাগাজিন ও জার্নাল- বাংলা একাডেমি বিজ্ঞান পত্রিকা ড. ইবরাহিম সম্পাদিত বিজ্ঞান সাময়িক `বিজ্ঞান বিচিত্রা,, `বিজ্ঞান যাদুঘর, পত্রিকা আজকের বিজ্ঞান, উদ্ভিদ বার্তা, কৃষিকথা, কম্পিউটার বার্তা এক সময় নিয়মিত প্রকাশিত হত। আপনার স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যকথা, চিকিৎসাপত্র নামে বেশ কয়েকটি স্বাস্থ্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন ঔষধ কোম্পানী প্রতিমাসে স্বাস্থ্য বুলেটিন বের করে। দৈনিক সংবাদ সর্বপ্রথম সাপ্তাহিক বিজ্ঞান পাতা বের করতো। এখন প্রায় প্রতিটি দৈনিক পত্রিকা সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বুলেটিন ও বিজ্ঞানের পাতা বের করে।

দৈনিক সংবাদপত্রে সপ্তাহে যে বিজ্ঞান প্রবন্ধ ও বিজ্ঞান সাহিত্য প্রকাশিত হয় তা সংগ্রহ করে নথিভূক্ত করা হলে বছরের শেষে একটি উন্নত মানের বিজ্ঞান (জনপ্রিয় বিজ্ঞান) বই জাতিকে ইপহার দেয়া যায়।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের ভাষাবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয় নিয়ে লেখার ভাষা সবার সমান নয়। কেই সাধু ভাষা কেউ বা চলিত ভাষায় লেখেন। এ সম্বন্ধে কড়াকড়ি না করলে চলে। বাঙলা সাহিত্যে বঙ্কিমের ভাষা নেই, রবীন্দ্রনাথের ভাষা পরিবর্তিত হয়েছে, শরৎচন্দ্র, নজরুল, বিভূতিভূষণ প্রমুখের ভাষা নতুন মোড় নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিককার ভাষা শেষের কবিতায় এসে নতুন আঙ্গিক গ্রহণ করেছে। এক দশক পরে যাযাবরের `দৃষ্টিপাত, পড়ে পাঠক অন্য স্বাদ পেয়েছে। এক দশক পার না হতেই সৈয়দ মুজতবা আলীর `দেশে বিদেশে, `পঞ্চতন্ত্র, `চাচা কহিনীর, স্টাইলে নতুনত্বের চমক লেগেছে। বর্তমানে উপন্যাস ছোট গল্প এমনকি প্রবন্ধ সাহিত্যে চমৎকার পরিবর্তন এসেছে। এসেছে বিজ্ঞান সাহিত্য ও পরিভাষায়। অনুবাদ সাহিত্যে বিশেষ করে গবেষণাধর্মী সাহিত্যের যথেষ্ট অনুবাদ হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা একাডেমির অনুবাদ বিভাগ আরও আধুনিক করা প্রয়োজন। যাতে করে বিদেশে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ অতি সত্তর বাংলায় অনুদিত হয়ে শিক্ষার্থী ও গবেষকদের কাজে আসতে পারে। আমাদের প্রতিবেশি চীন, জাপান ও অন্যান্য দেশে শক্তিশালী অনুবাদ ব্যবস্থা আছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গুলি ও বাংলা একাডেমিকে এ ব্যাপারে আরও তৎপর হতে হবে।

৪.
বাংলাদেশ ও ভারতের বেতার-টেলিভিশনে সুন্দর সুন্দর উন্নত মানের বিজ্ঞান বিষয় ভিত্তিক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিজ্ঞান লেখকদের অনেক কিছু জানার ও শেখার আছে। এগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে বছর শেষে একটি সংকলন বই আকারে বের করা যায়। তাহলে বিজ্ঞান লেখক পাঠক শিক্ষার্থী গবেষকেরা সমৃদ্ধ হবেন।

পরিভাষা সমস্যা বাংলা ভাষায় তিন রকমের পরিভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে। বিদেশি ভাষার সম্পূর্ণ বাংলা প্রতিশব্দ তৈরি করে অথবা ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে শব্দ নির্মাণ। দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিয়ম সহজবোধ্য না হলেও বোঝা যায়। প্রথম পদ্ধতিটি অনেক সময় দুর্বোধ্য হয়ে উঠে। অভিধান থেকে সাহায্য নিয়েও অর্থাগম হয়না। কাজেই অনুবাদের সময় লেখক বা অনুবাদককে লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে করে অনুবাদ মূলভাষা (ইংরেজি) অপেক্ষা বুঝতে কঠিন না হয়ে পড়ে। যেমন হরমোন, ভিটামিন, ইনজেকশন, ইসিজি, এক্সরে, আল্ট্রাসনোগ্রাম, টেবিল, চেয়ার, বাস, মোবাইল ফোনের বাংলায় অনুবাদ করার প্রয়োজন নেই। এগুলোর পরিভাষা বসালেই দুর্বোধ্য হয়ে যাবে।

বিজ্ঞান বিষয়ে দু, ধরনের লেখা প্রচলিত পাঠ্য বই ও জনপ্রিয় বই পাঠ্য বইয়ের ভাষা ও বিষয় শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে। এখানে ভাষা টেকনিক্যাল। জনপ্রিয় লেখাকে বিজ্ঞান সাহিত্য হিসাবে সাধারণ শিক্ষিত লোকেরা বুঝতে পারে। এছাড়া আধা টেকনিক্যাল ধরনের রচনা নিবন্ধ শিক্ষিত ব্যক্তির বুঝতে হবে তার বিজ্ঞান বিষয়ক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাদের জন্য তথ্য বা সন্ধান পুস্তকপড়া আবশ্যক। এসব বইতে লেখকের নিজেস্ব মৌলিকত্ব থাকতে পারে অথবা এগুলি অনুবাদ রচনা হতে পারে। এসবের বাইরে বিজ্ঞান কল্পকাহিনী নিয়ে উপন্যাস বা `সাইন্টিফিক ফিকশন, আছে। বাংলা ভাষাতেও হুমায়ূন আহমেদ, আলী ইমামের কিছু বই আছে। বাংলা ভাষাতেও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বই থাকলেও তা যথেষ্ট নয়। বর্তমান কম্পিউটার ও সিডির যুগে লেখালেখি ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে ক্রমাগ্রসরতা বেড়েছে। বিজ্ঞনের ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছে। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চায় কতকগুলি জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিৎ। তাহলো-

পত্র পত্রিকা রেডিও টেলিভিশনে প্রচারিত কথিকা সমূহ সংরক্ষণ করা, শক্তিশালী অনুবাদ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা, বাংলায় বিশ্বকোষ রচনা, উন্নতমানের রেফারেনস বই প্রকাশ করা এবং বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বানান সংস্কার মেনে চলা একান্ত অপরিহার্য।

NAS MEDICAL CENTRE

NAS Medical Centre

Dr Nazma Rahman
Dr Md Akthar Hossain
Dr Noorjahan Shelley

Suprovat Sydney Copy Right Protected

* পর্যাপ্ত গাড়ী রাখার ব্যবস্থা আছে
* বাংলাদেশী পুরুষ ও মহিলা ডাক্তার
* সম্পূর্ণ আলাদা ভাবে মহিলাদের বসার ব্যবস্থা
* নামাজের জন্য আলাদা রুম

৭দিন খোলা থাকবে
সোমবার থেকে রবিবার - সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত

ফোন : 02 9758 9947, ফেক্স : 02 9740 7664
ইমেইল: info@nasmedical.com.au
www.nasmedicalcentre.com.au
Address: 1021 Canterbury Road &
Cnr Willeroo Street Lakemba NSW 2195

Anowara Health Care Centre
web: www.anowarahealth.com.au

Dr. Md. Modasser Hossain
MBBS, USMLE, Dip. Dermatology, FRACGP

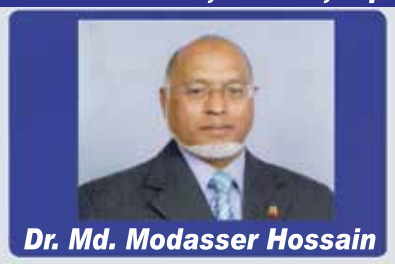
Dr. Md. Modasser Hossain

স্বাস্থ্যসেবায় আপনার বিশ্বস্ত সঙ্গী
- Specialistis Services
- Cosmetic Medicine
- Cosmetic Product
- Psychologist
- Psychiatrist
- Physiotherapy
- Skin Cancer
- Skin Diseases
- Immunisation

We are open 7 Days &
7 Nights 9 am to 10 pm.

Lady doctor available
Doctors Working :
Dr. Md. Modasser Hossain:
MBBS,USMLE,Dip.Dermatology,FRACGP
Dr. Musarrat Jahan Monsur
Dietitian : Ms Julie Sachdev
Psychologist : Ms Tanuza Rahman
Chiropractor : Dr Nafisha Binte Anwar

সুস্থ দেহ সুস্থ মন ধরে রাখুন সারাক্ষন

BULK BILLING AVAILABLE

Our Services
Spirometry
Blood Test
ECG
Holter Monitor
Sleep Study
Weight Loss
Travel Vaccine
Flu Vaccine
Implanon implant
Hajj Omrah Vaccine

Suprovat Sydney Copy Right Protected

VR GP wanted for Anowara Health Care Centre. Please Contact Dr Hossain on: 0421 017 694
10 & 12 Bellevue Ave, Lakemba NSW 2195 Tel: (02) 9758 5503, Fax: (02) 9703 0963

Perfect Furniture Removal Mob : 0404 611 279

All Areas of Sydney Available!
Affordable
Excellent Service!

* Specialised in House, Office & Unit Removals
* Single Item Removals
* Rubbish Removal Service
* Reasonable Rate for Professional Service

Friendly Moving Out - IN
* Cleaning Services
* Carpet Shampoo Cleaning

Suprovat Sydney Copy Right Protected

Removals for students & travellers, studio & 1 Bed, 2 Bed, 3 Bed, Ikea Delivery, Ebay Delivery Withe Goods, All sort of furniture
(wardrobe, table, chairs, sofa, sofabed, desk, single / double / queen size bed, etc)

We accept Storage Stuffs
Temporary, Long term Avail_
boxes, luggage, storage, furniture etc
START FROM $2 /day

B & M Mechanical - Tyre Services

সম্পূর্ণ বাংলাদেশী দ্বারা পরিচালিত

Monsur: 0449 151 517

Bashit: 0404 365 172

- BATTERIES
- BRAKES
- CLUTCHES
- FULL ENGINE SERVICES
- PINK SLIPS
- RADIATORS
- TYRES
- ROTATE & BALANCE TYRES
- WHEEL ALIGNMENT

Contact: 0449 151 517, 0404 365 172
81-83 Lakemba Street, Belmore, NSW 2192

Suprovat Sydney Copy Right Protected

DARWICH BUTCHERY HALAL

দারউইচ কোয়ালিটি মিটস

Darwich Quality Meats

We are specalized In Akika, Sadaqa Qurbani

Our Chicken, Lamb, Goat, Beef all hand Slaughtered.

রেষ্টুরেন্ট ও ক্যাটারিং এর জন্য স্পেসাল প্রাইজ

Customer parking available at rear via Gillies Lane.
We cater for all occasions.
We specialise in Akika, Sadaqa and Qurbani.
Free local delivery for all orders over $60.00

Suprovat Sydney Copy Right Protected

حلال HALAL Certified

Phone Number: 9759 2603

শীঘ্রই যোগাযোগ করুন ঃ

New time table for our Business:
Monday to Saturday 07:00 AM-09:00 PM
Sunday 07:00-05:00 PM

Mohamed: 0414 687 786, A.C.N: 251 22 168 996 Tel: 02 9759 2603

Address: 77 Haldon St, (Opposite Commonwealth Bank) Lakemba, NSW 2195

- ২ কেজি বীফ (কারী পিস) $১৪.৯৯
- ২ কেজি বকরীর গোস্ত (কারী পিস) $১৮.৯৯
- ২ কেজি লেম্ব (কারী পিস) $১৮.৯৯
- ২ কেজি ব্রেস্ট ফিলেট $১৪.৯৯
- 2 Kg Beef curry $14.99
- 2 kg Goat curry $18.99
- 2 kg Lamb curry $18.99
- 2 kg Breast fillet $14.99

MRH Business Accountants

MRH BUSINESS ACCOUNTANTS

CHARTERED ACCOUNTANTS AND BUSINESS CONSULTANTS

TAX - GST - AUDIT - SUPER

Rockdale Branch:
Head office
Suite 5, 534 Princes Highway
Rockdale NSW 2216
PH: 02 89603647, Mob: 0448802152
Email: rashed@mrhbusinessaccountants.com.au

Suprovat Sydney Copy Right Protected

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

Lakemba Branch:
89 Haldon Street
Lakemba, NSW 2195
PH: 02 8041 7359
Mob: 0401 191 231
Email: faisal.halim@mrhbusinessaccountants.com.au

*Yearly income $20,000 or under is considered as low income.

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

ভাষা নিয়ে

সনৎ সাহা

ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সমাজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাংলা ভাষার প্রচলন বাড়াবার ব্যাপারে কর্তাব্যক্তিরা খুবই তৎপর। প্রতি বছরই অবশ্য একুশে ফেব্র"য়ারিকে ঘিরে সবাই এমন একটু চড়ে বসেন তারপর দু'চার সপ্তাহ পেরোতে না পেরোতেই অবস্থাটা পূর্বের জাগাতেই ফিরে আসে। লাভ হয় এই, প্রতি বছরই একুশে ফেব্র"য়ারির মৌসুমে বাংলা ভাষার প্রচলনে অসম্পূর্ণতা বা ব্যর্থতা নিয়ে নালিশ জানাবার সুযোগ পাওয়া যায়। কর্তাব্যক্তিরা ডেকে হেঁকে হুকুম জারি করে একটা কিছু করেই ফেললেন, এমন একটা ভাব দেখাবার অবকাশ পান। এখানে ওখানে পথে ঘাটে ইংরেজিতে লেখা কোন বিজ্ঞপ্তি বা নির্দেশিকা চোখে পড়লেই অতি উৎসাহী কিছু ছেলে সে সব কালি মাখিয়ে ঢেকে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। একদিক থেকে বোধ হয় ভালই। প্রতি বছরই কিছু না কিছু করার থাকে। এবং এই কিছু না কিছু যেহেতু একই রয়ে যায়, তাই প্রতি বছরই একথা বলা যায়, একই কাজ করা চলে। নতুন করে ভাববার কোন প্রয়োজন পড়ে না। অনেকটা বনমহোৎসবে গাছ লাগাবার ধুমের মতো। রাজপুরুষেরা নিশ্চিত থাকতে পারেন, একই জায়গায় একই গাছের চারা লাগিয়ে একই বক্তৃতা তাঁরা দিয়ে যেতে পারবেন বছরের পর বছর।

এবারেও প্রশাসনের সব স্তরে সব কাজে বাংলা ব্যবহারের হুকুম জারি হয়েছে। শুধু হুকুম নয়, আইনও। রাস্তা থেকে ইংরেজিতে লেখা নাম ফলক, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি সরিয়ে ফেলার জন্য এবার সরকারের পক্ষ থেকেই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। অনেক শ্রম এবং অনেক অর্থ ব্যয় হবে, তবুও প্রতিবারের মতো এবারেও বাংলায় যথেষ্ট বই লেখা হচ্ছে না বলে বিলাপ করা হয়েছে, এবং বাংলায় বই লেখার মহৎ পরিকল্পনা কিছু কিছু ঘোষণা করা হয়েছে। একটা সাজ সাজ রব উঠেছে অস্বীকার করা যায় না। উচ্চকিত হয়ে উঠি অবশ্যই। কিন্তু অনুপ্রাণিত বোধ করি কি? মনের কোণে এ আশঙ্কা কিছুতেই কাটে না, যে কোথায় যেন বাড়াবাড়ি হচ্ছে, কোথায় যেন ফাঁকি থেকে যাচ্ছে। সব কিছুতে লোক দেখানো ভাবটাই প্রবল। মহৎ কোন অর্জনের আশা তাতে উদ্দীপিত হয় না। আন্তরিকতাহীন আতিশয্যে বরং বিভ্রান্তিই প্রশ্রয় পায়।

সমাজজীবনের সব কাজে বাংলা ভাষার প্রসার ঘটুক, এটা আমরা সবাই চাই। শুধু প্রসার নয়, বাংলাই এক এবং অদ্বিতীয় হয়ে থাক, এও দেখবার সাধ আছে অনেকের। এর কোনটিই অসংগত নয়, অন্যায়ও নয়। আমাদের আত্মপরিচয়ের সব চেয়ে বড় মাধ্যম এই ভাষা। বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আমরা নিজেরাও জাতি হিসেবে মাথ্য তুলে দাঁড়াতে পারি। আরো বড় কথা, সমাজের বিভিন্ন স্তরে মানুষে মানুষে যোগাযোগে ভাষার ব্যবধান ঘুচে যায়। বিভিন্ন ক্রিয়াকর্ম সবাই একই ভাষায় সম্পন্ন করে এবং সে ভাষা প্রত্যেকের মাতৃভাষা ভিন্ন কোন ভাষার আড়াল থেকে আভিজাত্যের বা ক্ষমতার আড়াল রচনা করার আর তেমন সুযোগ থাকে না সর্বস্তরে বাংলার ব্যবহার আমাদের জাতীয়তাবোধকেই শুধু তৃপ্ত করে না, সমাজে সাম্য রচনার পথে প্রাথমিক বাধাও তা বেশ কিছুটা দূর করে।

একটা প্রশ্ন ওঠে, সমাজে যেখানে শতকরা ছিয়াত্তর জনই নিরক্ষর, সেখানে মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দিয়ে আর কতটুকুই বা ফল মিলবে। তা ছাড়া শিক্ষার ও সামাজিক অবস্থানের স্তর অনুযায়ী একই ভাষার ব্যবহারের নানারকম হেরফের ঘটে। ভদ্রজন ও ইতরজনের মুখের ভাষার ব্যবধান বিস্তর। সেখানে শিক্ষায় ও প্রশাসনে মার্জিত বাংলা চালু হলে সেটিই আবার মানুষে মানুষে পৃথকীকরণে প্রশ্রয় দিয়ে, এমনকি দুর্বলের ওপর জুলুমের হাতিয়ার হয়ে উঠবে।

আপাতদৃষ্টে প্রশ্নটা বেশ জোরালো মনে হতে পারে। কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায়, তার ভেতরটা অসার। মূল সমস্যা এ নয় যে, প্রমিত ভাষার ওপর অধিকার একটা বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠিকে আর সবার উপর কর্তৃত্ব করার সুযোগ এনে দেয়। সমস্যাটা এখানে যে, সমাজের বিরাট সংখ্যক মানুষ প্রমিত ভাষা শেখার কোন সুযোগই পায় না। যে কোন দেশেই ভাষার যে পরিশীলিত রূপ, সেটিই শিক্ষার ও জনসংযোগের বাহন। তাছাড়া বিমূর্ত চিন্তা ও মননশীলতা ভার ও প্রবাহকে ঠিক ঠিক ধারণ করে প্রকাশ করার ক্ষমতা কোন ভাষা আপনা থেকে পেয়ে যায় না। তাকে সেজন্যে তৈরি হতে হয়। তাকে তৈরি করে নিতে হয়। এই যে, নতুন নতুন চিন্তার নতুন নতুন বাস্তব বিষয়ের সংঘর্ষে ভাষার ক্রমাগত নির্মাণ প্রক্রিয়া, তাতেই তা নিরন্তর পরিশীলিত হতে থাকে, তার বহনক্ষমতা ও প্রবহমানতা, দুই-ই বেড়ে চলে। ভাষার সক্ষমতায় একটা জাতির স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ও কাজ করার ক্ষমতার প্রতিফলন ঘটে। যখন কোন দেশে অধিকাংশ মানুষ তার নিজস্ব ভাষার ক্ষমতাকে আয়ত্তে আনতে পারে না, তখন তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, চিন্তার ও কাজের ক্ষেত্রটাও নিতান্তই দুর্বল ও ভংগুর থেকে যায়। প্রমিত ভ্যাষাকে নামিয়ে এনে সেইখানে তাকে ধরে রাখলে সমস্যার কোন সমাধান মিলবে না। যদিও স্থূলভাবে জনতার দোহাই দিয়ে তাদের মুখের ভাষাকে মর্যাদা দেবার কথা জোরেসোরে বললে বিস্তর হাততালির সস্তা জনপ্রিয়তা মিললেও মিলতে পারে। যা প্রয়োজন, তা হলো জনতা বিপুল নিরক্ষর অংশকে স্বাক্ষর করে তোলা; এবং স্বাক্ষর জনগণকে সক্ষম ও মার্জিত ভাষায় শিক্ষিত করে তোলা। পরিশীলিত ভাষার সর্বজনীন ব্যবহার নিশ্চিত হলে তাকে কবজা করে কেউ কারো ওপর আর খবরদারি করতে পারবে না। সাধারণভাবে গোটা সমাজের চিন্তার ও কাজের স্তরও অনেক ওপরে উঠে আসবে। এটা আমাদের একটা ভ্রান্ত ধারণা যে, মাতৃভাষা আমাদের জন্মসূত্রে জলহাওয়ার মতো পেয়ে যাই, নতুন করে তা আমাদের শেখার কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন ফুরোয়, যখন নতুন কিছু করার থাকে না। সমাজ এই জায়গায় আটকে থাকে, অথবা নামতে থাকে নিচের দিকে। কাজের বিস্তর ঘটলে, চিন্তার নূতন নূতন ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে চাইলে ভাষাকেও তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৈরি করে নিতে হয় বই কি। তার শব্দসম্ভার, ভেতরের কাঠামো, এসব নিয়ে মাথা না ঘামালে তা পেরে ওঠা সম্ভব নয়। শেখার ব্যাপারটা এইখানেই জরুরি হয়ে পড়ে। জন্মসূত্রে যা পাই, তা কতকগুলো মৌলিক ভাব প্রকাশের একটা ছক মাত্র। বাকী সবটাই শিখতে হয়, অর্জন করতে হয়।

আরো একটা কথা এই সঙ্গে ভাববার। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মুখের কথায় যেমন তফাৎ অনেক তেমনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ যদি প্রত্যেকে প্রত্যেকের মুখের ভাষাকে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য দাবী করে শিক্ষায়, প্রশাসনে ও জনসংযোগে তারই প্রয়োগ চালু করার উদ্যোগ নেয়, তবে তাতে ভাষার স্বতঃস্ফ"র্ততার শর্ত পূরণ হয় ঠিকই, কিন্তু সব মিলিয়ে ভাষা ব্যবহারে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়, তার তুলনা মিলতে পারে কেবল পাগলাগারদেই। একজনের ভাষা অন্যজন পুরো বুঝবে না, অথচ প্রত্যেকে নিজের নিজের মতো এক একটা ধারণা দিয়ে বসে থাকবে। ভাষা এতে সংহত হয় না, ভেঙে পড়ে। শোষণকে তা ঠেকায় না, বরং তার পথকেই সুগম করে। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড অঞ্চলে অঞ্চলে হয় সঙ্কুচিত ও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে থাকে, নয়তো তা আরোপিত হতে থাকে ওপর থেকে। প্রথমটির অনিবার্য পরিণাম স্থবিরতা ও পশ্চাৎমুখিতা। দ্বিতীয়টি ডেকে আনে বাইরের আধিপত্য। ভেতরের জোর না থাকায় বাইরের স্বার্থচক্রের নির্দেশই তখন মান্য হয়ে ওঠে। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে জাতীয় কল্যাণের কোন নকশা রচনাও আর সহজসাধ্য থাকে না। ভাষায় আঞ্চলিকতা অথবা স্তর বিভাজনের ওপর জোর দিতে গেলে জাতিসত্তাই হারিয়ে যেতে বসে। গোটা দেশজুড়ে শোষকচক্রের তাৎক্ষণিক বা সুদূরপ্রসারী অভিসন্ধি বুঝে উঠে তা রুখতে পারার উপযোগী বাস্তব ক্ষেত্রটিই এলোমেলো ও অপ্রস্তুত থেকে যায়।

আমাদের ভাবনার বিষয় অবশ্য এই মুহূর্তে ভাষার ব্যবহারে তারতম্য নিয়ে নয়, তা মূলত সমাজের সর্বস্তরে সব কাজে বাংলা ভাষা প্রচলন নিশ্চিত করা নিয়ে যে একটা হৈ চৈ পড়ে গেছে, তা নিয়ে। যদিও কেন যেন আশঙ্কা জাগে, এই উৎসাহটা অব্যাহত থাকলে ভাষা ব্যবহারে শেষ পর্যন্ত অশিক্ষিত পটুতা ও আঞ্চলিকতার স্বেচ্ছাচার সামনে চলে আসবে। আশঙ্কা অমূলক হোক, এটিই চাইব। তবে যথেষ্ট ভরসা পাই, এমন কথা বলতে পারি না।

আমাদের আজকের সমাজ বাস্তবতা বাংলা ভাষা প্রচলনের এই বাহ্যিক আড়ম্বরের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ তা ভেবে দেখা দরকার। শিক্ষায় ও প্রশাসনে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগের পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করি, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের অব্যহত প্রসার। এইসব অবশ্যই সরকারি নির্দেশে বা সরকারি আনুকুল্যে গড়ে ওঠে না। তা হলে তা টিকে থাকে কেমন করে? যার ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাদের চালান, লাভজনক না হলে তাঁরা নিশ্চয় এমন কাজে হাত দিতেন না। লাভজনক হতে হলে তার চাহিদা থাকতে হয়, এবং সে চাহিদার সৃষ্টি ওই সমাজের ভেতরেই। সরকার যখন সব কাজে বাংলা ব্যবহারের প্রদর্শনী খোলেন তখন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের চাহিদা তখন ক্রমবর্ধমান কেন? বাস্তব অবস্থা বোঝার জন্যে বিষয়টির ব্যাখ্যা খোঁজা অত্যন্ত জরুরি। যাঁরা বাঙালি হয়েও ছেলেমেয়েদের ইংরেজি স্কুলে পড়াতে আগ্রহী তাঁদের স্বদেশিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আমরা তাঁদের ভৎর্সনা করতে পারি, কিন্তু তাঁদের চাহিদার তাগিদে কোন হের-ফের ঘটবে না। অন্তত বাস্তব অবস্থা যা আছে, তার যতক্ষণ কোন মৌলিক রূপান্তর না ঘটছে, ততক্ষণ।

এই যে বাস্তব আর্থ-সামাজিক অবস্থা, এটা আজ আমাদের নিয়ন্ত্রণে খুব সামন্যই।

আমাদের অর্থনীতিতে নীট বিনিয়োগের প্রায় সবটাই বিদেশী সাহায্য নির্ভর। প্রযুক্তি ও মূলধনী সারঞ্জাম আনতে হয় সব বিদেশ থেকে। অর্থনীতিতে এই পরনির্ভরতা আমাদের রাষ্ট্রযন্ত্রকেও পরমুখাপেক্ষী করে রাখে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি ভেতর থেকে রচিত হয় না। তা গাঁথা থাকে বইয়ের সাহায্য সরবরাহের উৎসের সাথে। এই পরিস্থিতিতে প্রকৃত ক্ষমতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির কাছাকাছি যাওয়া অনেকখানি নির্ভর করে ওই উৎসের নিকটবর্তী হওয়ার অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ তার সঙ্গে যোগাযোগ সৃষ্টির ওপর। এর কোনটিতেই বাংলা ব্যবহারিক মাধ্যম নয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা ইংরেজি। কখনো কখনো আরবি।

বিদ্যাশিক্ষার বেলাতেও আমাদের বেশিরভাগ বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। বাংলা কেন শিখিনে, শেখাইনে, এ প্রশ্ন সঙ্গত। তবে শুধু এইখানটাতেই দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখলে প্রকৃত অবস্থার সবটুকু ধরা পড়ে না। বিদ্যার যে কোন শাখায় উচ্চতর পাঠ হয়ত বাংলা ভাষায় সম্ভব। কিন্তু সমস্যাটা তো কেবল অনুবাদের বা সঞ্চারণের নয়। বিদ্যায় নিজস্ব ক্ষেত্রে তার উদ্ভব ও বিকাশেরও বটে। দুঃখজনক হলেও সত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে বিস্ময়কর শ্রীবৃদ্ধি গত দুশ বছর ধরে ঘটে চলেছে, তার কোনটিরই ùায়ুকেন্দ্রে বাংলাদেশের ছিটেফোঁটাও স্থান নেই। ঐতিহাসিক কারণ এর পেছনে নিশ্চয় আছে। কিন্তু সেই অজুহাতে অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে না। যে বিদ্যার বিকাশ আমাদের পাশ কাটিয়ে যায়, তা সরাসরি আমাদের চেতনায় আসে না। চেতনায় না এলে কাজেও প্রতিফলিত হয় না। অথচ ভাষা তার সজীব প্রবাহে গ্রহণ করে সেইটুকু, যা আমরা চেতনায় ধারণ করি, আর কাজে রূপান্তরিত করি। যতক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের মানুষের চেতনায় ও কাজে বড় রকমের ব্যবধান গড়ে না উঠেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্নতা বিদ্যা শিক্ষায় তেমন হেরফের ঘটায় না। ক্লাসিক্যাল মধ্যযুগীয় শিক্ষার দিকে তাকালে বিষয়টি বোঝা সহজ হয়। বিভিন্ন দেশের মানুষের কাজের চেতনায় ও কাজের ধরণে প্রযুক্তিগত বিভেদ তখনো প্রকট হয়ে ওঠেনি। ফলে বিদ্যা চর্চার স্তরেও তেমন কোন তারতম্য ঘটেনি। প্রধানত কাব্য সাহিত্য ও ধর্ম দর্শণ বিদ্যোৎসাহীর আগ্রহ কেড়ে নিয়েছে। সমাজ ও পরিবেশের বিভিন্নতায় তাদের প্রেক্ষাপট ভিন্ন হয়েছে। বিষয় ও প্রশ্নের গুরুত্বেও বিভিন্নতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে বিদ্যায় উৎকর্ষের মান সব জায়গায় প্রায় একই রকম থেকেছে। এমন অবস্থায় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বিদ্যার সঙ্গে যুক্ত যে কোন ভাষাই সমান যোগ্য মনে হতে পারে। এগিয়ে যাবার বা পিছিয়ে পড়ার কোন প্রশ্ন ওঠে না। অন্য ভাষায় যা লেখা, প্রয়োজন হলে তা অনুবাদ করে নিলেই চলে। বিদ্যা যেহেতু বেশির ভাগই পূর্বনির্দিষ্ট, তাই আর কোন নতুন উদ্ভাবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্যে হাতে কলমে বা মানসিকভাবে বিশেষ প্রস্তুতি নেবার তেমন দরকার পড়ে না। যে কোন একটি উপযুক্ত ভাষার সমকালীন ভাণ্ডার থেকে বিদ্যা আহরণ করে কারো পক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়ার তেমন কোন অসুবিধা ছিল না। সব মুখের ভাষাই অবশ্য সমান উপযুক্ত ছিল না। ভাষার বিবর্তনে সমজাতীয় ভাষাসমূহ থেকে একটি বা একাধিক ভাষা হয়ত বিশেষ উপযুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসে। এই প্রক্রিয়ার ইতিহাস আপাতত আমরা আলোচনা করছি না। তবে উপভাষা যতই থাকুক না কেন, একটি উপযুক্ত ভাষা তার বৃত্তে ওই উপভাষা সমেত সমগ্র জনোগোষ্ঠিরই প্রতিনিধিত্ব করেছে। পরবর্তীতে অনেক উপভাষাই আবার সক্ষম উপযুক্ত ভাষায় পরিবর্তিত হয়েছে। একইভাবে আজকের প্রধান ভাষাগুলোর বিকাশ ঘটেছে।

কিন্তু আজকের অবস্থা গুণগতভাবে ভিন্ন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান একটা জায়গায়

থেমে নেই। তা ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এবং এই জ্ঞান-বিজ্ঞান শুধু মনের খোরাকই যোগায় না, বৈষয়িক উন্নয়নেও তার প্রয়োগ ঘটে। তাকে আয়ত্বে আনতে না পারলে কাজের ক্ষেত্র বাড়ে না, চেতনার বিকাশ ঘটে না। অথচ তার ওপর অধিকার আজ সব জায়গায় সমান নয়। কাজের ক্ষেত্রের রূপান্তর ঘটলে বিদ্যাকেও তা এগিয়ে নিয়ে যায়। কাজ ও বিদ্যা হাত ধরাধরি করে এগোয়। ভাষা এই প্রক্রিয়াকে ধারণ করে, তাকে চলমান রাখে। আমাদের দেশে যেহেতু এই প্রক্রিয়ার উদ্ভব ও স্বাভাবিক বিকাশ কিছুই ঘটেনি, তাই আমাদের ভাষায় আপনা থেকে তার ছাপ পড়ে না। কাজের এই চেতনার জগৎ আমাদের পেছনে পড়ে থাকে। সেখান থেকে উঠে আসতে হলে আমাদের দরকার বাইরের অগ্রগামী বিদ্যার কিছু ছোটা। যেখানে যেমন পারি, তার নাগাল পাওয়া। এখানে আমাদের অবলম্বন করতেই হয় এমন কোন বিদেশী ভাষা যার বৃত্তে ঘটে চলে বৈষয়িক রূপান্তর, এবং যার মাধ্যমে ধরা পড়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার। আমাদের বেলায় এই ভাষাটি ইংরেজি। অনুরূপ অন্য কোন ভাষা যে হতে পারে না, তা নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক যোগাযোগের কারণে নির্ভরতা ইংরেজির ওপরই আমাদের বেশি। হয়ত বেশি কার্যকরও।

শিক্ষাকে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে জ্ঞান অর্জনের ও বৈষয়িক উন্নতির হাতিয়ার করে নিতে চান, তাঁরা তাই সচেতনভাবেই ইংরেজির দিকে ঝোঁকেন। বিভিন্ন কাজে উচ্চতর পেশাগত যোগ্যতা অর্জনের জন্যেও এটা জরুরি হয়ে পড়ে। বাংলায় অনুবাদের চেষ্টা করলেও সবটুকু পাওয়া যাবে না। কারণ জ্ঞান সতত প্রসারমান। গুরুত্বপূর্ণ মনে করে আজ যার অনুবাদ পড়ছি, নতুন ধ্যানধারণা ও প্রযুক্তির বিকাশে আগামীকালই তা সেকেলে হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া চিন্তা ও কাজের সম্পৃক্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন অনুবাদ বিষয়কে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলে না। বাস্তব জীবনে সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডে তা সঞ্চারিত হয় সামান্যই। ফলে যাঁরা বিশেষজ্ঞ হতে চান, অথবা আপন আপন কাজের দক্ষতায় আন্তর্জাতিক মান স্পর্শ করে সেই অনুযায়ী দাম পেতে চান, কোন বিদেশী ভাষার, আমাদের দেশে বিশেষ করে ইংরেজির, শরণ নেওয়া ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর থাকে না। বাংলা ভাষার প্রতি গভীর মমত্ব নিয়ে এবং বাংলাদেশের সর্বাত্মক উন্নতি আন্তরিকভাবে কামনা করেও একজন এমনটি করতে পারেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে তা না করাতেই বরং অজ্ঞতার বা অপরিণামদর্শিতার পরিচয় মেলে। বাংলা ভাষাকে ও বাংলাদেশের সমৃদ্ধির জন্যেই আমাদের কাজের ক্ষেত্রের বিস্তার ও গুণগত রূপান্তর প্রয়োজন। ইংরেজির সঙ্গে যোগাযোগ সেখানে এখনো সহায়ক। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় যদি বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটে, তবুও এই বাস্তব অবস্থায় আশু কোন পরিবর্তন আশা করা যায় না।

পরিস্থিতি যখন এইরকম, তখন অভিভাবকদের দিক থেকে ছেলে মেয়েদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পাঠাবার আগ্রহটা সহজেই বোধগম্য হয়। এই আগ্রহ উচ্চশিক্ষাভিলাশী সকল মহলেই। কিন্তু সাধ্য সবার সমান নয়। অতি অল্পসংখ্যক মানুষই সুবিধাজনক অবস্থান থেকে এই সুযোগ গ্রহণ করেন। তাঁদের ভেতরে আবার বিশেষ ভাগ্যবান যাঁরা, তাঁরা স্কুলের পালা শেষ হলে যত শীঘ্র সম্ভব উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্যে ছেলেমেয়েদের বিদেশে পাঠান। সমাজের একটা অতি ক্ষুদ্র অংশ এইভাবে আর সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা অপেক্ষাকৃত দক্ষ ও সমৃদ্ধ বৃত্ত গড়ে তুলতে থাকে।

আমাদের দেশে শিক্ষায় ও প্রশাসনে সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের উদ্যোগটা এই বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতেই বিচার করতে হয়। বাইরের জগতের চিন্তা ও কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন সম্পূর্ণ বাংলা ভাষা নির্ভর আত্মকেন্দ্রিক বিশাল জনগোষ্ঠি যেমন একদিকে বেড়েই চলবে, অন্যদিকে বিশেষ সুযোগ সুবিধার পুরো সদ্ব্যবহার করে ইংরেজি জনা অতি স্বল্পসংখ্যক মানুষের এক এলিট চক্র সাধারণ মানুষ থেকে অনেক দূরে একটা দ্বীপের মতো গড়ে উঠতে থাকবে। যেহেতু দেশ পুরোমাত্রায় পরনির্ভর, তাই শিক্ষায়, প্রশাসনে ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকর্মে বাইরের প্রভুদের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করে তারাই একেবারে মূখ্য ভুমিকায় চলে আসতে থাকে। যোগ্যতাও তারা অনেক বেশি পারদর্শী। পরিণামে দেশী-বিদেশী ক্ষমতাচক্রের অঙ্গীভূত হয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে চলে আসার সুযোগ পায় তারাই। সাধারণ মানুষ তাদের ধরে কাছে আসবারও যোগ্যতা হারায়।

আপাতদৃষ্টে সর্বস্তরে বাংলা প্রচলন তাই যতই গণমুখী মনে হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তা কায়েমী স্বার্থচক্রের অবস্থানকেই আরো সুদৃঢ় করবে। সমাজও দুইভাগে ভাগ হয়ে পড়বে। সাধারণ মানুষ শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলার যোগ্যতা নিয়ে প্রভূত্বকারী গোষ্ঠির ছায়াও ছুঁতে পারবে না। বাংলা ভাষারও ক্ষতি হবে অপরিমেয়। বাইরের চিন্তা ও কাজের জগৎ থেকে ক্রমশঃ দূরে সরতে থাকায় তার ভেতরের সৃষ্টিক্ষমতা ক্ষয়ে আসতে থাকবে। কূপমণ্ডুকতার জাল তাকে চারিদিক থেকে আষ্টে-পৃষ্টে বেঁধে ফেলবে। পরিশীলিত বাংলা ভাষার বদলে আঞ্চলিক উপভাষাকে প্রাধান্য দিলে সমাজে বিপত্তির যে আশঙ্কা, বাইরের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বাংলাভাষা স্বয়ং সেই বিপর্যয়ের দিকেই সমাজকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডিতে নিজেই সে আঞ্চলিক উপভাষার চরিত্র পেতে থাকবে।

দেশের শাসক শোষক চক্রের কাছে অবশ্য অবস্থাটা খুবই কাম্য। বাংলা ভাষাকে যথাযোগ্য স্বীকৃতি দেবার নামে জনগণকে খুশি করা গেল, আবার নিজেদের অবস্থানকেও আরো মজবুত করে তোলা হলো। এলএটির বিখ্যাত উপমাটি ভিন্নতর প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করে বলা যায়, চোর বাংলা ভাষার মাংস-খণ্ডটি জনসাধারণের সামনে ছুঁড়ে দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করে রাখে। তারপর নিশ্চিন্তে সে তার নিজের কাজ করে চলে। বিদেশী শব্দ বর্জন করে বাংলায় বলুন, বাংলায় লিখুন, বাংলায় স্বপ্ন দেখুন, এই কথা বলে সস্তা হাততালি কুড়ানো যায়; কিন্তু তাতে না সমৃদ্ধ হয় বাংলা ভাষা, না উন্নতি ঘটে এদেশের মানুষের।

সর্বস্তরে বাংলার প্রচলন যে অনুচিত, এমন কথা অবশ্যই বলছি না। কিন্তু তাকে অর্থবহ করার জন্যেই আরো প্রয়োজন সর্বস্তরে উপযুক্ত ইংরেজি শেখবার ব্যবস্থা করা। আমরাই যদি চিন্তায় ও কাজে পৃথিবীর অগ্রগণ্য দেশগুলোর একটি হতাম, তা হলে এ প্রয়োজন হতো না। কিন্তু আমাদের বাস্তব আর্থ-সামাজিক অবস্থাই বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। এদিকে যদি আমরা নজর না দিই, তবে বিশেষ এক এলিট চক্রের হাতেই দেশের শাসন ও শোষণ কেন্দ্রীভূত হবে। গণআন্দোলন দেশের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষাপট বদলে দেয় মাত্র। উন্নতি নির্ভর করে গণমানুষের চিন্তার ও কাজের রূপান্তর ও সমৃদ্ধির উপর।

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
কমিউনিটির একমাত্র পত্রিকা
অস্ট্রেলিয়ায় একমাত্র পত্রিকা
আমাদের প্রতিটি মুদ্রিত সংখ্যা সংরক্ষিত হয় অস্ট্রেলিয়ান জাতীয় গ্রন্থাগারের সংরক্ষণাগারে
অস্ট্রেলিয়ায় আন্তর্জাতিক সিরিয়াল নম্বর সম্বলিত একমাত্র বাংলাদেশী পত্রিকা
আমাদের ওয়েবসাইটে প্রতিদিনের পাঠকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি
অস্ট্রেলিয়ায় আমরাই কপি ও পেস্ট বিহীন একমাত্র বাংলা পত্রিকা
অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশী পত্রিকার ভিতর আমাদের ফেস বুকের ফলোয়ার সবচেয়ে বেশি
আমরাই একমাত্র অনুসন্ধানী রিপোর্ট ছেপে আসছি শুরু থেকে
আরো অনেক কারণে সুপ্রভাত সিডনি পাঠকের প্রথম পছন্দ।
আমাদের সাথে থেকে অনুপ্রানিত করার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ
VISIT US: WWW.SUPROVATSYDNEY.COM.AU
E-MAIL: SUPROVAT.CEO@GMAIL.COM, MOB: 0423 031 546

সুপ্রভাত সিডনি™
সত্যের সাথে সব সময়
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper
Suprovat Sydney
সুপ্রভাত সিডনি ঃ অষ্ট্রেলিয়ান বাংলাদেশীদের প্রথম পছন্দ!
* ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড সিরিয়াল নম্বর সম্বলিত একমাত্র কমিউনিটি পত্রিকা।
* পত্রিকাটির প্রতিটি মুদ্রিত সংখ্যা সুরক্ষিত হয় অষ্ট্রেলিয়ান জাতীয় গ্রন্থাগারের সংরক্ষণাগারে।
* প্রতি মুহূর্তে এর ষাট হাজারের ঊর্দ্ধে (জুলাই ২০১৭ অনুসারে, যানাকি প্রতিদিন বাড়ছে) অনুসারীদের কাছে পৌছে যায় সংবাদ অথবা বিজ্ঞাপন।
* পত্রিকাটির শতকরা ৯৫ ভাগ অনলাইন ব্যবহারকারীর উৎস অষ্ট্রেলিয়ার অভ্যন্তর থেকে।
* সুপ্রভাত সিডনির পুরো প্রকাশিত বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ নকলবিহীন।
* অন্য সব মাধ্যম ছাড়াও গুগুল পাস ও টুইটার পত্রিকাটির প্রচারে প্রসারে সহায়তা করে একান্তভাবে।
* সুপ্রভাত সিডনি সর্বোচ্চ সেবা প্রদানে সদা সচেষ্ট!
SUPROVAT SYDNEY has been tapping the most proficient efforts to remain as the best!
Postal Address: P.O Box-398, Lakemba, NSW 2195, Australia.
Mbl: 0423 031 546
Email: suprovat.ceo@gmail.com, www.suprovatsydney.com.au
ISSN No- 2203 4573/ Reg: BN 98533502 / TM 1391330
www.facebook.com/suprovatpage
Tweet:@SuprovatSydney

সুপ্রভাত সিডনি
The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper সত্যের সাথে সব সময়

Need Tax Return?

Accounting & Tax should not be so difficult, visit us and see how we can make the difference...

TAX TIME AHEAD

QUALITY SERVICE ASSURED AT LOWEST PRICE | FREE TAX RETURN ASSESSMENT

Taxation Solutions Partnership / Individuals / Company / Trust / Superfund
Business development and management **Bookkeeping** & Many more

CHARTERED ACCOUNTANTS
AUSTRALIA + NEW ZEALAND

bfsPARTNERS
SIMPLIFYING ACCOUNTING

OUR PARTNERS

Zaber Ahamed
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Registered SMSF Auditor
Justice of Peace in NSW

Tanvir Hasan
Chartered Accountant
Registered Tax Agent
Justice of Peace in NSW

Find us on Facebook

Level 5, 189 Kent Street Sydney 2000

www.bfspartners.com.au

সুপ্রভাত সিডনি

সত্যের সাথে সব সময়

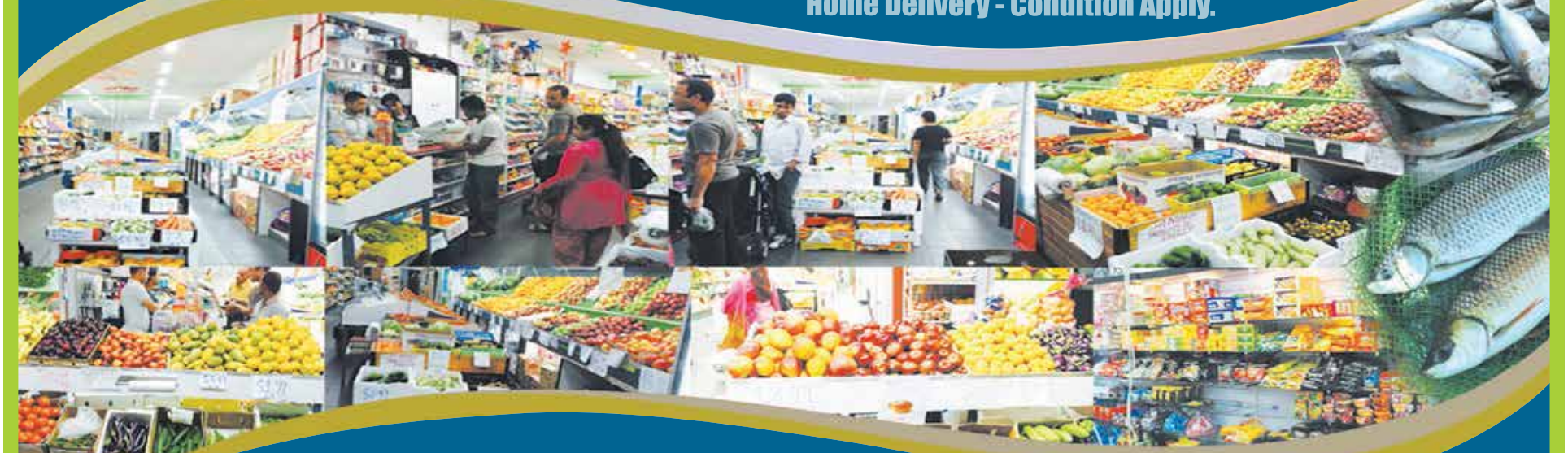

The Leading Australian Bangladesh Monthly Community Newspaper

Suprovat Sydney

Suprovat Sydney, February 2019, Volume-2, No-10 ISSN 2202-4573 www.suprovatsydney.com.au